13
Year of start : 2014
ISSN : 2347-8829

www.creatcrit.co.in
Index No. - 5139
PIF(I2OR) - 3.565

Creatcrit

A multidisciplinary (Arts & Humanities) and multilingual (Assamese, Bengali, English) Peer-Reviewed Journal published in every January and July.

Vol.-8, No.-1, January, 2021

Editor
N. Pattanayak

Associate Editor
Ajit Kr. Singha

Creatcrit
A Peer-Reviewed Journal on Arts and Humanities

ADVISORY BOARD

Prof. Achintya Biswas
Prof. Ranjit Kr. Dev Goswami
Prof. J. K. B. Rout
Prof. A. K. Talukdar
Dr. S.U. Ahmed

EDITORIAL BOARD

Editor
Dr. Nityananda Pattanayak
09435537222 (M)
Professor, Dept. of English
Mahapurusha Srimanta Sankaradeva Viswavidyalaya
Nagaon, Assam- 782001
email- creatcrit@gmail.com

Associate Editor
Dr. Ajit Kumar Singha
09435061520 (M)
Dept. of Bengali
ADP College, Haibargaon, Nagaon : Assam
email- creatcrit@gmail.com

MEMBERS

Dr. Nigamananda Das, Prof., Dept. of English, Nagaland University, Kohima. **Dr. Bhagabat Nayak,** Prof., Dept. of English, Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh. **Dr. Rabin Deka,** Prof., Dept. of Sociology, Tezpur University, Tezpur. **Dr. B.C. Dash,** Prof. Dept. of English, Assam University. **Dr. Panchanan Mishra,** Former Reader, Rajendra college autonomous Bolangir, Odisha, Dept. of English, **Dr. Khokan Kumar Bag,** Assoc. Prof., Dept. of Bengali, Presidency University, Kolkata. **Dr. Manik Kar,** Former Associate Prof., Nowgong College, Nagaon. **Dr. Sanjay Bhattacharjee,** Dept. of Bengali, Gauhati University, Guwahati.

Publisher : Dr. N. Pattanayak ***Cover Design :*** Prasanta Kr. Gogoi

Layout : Sun Mahammad ***Printing :*** Ajanta Press, M.G. Road, Nagaon -1

Editorial Office : Creatcrit C/O- Dr. N. Pattanayak, Gandhinagar, L.K. Road, Haibargaon, Nagaon, Assam, India. PIN- 782002

E-mail Address : creatcrit@gmail.com
Website : www.creatcrit.co.in

Guidelines for Authors

Creatcrit (ISSN 2347-8829) is a multilingual (Assamese, Bengali, English), peer-reviewed research journal on Arts & Humanities published in January and July every year and accommodates original and unpublished articles/ papers having research values.

The main text of the article/paper shall not be more than 4000 words, and must include an abstract within 200 words in addition to 5–7 keywords.

Articles/ Papers must carry objective, hypothesis, significance of study and methodology followed in the article/paper.

Works cited in the text, notes and references conforming to the style (APA/MLA) as current in respective disciplines must be at the end of the text.

Authors must provide the name of the topic of the Article/ Paper on the top, and their name, address, email address and contact number at the top right hand corner.

Articles/Papers in Assamese/Bengali language should be in Ramdhenu/ Geetanjali font while English of Times Roman.

Name of topic, abstract and keywords of Assamese/Bengali articles/ papers shall carry English translation.

Authors are to give a declaration that the text is original and unpublished one, not sent anywhere in any form for publication.

Each of the papers received will go through a process of blind review before the experts of the respective area, and only on their recommendation, the same will be considered for publication.

Any suggestion for revision of article/paper by the reviewers will be intimated to the respective author in due course.

Authors will be given time for revision, retraction, correction of mistakes etc., and if need be another three weeks' time for correction of mistake.

Authors will be given sufficient scope to apologize for any mistake in the paper published

Authors must take utmost care to avoid plagiarism and must maintain high ethical and professional standard and research publication ethics.

Article/paper should be sent via e-mail:creatcrit@gmail.com, and mailing address for the hard copy is Dr. A.K.Singha, Dept. of Bengali, A.D.P. College, Haiborgaon, Nagaon, Assam, India. PIN: 782002.

There is no publication charge. Hard copies are available on request.

Processing fee of Rs. 1000/- may be sent to the Editor, Creatcrit. Current A/C no.35723804489 SBI, Haibargaon, IFSC-SBIN005462.

Disclaimer: Views expressed in articles/papers published in this journal are those of respective authors, not of Creatcrit. Neither the Editorial Board nor the Publisher of Creatcrit is responsible for the opinions expressed by the authors in their articles/papers. All disputes regarding the journal will be settled at the Nagaon Court, Assam, India-782001.

Contents

Creatcrit, Vol.-8, No.-1, January, 2021

- Theatre, Dramaturgy and Contemporary Plays in English from Nagaland
  - **Prof. Nigamananda Das** ▸ **1**
- Artefacts Of A Shared Imagining : History, Storyworlds and Narrative Worldmaking in the *Ibis Trilogy* of Amitav Ghosh
  - **Dr. R.K.Rath** ▸ **8**
- Manipuri And Bengali Phonology : A Constrastive Analysis
  - **Ch. Mani Kumar Singha**
  - **Prof. W. Raghumani Singh** ▸ **19**
- Immigration and Identity Crisis in Siddhartha Deb's *The Point of Return.*
  - **Dr. Chittaranjan Nath** ▸ **28**
- Margaret Atwood's *The Handmaid's Tale and Cat's Eye* : A Critical Study
  - **Josephine Sangma** ▸ **34**
- Search for Female Identity in Temsula Ao's *Aosenla's Story* and Bhabendra Nath Saikia's *The Hour before Dawn* : A Comparative Study.
  - **Pelhouneinuo Kiewhuo** ▸ **40**
- Quest for Identity in Manju Kapur's *Difficult Daughters*
  - **Dr. Riazul Hoque** ▸ **48**

Migrants' Experience in *The Inheritance of Loss* : An Existentialist Study
Tapash Kumar Bharali 54

Dominance of Folk Mathematics over Human Society: A Study
Dr. Abu Taher Mollah 63

Female Transgression in the Fictional Art of Yoko Ogawa
Semhayi Sapuh 72

Movements for Assertion of Nepali Identity in Assam.
Rupeswar Sonawal 79

Life During Pandemics: Challenges and Redemption
Dr. Mousami Nath 87

Yoga Tattva and Yoga practice in the Nath Literature of the Barak Valley.
Dr. Debjani Debnath 96

Sharadindu Bandapadhyaya's *On the Bank of Tungabhadra* : A Critical *Study in the Light of New Historical Consciousness.*
Dr. Pijush Nandi 105

পৃষ্ঠা- ২২৪
৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ২১৯
৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, শরবিন্দু : 'তুঙ্গভদ্রার তীরে', কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০, পৃষ্ঠা- ৭
৬। Mahajan, Vidya Dhar : Vijaynagar Empire, History of India (From Begining to 1526 A.D.) New Delhi, S. Chand & Co. Ltd., 1993, Page- 298
৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৯৯
৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৯৯
৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০১
১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু : 'তুঙ্গভদ্রার তীরে', কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০, পৃষ্ঠা- ৯
১১। ঘোষ, সেমন্তী (সম্পাদনা) : দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, কলকাতা : গাঙচিল, ২০০৮, পৃষ্ঠা- ১৭
১২। গুহ, রণজিৎ : আনন্দ বাজার পত্রিকার ২০০৭ সালের ১৫ আগষ্ট সংখ্যার জন্য সাক্ষাৎকারে দেওয়া মন্তব্য। সেমন্তী ঘোষের (সম্পাদনা) দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, গাঙচিল গ্রন্থের পৃষ্ঠা- ১৮তে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি থেকে উদ্ধৃত।
১৩। সমদ্দার, রণবীর : 'দি হিস্টরি ও গ্রাফিকাল অপারেশন : মেমরি অ্যাণ্ড হিস্টরি'- সেমন্তী ঘোষ কৃত আলোচনায় উদ্ধৃত অংশ থেকে গৃহীত অংশ। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯
১৪। আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক ১৪১৯ সালের চৈত্র মাসে অষ্টবিংশ মুদ্রণই উপন্যাসটির জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে।
১৫। চক্রবর্তী, রাজকুমার : ইতিহাস চর্চা নির্মাণ অবিনির্মাণ বিকৃতি, কলকাতা : এবং মুশায়েরা, ২০১০, পৃষ্ঠা- ১২
১৬। ঘোষ, সেমন্তী (সম্পাদনা) : ভূমিকা, দেশভাগের ইতিহাস আর স্মৃতি-বিস্মৃতি, দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, কলকাতা : গাঙচিল, ২০০৮, পৃষ্ঠা- ২০
১৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু : তুঙ্গভদ্রার তীরে, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০, পৃষ্ঠা- ১৩
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩
১৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪
২০। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫
২১। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫
২২। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫
২৩। মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : মধ্যাহ্ন সায়াহ্নে, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, পৃষ্ঠা- ২২৪
২৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ২২০
২৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ২১৫
২৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যের পথে, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৯৪ সাল, পৃষ্ঠা- ৯-১০

শক্তিকে প্রতিরোধ করা হল, তার কাহিনী লেখক নিপুণভাবে বিন্যস্ত করেছেন।'[২৩] অবশেষে, মহারাজ দেবরায়ের সঙ্গে মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালা নামে, বিদ্যুন্মলা মণিকঙ্কণা নাম দিয়ে অর্জুন বর্মার সঙ্গে এবং বলরামের সঙ্গে রন্ধনশালার দাসী মঞ্জিরার বিয়ে সম্পন্ন হয়ে উপন্যাস-কাহিনি নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছেছে। "শরদিন্দু ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে পরিণতি এনেছেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিলনান্তক, নিটোল কাহিনীর অনুবর্তনের শেষে চরিত্রগুলির একটি নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছবার পরই কাহিনীর সমাপ্তি। শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' ঘটনা বিন্যাস ও চরিত্র সৃষ্টির কৌশলে শরদিন্দু চূড়ান্ত বিন্দুতে উপনীত হয়েছেন। লেখকের চমৎকার বর্ণনাগুণে ইতিহাস আর কল্পনা সুন্দরভাবে মিলে মিশে গেছে।"[২৪]

বস্তুত এই উপন্যাসের প্রধান ইতিহাস সমর্থিত ঘটনা হচ্ছে— রাজশক্তির সঙ্গে বিজয়নগর রাজশক্তির সংঘর্ষ। সেই সংঘর্ষের সূচনায় গুহামুখে লুকিয়ে থাকা দুই বন্ধু বর্মা ও বলরাম নিচের পাহাড়ি অঞ্চলে আগত কামানধারী বাহমনী সেনাদের আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ। এই সংঘর্ষে বলরাম তার ছোট্ট কামানে বারুদে গেদে অগ্নিসংযোগ করেছে এবং দুই বাহমনী সেনাকে নিহত করেছে।

ইতিহাস সমর্থিত বাহমনী বিজয়নগর সংঘর্ষ সম্পর্কে একজন সমালোচক জানিয়েছেন— "বাহমনী রাজ্যের নবম সুলতান আহমদশাহ (১৪২২-১৪৩৫ খ্রি:) শাসনকালে প্রথমবার পরাভূত হলেও কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয় নগর রাজ্য তৎকর্তৃক আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ পরাভূত হয়নি।"[২৫] লক্ষণীয় যে, লেখক ইতিহাস থেকে সামান্যই তথ্য নিয়েছেন কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর স্মৃতিও কল্পনার মিশেলে যে ঐতিহাসিক পটভূমি তৈরি করেছেন তা সাহিত্যের সত্যে পরিণত হয়েছে। "ইংরেজিতে যাকে বলে real, সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা মন যাকে বলে 'এই তো নিশ্চিত দেখলুম — অত্যন্ত বোধ করলুম।"[২৬] 'তুঙ্গ ভদ্রার তীরে' উপন্যাসের ঐতিহাসিক সত্য পাঠকমনে শেষ পর্যন্ত এভাবেই ঐতিহাসিক রসের সঞ্চার করে। কোনোরকম তথ্য বিকৃতি ছাড়াই সামান্য ঐতিহাসিক ঘটনাকে ভিত করে অনিন্দ্যসুন্দর আখ্যান নির্মাণ উনিশ শতক কেন, বিশ শতকের প্রথমার্ধেও সুলভ সম্ভব হয়নি। ▸▸

তথ্যসূত্র ও মন্তব্য :

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ৭৬

২। গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, কলকাতা : গ্রন্থনিলয়, ২০০১, পৃষ্ঠা- ৩৪

৩। মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪,

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-8 No.-1, January, 2021
PP 1–7

Theatre, Dramaturgy and Contemporary Plays in English from Nagaland

Nigamananda Das
Professor, Department of English,
Nagaland University, Kohima - 797004

Abstract: *Academic writing of any sort from Nagaland by Nagas dates back to twentieth century. Establishment of Kohima Sahitya Sabha in 1895 was a landmark for literary creations. Stagecraft and role playing in public in open air has been being gradually neglected in literature due to advancement of technology. In the ethnic world, literary and cultural forms assume a different shape with strong folk elements. As such in the tribal world of Nagaland, role playing in folk dances was strongly present and there was no dramatic culture, dramaturgy and strict drama form for a long time even after the advent of modern Western education. Towards the fag end of twentieth century, young scholars have shown their interests in the literary form of drama and in Nagaland, it is still in infancy. In the present paper besides tracing a history of the growth of drama form, a small anthology of plays in English titled Wings of Passion by Arenla M. Subong has been introduced following descriptive method.*

Key words: *Morung, Ako, AIDS, Lifestyle, Naganimora*

The province of Nagaland was carved out of Assam in 1963 after long nationalist struggle, plebiscite and colonial oppression on the Nagas. The Naga Hills in spite of the ethnic diversities is a site of rich cultural museum. The morungs are bedrocks of their cultural life and diversities of learning skills. Contemporary Naga Writing in English is mostly a quest for identity which the present generation feels it loses due to the fast glocalization and attempts at globalization. The Naga nationalism has been continuously being negotiated and the long aspired dream is desired to be realized. The cultural history of the land, glorious folkloric

tradition, current trends of thought, ethnic diversities and the memories of the colonial past have been themes in the writings. The writing in English as new literature was initiated during eighties of the last century but the genres are not plenty in number. It began with poetry and then a few fictional writings and but now the plays, which are rare in maximum provinces in India, though is almost the same in Nagaland has been being attempted. In the folk culture of the province, dance and dance drama and the morung as the stage has been there since time immemorial. During the British colonial period writing of plays has been attempted in provinces like Manipur, Meghalaya and Mizoram. There are instances of play writing in Tenyidie language. But the aspects of modern theatre, stagecraft and dramaturgy are not distinctly visible in the literary ecology of Naga Hills. But in recent years there have been attempts through the initiatives of National School of Drama (NSD) for promoting awareness in this direction. Of course enactment for learning different activities and feats of life was performed in morungs of all different tribes. Hence it can be said that drama and dance drama are as old as the Naga culture and morungs are the shrines of such cultural activities where the Naga youth learnt these acts in the olden days and morungs have still remained the venerable institutions in the Naga culture.

The writing in English or the new literature in English from Nagaland and drama as a form of writing has been very recent. The writing of plays and stage performance of drama has been very old in Assam and there has been revolution in stage performances in Manipur, but the same is not visible in Nagaland. The tribal literatures are mainly folkloric and in Nagaland except of a few languages, literary trends have not developed yet, though the trends of oral literatures are strong. Literature in English appeared from 1980s. In Naga languages like Tenyidie, some plays have been published. In 1980s and 1990s, Easterine Kire wrote some plays for radio and TV, e.g. Instant Coffee, King Lear for our Times, The Man Who went to Heaven, The Story of Solomon, (Radio plays) and David and Jonathan, Paradise Lost, The Story of a Stone, Babe of Christmas (plays for TV) (Konwar 323). But the plays have not been published so far. Through the initiatives of NSD and North East Zone Cultural Centre, some plays have been produced and enacted in Nagamese. In 1999, a month long production oriented workshop on theatre was organized in collaboration with National School of Drama, New Delhi. After that theatre groups have emerged in Nagaland. In 2002, the Nagaland Theatre Fraternity was established and then in 2008 the Dreamz Unlimited was also established and these theatre groups have

হয়েছে, সামান্য পরিবর্তিত হয়ে। তবে নাম পরিবর্তনের ব্যাপার থেকে জটিলতার আবর্ত ছিন্ন পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটা রাজমন্ত্রী লক্ষ্মণ মল্লাপ, রাজকুমারী বিদ্যুন্মালা, মণিকঙ্কণা এবং অর্জুন বর্মার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। উপন্যাসের ঘটনাবলি যে এই পরিণামে এসে পৌঁছবে লেখক তাঁর একটা ইঙ্গিত আগভাগেই দিয়ে রেখেছেন বিদ্যুন্মালা এবং মণিকঙ্কণার কথাবার্তার মধ্যে। প্রথম পর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে বিদ্যুন্মালা বলেছে— ‘এ নাকি বিয়ে? এ তো রাজনৈতিক দাবাখেলার চাল।”[২১] সুতরাং এ বিয়েতে তার সায় নেই তা বোঝা যায় তার এই উক্তিতে। কারণ রাজাদের একাধিক রাণির বিশ্রী ব্যবস্থা তার অপছন্দ। রাজা দেবরায়ের তিন রাণি রয়েছে, বিদ্যুন্মালা হবে চতুর্থ রাণি। এমন অবস্থায় স্বামী হয়ে যায় ভাগের মা। অর্থাৎ ভাগের মা যেমন গঙ্গা পায় না তেমনি কোনো স্ত্রীই স্বামীকে সম্পূর্ণভাবে পায় না। আর ‘স্ত্রী যদি স্বামীকে পুরোপুরি না পায়, তাহলে বিয়ের কোনো মানেই হয় না।’[২২] সে-জন্যই এই অবস্থা মেনে নিতে তার কুণ্ঠাবোধ, চোখে বিদ্রোহের বিদ্যুৎ খেলে যায়, মুখে ফুটে উঠে প্রতিবাদের ভাষা। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নিরপরাধ মানুষের বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে যাওয়ার মতো বিদ্যুন্মালা এই বিয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ‘যে স্বামীর তিনটে বৌ আছে তাকে কোনোদিন ভালবাসতে পারব না’— বলে জানিয়েছে সে। বিদ্যুন্মালার মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের এই মাজপথেই উদয় হয়েছে অর্জুন বর্মা। তার সঙ্গে বিদ্যুন্মালার মিলনে উপন্যাস তার পরিণতিতে পৌঁছেছে। অন্যদিকে মণিকঙ্কণা যে রানি হওয়ার গোপন বাসনা মনে পুষে রাখে, যে ভালোবাসার প্রতিযোগিতায় অন্য রানিদের চেয়ে এগিয়ে থাকবে বলে আত্মবিশ্বাসী ঘটনার পাকচক্রে অবশেষে সে-ই নাম পাল্টে হল রাজার চতুর্থ রানি। লেখক পরিণতির জন্য চরিত্রগুলোকে যার যার মতো গোড়া থেকেই তৈরি করে নিয়েছেন। আকস্মিক তূর্ণাবর্তে জলে নিমজ্জিতা বিদ্যুন্মালাকে অর্জুন বর্মা রক্ষা করেছিল জনহীন, নদীবেষ্টিত দ্বীপে তুলে। মূর্ছিত অবস্থায় তারা দুজনেই সেখানে পড়েছিল। রাজভ্রাতা কুমার কম্পন তাদের উদ্ধার করে বিজয়নগরে নিয়ে এসেছিল। তখন থেকেই বিদ্যুন্মালা এই অর্জুন বর্মার প্রতি অনুরক্ত হয়। এদিকে কুমার কম্পনের সন্দেহের পরিপ্রেক্ষিতে বিজয়নগরের রাজপুরোহিতের পরামর্শ অনুযায়ী বিদ্যুন্মালা রাজ-অবরোধ তিন মাস থাকলেও মাসে মাসে পম্পা তীরবর্তী মন্দিরে পূজা দিতে যাওয়ার সময় অর্জুন বর্মার সাথে দেখা হয়। এভাবে বিদ্যুন্মালা রাজ-অবরোধ তিন মাস থাকলেও মাসে মাসে পম্পা তীরবর্তী মন্দিরে পূজা দিতে যাওয়ার সময় অর্জুন বর্মার সাথে দেখা হয়। এভাবে বিদ্যুন্মালার অনুরাগ ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং উপন্যাস দেখা যায় প্রেম নিবেদনের ব্যাপারে বিদ্যুন্মালাই অগ্রণী। অর্জুন বর্মার নির্লিপ্ততা বিদ্যুন্মালাকে আত্মহত্যার হুমকি পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেছে। অর্জুন বর্মার কাছে গোপন অভিসারে যেতেও বিদ্যুন্মালা ভয় পায়নি। কিন্তু রাজার হাতে ধরা পড়ে যায় এই যুবক-যুবতী। রাজা কিন্তু অর্জুনকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে, দিলেন নির্বাসনদণ্ড।

“নির্বাসিত বন্ধু অর্জুন বর্মাকে বলরাম একা ছেড়ে দিল না। সেও বন্ধুর সহগামী হল। তারপর তারা দুজনে কীভাবে বাহমনী রাজ্যের সৈন্যবাহিনীকে বলরামের কামান-নির্গত গোলায় হত্যা করল, কীভাবে রণপায়ে চড়ে অর্জুন বর্মা এক রাতে তিন চারদিনের পথ অতিক্রম করে মহারাজকে বিপদের সংবাদ দিল, কীভাবে দুই সীমান্ত থেকে বাহমনী

কাহিনির মুখ্য ঘটনাস্থল। যুদ্ধের শান্তির শর্ত হিসেবে কলিঙ্গ দেশের রাজা ভানুদেব তার কন্যা বিদ্যুন্মালাকে পাঠিয়েছেন বিজয়নগরের মহারাজা দেবরায়ের সঙ্গে বিবাহার্থে। সঙ্গে এসেছে বিদ্যুন্মালার বৈমাত্রেয় বোন তথা সখি মণিকঙ্কণা। তিনমাসের জলযাত্রা শেষে বিজয়নগর থেকে সত্তরক্রোশ জলপথ বাকি থাকতেই এক আকস্মিক তূর্ণাবর্তে কলিঙ্গ দেশের এই দুই তরুণী সহ তাদের অভিভাবিকা মন্দোদরী জলে ডুবে যায়। সলিল সমাধি থেকে রাজকুমারী বিদ্যুন্মালাকে গুলবর্গার অর্জুন বর্মা রক্ষা করে। এই তূর্ণাবর্তের পূর্বে তিনমাসের যাত্রাক্লান্ত দুই তরুণীর কথাবার্তার ফাঁকে ঔপন্যাসিক ইতিহাসকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালাকে জিজ্ঞেস করেছে "একটা কথা বল দেখি মালা। চিরদিনই বিয়ের বর কনের বাড়িতে বিয়ে করতে যায়। কিন্তু তুই বরের বাড়িতে বিয়ে করতে যাচ্ছিস, এ কেমন কথা?"[১৭] বাস্তবিকই বিয়ের জন্য কনেকে স্বামীগৃহে যাত্রা অ-স্বাভাবিক ঘটনা। এই অস্বাভাবিক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাস। তাই লেখক জানাচ্ছেন- "এই বিপরীত আচরণের মূল অন্বেষণ করিতে হইলে কিছু ইতিহাসের চর্চা করিতে হইবে।"[১৮] অতঃপর ঔপন্যাসিক দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীকালে দ্বিতীয় দেবরায়ের সময়কাল পর্যন্ত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরেছেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়েসী দেবরায়ের 'দেহ যেমন দৃঢ় ও সুগঠিত, চরিত্রও তেমনি বজ্রকঠিন। গম্ভীর মতিবাক্, সংবৃতমন্ত্র পুরুষ। রাজ্যশাসন আরম্ভ করিয়া তিনি দেখিলেন, ম্লেচ্ছ শত্রু তো আছেই, উপরন্তু হিন্দু রাজারাও নিরন্তর পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে একতা নাই, সহধর্মিতা নাই। অথচ ম্লেচ্ছ-শক্তির গতিরোধ করিতে হইলে সঙঘবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দেবরায় একটি একটি করিয়া রাজকন্যা বিবাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইষ্টবুদ্ধির দ্বারা যদি ঐক্যসাধন না হয় কুটুম্বিতার দ্বারা হইতে পারে।.... দেবরায়ের দূত বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইল। কলিঙ্গরাজ ভানুদেব ভাবিলেন, এই বিবাহের প্রস্তাব প্রকারান্তরে তাঁহাকে বিজয় নগরের বশ্যতা স্বীকার করার আমন্ত্রণ। তিনি নিরতিশ্রয় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিবেশী অন্ধ্ররাজ্য সসৈন্যে আক্রমণ করিলেন, কারণ অন্ধ্রদেশ বিজয়নগরের মিত্র। ....সংবাদ পাইয়া দেবরায় সৈন্য পাঠাইলেন। যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে ভানুদেব পরাজিত হইয়া শান্তিভিক্ষা করিলেন। শান্তি শর্তস্বরূপ তাঁহাকে দেবরায়ের হস্তে নিজ কন্যাকে সমর্পণ করার প্রস্তাব স্বীকার করিতে হইল। দেবরায় কিন্তু শ্বশুরগৃহে আসিতে পারিবেন না; কন্যাকে বিজয়নগর পাঠাইতে হইবে।"[১৯] যেমন শর্ত তেমন কাজ। কন্যাকে পাঠিয়ে দিলেন কলিঙ্গরাজ। সুতরাং এই বিয়ে আসলে স্বাভাবিক বিয়ে নয় 'এ তো রাজনৈতিক দাবাখেলার চাল।'[২০]

বিজয়নগরে উপস্থিত হওয়ার প্রাক্ক্ষণে তিন তরুণীর ঘূর্ণাবর্তে পতন, রাজকুমারী বিদ্যুন্মালার সলিল সমাধি ও অর্জুন বর্মা কর্তৃক উদ্ধার থেকেই কাহিনিতে জটিলতার সূত্রপাত হয়েছে। এই জটিলতার এক প্রান্তে আছে অর্জুন বর্মা, অন্য প্রান্তে আছে রাজভ্রাতা কুমার কম্পন। ফলে জটিলতার যে আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে সেই আবর্তে মহারাজ দেবরায়, বিদ্যুন্মালা, কুমার কম্পন এবং অর্জুন বর্মা জড়িয়ে পড়েছে। পরোক্ষে মণিকঙ্কণাও জড়িয়ে পড়েছে এই আবর্তে। এই পাঁচজনকে নিয়েই লেখক মূলত কাহিনির আপাত-জটিল বৃত্ত নির্মাণ করেছেন। যুদ্ধের পর শান্তির শর্ত হিসেবে কলিঙ্গরাজ তাঁর কন্যা বিদ্যুন্মালাকে বিজয়নগরে পাঠানো থেকেই কাহিনির সূত্রপাত। উপন্যাসের শেষে সেই শর্ত পালিত

staged several plays like Ahom Naga, Nisapa Nisala, Inakha Ghonili and Nisheli and also produced several plays on behalf of other organisations and also jointly produced with other theatres. The Dreamz Unlimited has produced theatre in four languages like English, Nagamese, Ao and Sema. This theatre first staged the play Lichaba's Daughter, based on a traditional Ao story and since then it has been staged in different parts of the country like New Delhi, Guwahati, Gangtok, and Imphal. This theatre also tries to put Nagaland in the global map and has made its mission to enact propaganda plays like Strength of a Woman, Yesterday, Today and Tomorrow on occasions like Internal Women's Day, World Water Day, etc. This theatre group also presented its play Technicolor Dreams in the prestigious 12th Bharat Rang Mahotsav in New Delhi in 2010. In 2012 another theatre named Hill Theatre was established by Bendang Walling, an alumnus of NSD. This theatre also has so far staged several plays like The Third Eye, N.H. 36, Chimti: The Ant, The Wedding, Charlie and the Chocolate Factory and Don't Women, No Cry.It has participated in 6th North East Theatre Festival in Dibrugarh in 2014 and in the 7th North East Theatre Festival in Imphal also. (Konwar 326)

Kohima Sahitya Sabha, established in 1895, was a landmark effort in introduction of literary and cultural productions, performances and several other new literary initiations. But due to lack of interests of people and lack of likeminded literature lovers and litterateurs, literature in local languages nor any vernacular nor English could develop in this province. Now only sporadically a very few writings are coming up and due to lack marketing facilities, the published works are not getting circulated widely to the readers. The already staged English plays as mentioned above have not been published and hence these have not been evaluated by the circle of critics and their authors are not known to any readers. Hence drama in English as a genre is not developing. Several collections of poems have appeared, novels have been published, but dramas which are more attractive and more appealing have remained neglected. Easterine Kire has written a number of novels, but she could not get her plays written for radio and television more than two decades ago published so far. Those plays remained confined in the pages of paper after being performed by her students those days.

Arenla M. Subong's *Wings of Passion* (2017) is a collection of four plays in English from Nagaland. This collection of plays is originally written in English and as a collection of plays, it is first of its kind from Nagaland and Northeast India. It epitomizes both folk and modern dramaturgy, stagecraft and thematic. Her four plays in this collec-

tion have been composed and enacted at different times. The plays are mostly propaganda plays meant for spreading awareness and are also educative, historical and mythical. The dramatist Arenla is a multifaceted personality who is involved in many missions as a singer, musician, playwright, filmmaker, actor, script writer, composer and choreographer. As a founding member of the band Abiogenesis, she with her spouse, has developed a new world music genre named Howey which is a blend of Naga Folk tunes with modern music. Arenla holds a career of over two decades in music with which she has made her maiden journey into the world of dramaturgy with this collection of plays. The first play titled *Lichaba's Daughter* (2006) is based on an Ao Naga folktale and it presents how a man is unable to cope with his wife who is a heavenly woman. The second play titled Big Time Buddies (2003) is a propaganda play on promoting AIDS awareness. The third play titled *Adapting to Change* (2013) is about how to manoeuvre our manners and learn to adjust with time. The fourth play titled *Sojourn of the Ahom Prince in Naga Hills* (2007) is a historical play propagating Naga-Ahom relationship and the importance of Naga honesty and hospitality. All the plays are basically propaganda plays in different ways which are chiefly didactic, educative and humanistic.

Lichaba's Daughter (2006) is musical drama developed on the animist Ao folktale where though the songs and dialogues are in English, singing follows the Naga folk tunes. There are code mixings of Ao terms and character names. The first scene of first act opens in a morung. The narrator presents the background and explains the plot development like the Sutradhar tradition of Assamese drama. Like the boys selecting and capturing their brides from the morung, a boy Meja captures his bride Tsungrola, who happens to be daughter of Lichaba, the God of Universe. Once while taking bath and washing her hair in a pond, Tsungrola could see her face reflected in the water of the pond and then she remembered her past days in the house of her father and also remembered her past beauty and food habits. Returning home she requested her husband to go her father and get from her father her usual food. Her husband could realize how her beauty was growing day by day after having the food brought from her father's house. After discovering food to be the human flesh, Tsungrola's husband decided to leave her company. Accordingly one day Meja took Tsungrola to forest in the pretext of visiting new places and left her alone there on the high branch of a tree, where Tsungrola got converted to bird recalling and chanting her husband's name and waiting for his return. This is a mythical story and now even in the folk tradition, people believe that the birds in forest

স্মৃতির ভূমিকা এমনই এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

চতুর্দশ শতকে প্রবল প্রত্যাহ্বানের মধ্যেও দাক্ষিণাত্যে হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা এবং প্রায় তিনশো বছর সঙ্গম রাজবংশের শাসনকার্য পরিচালনা ভারতবর্ষের ইতিহাসেরই এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাসে সঙ্গম রাজবংশ কিংবা বিজয় নগরের ইতিহাস এক অনালোকিত অধ্যায়, বরং বলা চলে অপাংক্তেয় ইতিহাস হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। রবার্ট সিওয়েলই প্রথম বিজয় নগরের ইতিহাস উদ্ধার করেন। কিন্তু তাঁর ইতিহাসও তো রাজা-রাজড়া-শাসক এবং তাঁদের যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। তাঁর ইতিহাসে হরিহর-বুক্ক-দেবরায়-কে রাজা বা শাসক হিসেবেই পাই, 'মানুষ' হিসেবে তাঁদের পরিচয় খুবই কম, নেইই বললেও অত্যুক্তি হবে না। এমন অবস্থায় স্মৃতি দিয়েই ইতিহাসকে, ইতিহাসের খামতিগুলো পুষিয়ে নিতে হয়, পূরণ করতে হয়। শরদিন্দু স্মৃতির দ্বারা এই অসম্পূর্ণ ইতিহাসকে সম্পূর্ণতা দিয়ে রাজা দেবরায়ের মানবিক দিকগুলোকেও আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। যে আখ্যানের দ্বারা একই সঙ্গে আমরা ঐতিহ্যের সন্ধান যেমন পেয়ে যাই, তেমনি পেয়ে যাই বৃহত্তর সমাজ চেতনার একটা আদল। যে আদল দিয়ে এই একবিংশ শতকের রাষ্ট্র রাজনীতির হাজারটা প্রশ্ন কিংবা সমস্যার সমাধান সূত্র বের করতে পারি। অতএব, শরদিন্দুর স্মৃতি নিজে থেকেই ইতিহাসে জায়গা নিতে সক্ষম হয়েছে কেবল ঘটনার বিশেষত্বে নয়, বরং তাঁর ব্যতিক্রমী ইতিহাসবোধের জন্যই। তিনি হয়তো জানতেন, যে আপেক্ষিকতার অভিযোগে স্মৃতি অভিযুক্ত, সেই অভিযোগে প্রথাগত ইতিহাসের অনুসন্ধানও অভিযুক্ত কিংবা দীর্ণ। যাকে আমরা 'তথ্যনিষ্ঠ' বলি, সেই ইতিহাসও তো আসলে 'তথ্য' -এর মানুষ নিরপেক্ষ অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সর্বত্র এই নিরপেক্ষতা আশা করা যায় না। সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ই, এইচ, কারের ইতিহাস দৃষ্টিভঙ্গিতে 'ঐতিহাসিক হলেন একজন সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, যিনি তাঁর দৃষ্টিকোণ ও মূল্যবোধ লুকোন না; ইতিহাসের তথ্যকে, অতীত বাস্তবতাকে, নিজের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার ও ব্যাখ্যা করেন।'[১৫] অর্থাৎ ঐতিহাসিকের আবেগ, অনুভূতি ও তাঁর সংস্কার ইতিহাসের তথ্য অনুসন্ধানে যেমন সক্রিয় থাকে তেমনি 'নির্জীব তথ্য' কে সজীব করে নির্দিষ্ট Meaning দিয়ে লক্ষে উপনীত হওয়া পর্যন্ত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল থাকে। এমতাবস্থায় কেবল স্মৃতিকেই ব্যক্তিগত ও আপেক্ষিক বলে দূরে সরিয়ে রাখলে চলবে না। ইতিহাসকে গ্রহণ করলে স্মৃতিকেও গ্রহণ করা উচিত। যদিও, 'স্মৃতিকে ইতিহাসে রূপ দিতে গেলে পদ্ধতিগত সতর্কতা প্রয়োজন, কিন্তু প্রথাগত ইতিহাসেও যে পরতে পরতে যূথ-স্মৃতি (Collective memory) মিশে থাকে, তা নিশ্চয়ই আমরা ভুলে যাব না।'[১৬] আর বাস্তবিকই আমরা ব্যাপারটা ভুলে যাইনি বলেই শরদিন্দুর স্মৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে সেগুলোকে ইতিহাসে সামিল করা হয়েছে। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস হিসেবে সেজন্যই বাংলা সাহিত্যে আজও উপযুক্ত মর্যাদায় বিবেচ্য হয়ে আসছে। এবারে উপন্যাসে এই ইতিহাসের প্রকরণ পদ্ধতিটা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করে দেখে নেব স্বাধীনোত্তর কালের বাংলা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসের ধারায় এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে।

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসে কাহিনি দাক্ষিণাত্যের কলিঙ্গ দেশ থেকে বিজয় নগরে সম্প্রসারিত হয়েছে। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত বিজয়নগরের রাজধানীই উপন্যাসের

উদ্‌যাপন করেন। দ্বিতীয় দেবরায় ওই যুদ্ধে মুসলিম অশ্বারোহীদের দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান, এবং হিন্দু-সংস্কারে ব্যক্তিগত বিশ্বাস অটুট থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েকজন মুসলিম ঘোড়াচালককে নিজের সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ১৪৪৩ সালে আবার যুদ্ধ বাঁধলে এই মুসলমান অশ্বচালকরা দেবরায়কে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, পরিণতিতে দ্বিতীয় দেবরায় বাহমনী শাসকের সামনে নতি স্বীকার করেন।[৯]

সংক্ষিপ্তভাবে এই হল বিজয়নগর ইতিহাসের রূপরেখা। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইতিহাসকেই তাঁর 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসে উপজীব্য করেছেন। অথচ ইতিহাসের উপাদান এখানে পর্যাপ্ত নয়। ফলে লেখককে স্মৃতিকথায় নির্ভর করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে লেখকের স্বীকারোক্তি— "তুঙ্গভদ্রার এই উর্মিমর্মর ইতিহাস নয়, স্মৃতিকথা। কিন্তু সকল ইতিহাসের পিছনেই স্মৃতিকথা লুকাইয়া আছে। যেখানে স্মৃতি নাই সেখানে ইতিহাস নাই। আমরা আজ তুঙ্গভদ্রার স্মৃতিপ্রবাহ হইতে এক গণ্ডুষ তুলিয়া লইয়া পান করিব।"[১০] লেখকের এই স্বীকারোক্তি থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না ইতিহাসে আর স্মৃতিকথাকে একাকার করেই তিনি উপন্যাসের কাহিনি বিস্তার করেছেন। এখানে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে ইতিহাসে স্মৃতির কি আদৌ কোনো স্থান আছে? 'ইতিহাস কি স্মৃতিকে গ্রহণ করে? ইতিহাস কি স্মৃতিকে বিশ্বাস করে? ইতিহাসের আখ্যানে কতটুকু জায়গা স্মৃতির জন্য সঙ্গত বা বাঞ্ছিত, কতটুকুর বেশি হলে তা আপত্তিকর?'[১১] এই প্রশ্ন ইতিহাস তাত্ত্বিকেরা এজন্যই করেন, কেননা, তাঁরা মনে করেন স্মৃতি এমনিতেই মিথ্যাবাদী। যত সময় যায়, স্মৃতির মিথ্যার ভারে সত্য চাপা পড়ে যাবার সম্ভাবনা অধিক। একজন তাত্ত্বিকের মতে, 'স্মৃতি তো একটা আর্কাইভ। সরকারি বেসরকারি সব নথিখানার মতোই আর্কাইভও বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রবণতা অনুযায়ী বাছাই করা দলিলে ভর্তি থাকে। তাই তার থেকে কোনও সত্যনিষ্ঠ নিরপেক্ষতা আশা করা যায় না।'[১২] তাছাড়া, ইতিহাসের দিক থেকেও স্মৃতি-নির্ভরতা এক বড় সংকট তৈরি করে। বস্তুত, এই সংকট, ইতিহাস বোধেরই সংকট। কারণ, এ জাতীয় 'মেমরি-হিস্টরি' গোত্রের লেখায় 'স্মৃতি নিজেকে ইতিহাসের মধ্যে প্রতিস্থাপন করতে চায়, এবং তা করতে গিয়ে নিজের মূল চরিত্রটিই যেন হারিয়ে ফেলে।'[১৩]

ইতিহাসে স্মৃতির ভূমিকা সম্পর্কে ইতিহাস তাত্ত্বিকদের এহেন ধারণা সামনে রেখে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'র ঐতিহাসিকতা বিচার করলে একবাক্যে উপন্যাসটির স্মৃতিবাহিত ইতিহাস অংশকে অস্বীকার করতে হয়। পরিণামে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস হিসেবে 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' ব্যর্থ হয়ে যায়। অথচ আমরা জানি, সমালোচক মহলে উপন্যাসটি যেমন প্রশংসিত, পাঠক মহলেও তেমনি সমাদৃত।[১৪] আসলে ইতিহাস তাত্ত্বিকের উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গিই ইতিহাস বিচারের শেষকথা নয়। কারণ, এই দৃষ্টিভঙ্গির বাইরেও কিছু সাধারণ সত্য আছে। যেখানে স্মৃতির ব্যাপ্ত আপেক্ষিকতা ও আত্ম-প্রবঞ্চনা সত্ত্বেও তা দিয়ে কিন্তু এক বৃহত্তর সামাজিক চেতনা তৈরিতে সহায়ক হয়ে উঠে। যদিও সব ঘটনার স্মৃতি এক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়, কারণ সব ঘটনা ব্যক্তি ও সমাজের স্মৃতিতে একই তীব্রতার সঙ্গে ধরা থাকে না। কোনো কোনো ঘটনা নিজ বিশিষ্টতার গুণেই স্মৃতিপটে লালিত ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রবাহিত হয়। বিজয় নগরের অন্ধকার ইতিহাসে

making "O Ako O Ako"(Subong 17) sound are Tsungrola converted into the bird. The plot announces the moral of colonised-coloniser discord that a man cannot have a happy married life with a heavenly being. A subaltern will have to live with a subaltern. His attempt to cohabit with a royal dignitary will end in acute displeasure. The life in tribal society and their ways of life, frankness, absurdity, honesty, food habits, virgin natural surrounding and their affinity with nature have been very objectively reflected in this play. The absurdity of a woman metamorphosed into a bird and the absurd ways of suffering, thinking and realizing are characteristic of Naga realities genuinely exposed in this play.

The play titled *Big Time Buddies* (2003) is a propaganda play for promoting awareness to prevent AIDS/HIV. This television play premiered on 13th September 2003 at Dimapur was meant for promoting care, solidarity, understanding and support so that all the humans can get rid of this deadly disease. The protagonist Ato gets transferred to a new place of posting in his job, meets new friends amongst whom Carol was one. Next year he gets affected with AIDS from Carol and discusses his difficulties with his friends and then all get involved in promoting awareness for the common good and protection of self. Though entertaining and instructive, the mission of the play is chiefly to promote "care, solidarity, understanding and support" (Subong 31). This play also can be categorised under pandemic literature as it propagates mass health awareness against the spread of a deadly virus which was a pandemic before its preventive measures were invented.

Adapting to Change (2013) is a mind boggling, thought provoking and stimulating play which prompts us to be careful about ourselves. We are living in a global village and are confined to our own places. Being confined to our own cultures will no more benefit us. We need to go out, out of our own place/ country and live abroad far away from our own places and our dear ones. Living in a remote corner of the world very often we become rootless and feel rootless being distanced from our culture, lifestyles, environment where we are forced to adopt new lifestyles and adapt ourselves to the new environment. The play revolves round nine characters who discuss about their behaviours, attitude to others, studying abroad, settling abroad/ coming back home after studying abroad, deep affiliation to one's own culture, etc. There are simple dialogues, conversations among friends contributing to our own activities and deliberating on how we can promote our own lives by pondering over what we do and how we live and how we adapt to changes to benefit ourselves. One character named Toshi who studied in USA is not in favour of going back and settling there. He says:

I really wanted to embrace the good sides of all cultures and in doing so I also have not forgotten my identity and thought it a good idea to show the aspects of our culture too.... No, I won't be going there. I want to stay here and work for our people. There are certain things I have learnt that I want our people to know too! In the west work culture is very different from ours...(Subong 36-37)

The play propagates to all concerned to adapt to changes of the fast changing world promoting work culture of the Western World which is technologically very advanced. The play is critical about slow and backward living styles and is appreciative of a technologically advanced progressive society for vibrant living styles.

The play titled *Sojourn of the Ahom Prince in Naga Hills* (2007) is a historical play justifying Naga identity, integrity and Naga hospitality. The plot shares a chapter of Ahom dynasty where the common history of Ahoms and Nagas is involved. It is because of the benevolence and hospitality of the Nagas, the Ahom King Gadadhar Singha could get back his throne and could become king in his kingdom in spite of all adverse situations and rivalry of one Lora Raja. Hence after assuming his throne, Ahom King Gadadhar Singha acknowledged his deep gratitude to the Angh of Wanching, sent him many gifts and married his daughter, Watlong. The Angh and his people supported Gadadhar Singha in defeating and killing his rival Lora Raja who usurped the kingdom of Gadadhar Singha (Godapani) and tortured and killed his wife Joymati. Gadadhar Singha lived in disguise in the Naga territory under the patronage of the Angh of Wanching. The Angh's men never disclosed the secret to the spies of Lora Raja. Gadadhar Singha with his followers tried to take shelter in Dafla and Mikir Hills, but he could not get support from there. But his Konyak Naga friends supported him wholeheartedly and could give him back his kingdom. This shows the integrity and faithfulness of the Nagas. The place Naginimora in Assam in reminiscent of place of death of the Queen of Gadadhar Singha, where she died due to sudden illness while travelling from Rangghar to Naga Hills. The king mourned the death of Naga queen widely and erected a stone monument in the place of queen Watlong's death. This historical play propagates Naga-Ahom friendship, identity of Naga integrity, benevolence, hospitality and honesty.

The four plays in the anthology titled *Wings of Passion* are short plays depicting the ethnic world of Northeast India and especially the animist Naga culture and its interface with the fast changing modern world. Modern transitions are in slow pace in the Naga Hills. But the plays plead for healthy transition which will bring peace, prosperity, sta-

Robert Sewell ই প্রথম পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসেন। তিনি বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সঙ্গম বংশের দুই সন্তান হরিহর ও বুক্ককেই মনে করেছিলেন। যদিও এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে অবশ্য অধিকাংশ ইতিহাসবিদ Sewell র মতকেই মান্যতা দিয়েছেন এই বলে— "This much can be said with certainly that the Vijaynagar empire was founded in 1336 by Harihara and Bukka, two of the five sons of Sangama. They were responsible for organising the resistence against the advance of invadas from the north and they were successful in doing so for about three centuries."[৭]

দাক্ষিণাত্যে মুসলমানদের বিজয়ের ধারা চতুর্দশ শতকে খুব শান্তিপূর্ণ ছিল না। শাসকশ্রেণি হিন্দুদের জমি-সম্পত্তি লুঠ করে বাজেয়াপ্ত করা ছাড়াও হিন্দুদের সম্মান সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলত। এই অবস্থা থেকে মুক্তি চেয়ে অন্ধ্রদেশের সামুদ্রিক অঞ্চলে প্রথম হিন্দুরা যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং পূর্ব সামুদ্রিক অঞ্চলে নিজের বিজয় সাব্যস্ত করে। অন্যদিকে, কাম্পিলী রাজ্যের পশ্চিম অঞ্চলেও মুক্তি বা স্বাধীনতা আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়েছিল। মহম্মদ তুঘলক দাক্ষিণাত্য ছাড়ার খবর পাওয়া মাত্রই আনেগণ্ডীর জনগণ তুঘলকের উপ-সচিব মালিক নাইবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তুঘলক খবর পেয়ে রাজমন্ত্রকের পরামর্শ অনুযায়ী কাম্পিলী বিদ্রোহের অভিযোগ কারাবন্দী ছয়জনকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের একজনকে (হরিহর) রাজা হিসেবে এবং অন্যজনকে (বুক্ক) রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্তি দেন। গোপনীতার মন্ত্র পাঠ করিয়ে তাঁদের বহুসংখ্যক সৈন্য দিয়ে আনেগণ্ডী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আনেগণ্ডীতে তাদের বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কিন্তু তারা অচিরেই তুঘলকের আনুগত্য অস্বীকার করে হিন্দু স্বাধীন রাজ্য হিসেবে বিজয় নগরের প্রতিষ্ঠা করে।[৮]

এই হরিহর - I এবং বুক্ক- I তাঁদের পিতার নাম অনুসারে সঙ্গম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৪০ সন পর্যন্ত হরিহর তাঁর ছোট্ট রাজ্যের চারিসীমা বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তুঙ্গভদ্রা উপত্যকার কঙ্কন এবং মালবার সমুদ্রতটবর্তী অঞ্চলে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এভাবে দুই ভাইয়ের শাসনকালে বিজয়নগর কৃষ্ণা-কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। কিন্তু ১৩৫২ সালে বাহমনী রাজ্যের শাসনকর্তা আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহ বিজয়নগর আক্রমণ করে। ফলে হরিহর (প্রথম) বাধ্য হয়েই রাজ্যের কিছু অংশ বাহমনী শাসকের কাছে সমর্পন করেন। বিজয়নগর এবং বাহমনী রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ তখন লেগেই থাকত, হরিহরের পুত্র-প্রপৌত্র-এর সময়কাল পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত ছিল। হরিহরের প্রপৌত্র প্রথম দেবরায়, যিনি ১৪০৬ থেকে ১৪২২ সাল পর্যন্ত বিজয় নগরের শাসন করেছিলেন, তিনিও বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দেবরায় ১৪২২ থেকে ১৪৪৬ সাল পর্যন্ত বিজয় নগরের শাসক ছিলেন। তাঁর আমলেও পার্শ্ববর্তী বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে বিবাদ অব্যাহত ছিল। বাহমনী শাসক মহিলা এবং শিশুদের উপর নির্দয়ভাবে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। এমনকি হিন্দুদের হতাহতের সংখ্যা যখন কুড়ি হাজার পৌঁছায় তখন আহমেদ শ্বাহ তিনদিন ধরে আনন্দ উৎসব

আধুনিক ইতিহাস চেতনার আলোকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসের নিবিড় পাঠ

১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী’ আর ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’। দুটিই অতীতাশ্রয়ী উপন্যাস, অথচ একশো বছরের ব্যবধানে লিখিত এই দুই উপন্যাসের মধ্যে ইতিহাস-প্রকরণ পদ্ধতির যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য তা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। বঙ্কিমচন্দ্র সামান্য ইতিহাসের তথ্য দিয়ে যেমন ‘দুর্গেশনন্দিনী’র কাহিনীবস্তু নির্মাণ করেছিলেন শরদিন্দুও তাঁর এই উপন্যাসে ইতিহাস থেকে সামান্যই তথ্য নিয়েছেন। তবে উভয় ক্ষেত্রে কল্পনাই হয়েছে সারথি। এই কল্পনা, বলা ভালো কল্পনার আতিশয্য দুর্গেশনন্দিনীকে বঙ্কিমের অন্যান্য অতীতাশ্রয়ী উপন্যাস থেকে পৃথক করাই শুধু নয়, এই উপন্যাসে— ‘বঙ্কিমের শিল্পীজীবনের ইতিহাস প্রসঙ্গ বাদ দিলে— অন্য তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া কঠিন।’[১] কারণ, সমকালীন বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাসের মান অনেক উৎকৃষ্ট হলেও ‘এর মধ্যে অপরিণত হাতের চাপ সহজেই চোখে পড়ে।’”[২] তুলনায়, ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাস একালের সুনির্মিত ঐতিহাসিক উপন্যাস, তা পাঠককে মানতেই হবে।’[৩] বস্তুত, ‘দুর্গেশনন্দিনী’ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা প্রথম উপন্যাস আর ‘তুঙ্গ ভদ্রার তীরে’ শরদিন্দুর লেখা শেষ ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস। সুতরাং ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে একেবারেই শিক্ষানবিশীর ভূমিকায়, শরদিন্দু সেখানে অভিজ্ঞ লেখক। বঙ্কিমের সামনে বাংলা উপন্যাসের কোনো আদর্শ ছিল না। তাই বাংলা উপন্যাসের একটা মডেল তাকে গড়ে নিতে হয়েছে। তুলনায়, শরদিন্দুর সামনে ইতিমধ্যে উপন্যাসের অনেক মডেলই গড়ে উঠছে। ফলে উপন্যাস-জ্ঞান রপ্ত করতে তাঁর ছিল ব্যাপক পরিসর। তাছাড়া এই একশো বছরে বাংলা সাহিত্যের গঙ্গায় বিস্তর জল গড়িয়েছে। সেই কারণে এই দুই ঔপন্যাসিকের মধ্যে কার্যত কেনো তুলনা চলে না। আমরা সামান্য যে তুলনা এখানে করেছি তা তাঁদের প্রতিভা নিরূপনের জন্য নয়, বরং ইতিহাসশ্রয়ী উপন্যাসের এক শতকের পরিণামকে চিহ্নিত করতে। একশো বছর আগে ও পরে লিখিত দুই উপন্যাসের প্রকরণগত ভিন্নতা বুঝে নিতে।

‘শরদিন্দুর উপন্যাস নির্মাণকুশলতার চরম প্রমাণ ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাস।[৪] এই উপন্যাসের পৃষ্ঠভূমিতে রয়েছে বিজয়নগরের ইতিহাস। ঔপন্যাসিক যে সময়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা ‘খৃ: ১৪৩০ এর আশেপাশে। তখনো বিজয়নগর রাজ্যের অবসান হইতে শতবর্ষ বাকি ছিল।’[৫] এবং এই ইতিহাস তিনি Robert Sewell এর A Forgotten Empire এবং সমসাময়িক গ্রন্থলিপি থেকে সংগ্রহ করলেও রমেশচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থ The Delhi Sultanate পাঠ করে অনেক তথ্য সংশোধন করে নিয়েছেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় - ‘The early history of Vijaynagar is obscure’[৬] আর সেই অন্ধকার ইতিহাসকে কিংবা প্রাচীন ইতিহাসের এই অধ্যায়টিকে- A Forgotten Empire গ্রন্থের বিখ্যাত লেখক

bility and social amelioration in the midst of diverse dissensions. The plays balance the disquiet between the tradition and modernity and assuage social unrest becoming pandemic everywhere nowadays. Enactments have better effects on human souls. Hence difference and deference need to be enacted in plays and on all such differences, plays need be composed. Writing plays exploring myriad realities is not difficult, but writers need to realize the deficiency in the literary ecology and take wise decisions to promote the ecology of enlightenment for disseminating good sense. ▸▸

Works Cited

Konwar, Anjan. Theatre Traditions of North-East India. Unpublished Ph.D. thesis, Nagaland University, 2016.

Subong, Arenla M. Wings of Passion. HPH Books, 2017.

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-8 No.-1, January, 2021
PP 8–18

Artefacts Of A Shared Imagining : History, Storyworlds and Narrative Worldmaking in the *Ibis Trilogy* of Amitav Ghosh

R.K.Rath
Former Associate Professor & Head, Department of English
Rabindranath Tagore University, Hojai - 782435

Abstract : *History and storytelling are inextricably tangled up. While storytelling is central to the writing of history, stories also conjure up metaworlds or worlds which become a reality within the mind whose existence we accept readily notwithstanding its remoteness or strangeness. The world-making capacity of stories and the performative power of narratives to create worlds are the twin pillars on which historical fiction builds its base. If a writer is to build a functioning world from historical sources or from histories, they will have to build a narrative and sustain it too. Storyworld refers to the world evoked implicitly as well as explicitly by a narrative. As such, storyworlds are mental models of the situations and events being recounted in the narrative. Relying on the 'fictional world' theories of literary theorists and narratologists this article explores the three historical novels in the Ibis Trilogy of Jnanpith awardee Amitav Ghosh in order to put in to perspective the link between storytelling , narrative and history.*

Keywords : *storyworld , worldmaking , narrative, intensional , artefact .*

Amitav Ghosh brings to his storytelling a passion and intellectual engagement that sets him apart as a distinguished novelist who speaks eloquently for our colonial past. The historical novels of Ghosh bear ample testimony to this claim. The telling of a story and its comprehension as a story depend on the human capacity to process knowledge in

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-8 No.-1, January, 2021
PP 105–113

Sharadindu Bandapadhyaya's On the Bank of Tungabhadra: A Critical Study in the Light of New Historical Consciousness.

Pijush Nandi
Asstt. Prof., Dept. of Bengali
Hojai Girls College, Hojai - 782435

Abstract: *In his much acclaimed novel Tunga Bhadrar Tire (On the Bank of Tunga Bhadra) Saradindu Bandopadhyaya has tried to complete an incomplete chapter of history. The setting of the novel is the forgotten history of Bijoynagar. The novelist has taken help of memories, post memories of the people of the area, folklores of the local populace to weave the complete story of the placewhich he felt remained unfinished in Robert Sewell's A Forgotten Empire. He collected his material mostly from Sewell's novel yet he employed post colonial historiography to counter some of Sewell's observations fulfilling it with narrative threads from local oral history. If one rejects folk memories that constitute most of narrative tapestry of the novel then the trajectory of the narrative shall lose its direction; however its astounding popularity lies in its use of these post colonial from of historiography. Considering the novel's acceptance by the reading public it can be well said that the novelist's use of retrieving history adopting 'little narratives' in his novel is successful. The present study delves deep into the factors that have made history of Bijoynagar possible disagreeing with Sewell's account so that readers can have a true and authentic version of it. The researcher has used the methodology of the post colonial historiography while preparing the paper.*

Key-words: *memories, postmemories, postcolonial, folklore, historiography*

গবেষকদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।▸▸

তথ্যসূত্র :

১। নৃপেন্দ্র নাথ চৌধুরী (সম্পা:), হাড়মালা (ব্রহ্মজ্ঞান যোগশাস্ত্র), কলিকাতা, ইষ্ট বেঙ্গল প্রেস, ১৯৭১, পৃ: ৯,১০।
২। ধীরাজ চন্দ্র নাথ, গোরক্ষবিজয়, করিমগঞ্জ, আসাম ২০০০, পৃ: ৭০।
৩। নৃপেন্দ্রনাথ চৌধুরী : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৬৬।
৪। তদেব, পৃ: ৩১।
৫। ধীরাজ চন্দ্র নাথ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ২৬।
৬। নৃপেন্দ্র নাথ চৌধুরী : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ২৬।
৭। পুষ্কর নাথজী, মহামন্ত্র উপাসনা, নরসিংপুর, কাছাড়, ১৯৮৩, পৃ: ৬৩,৬৪।
৮। নৃপেন্দ্র নাথ চৌধুরী : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৩২।
৯। তদেব, পৃ: ৩২।
১০। তদেব, পৃ: ৩৩।
১১। তদেব, পৃ: ৩৪।
১২। তদেব, পৃ: ৩৬।
১৩। তদেব, পৃ: ৪৭।

an interpretive way. The world-making capacity of stories and the performative power of narratives to create worlds are clearly evident in the fiction of Amitav Ghosh. This article looks at the later novels, especially those with a distinct historical tilt from this perspective of storyworlds. The novels examined are the novels from the Ibis trilogy - Sea of Poppies , River of Smoke and Flood of Fire .

Hannah Arendt in the The Human Condition says that the 'ability to produce stories is the way we become historical'. Storytelling is central to the writing of history . Amitav Ghosh concurs with this view in the December 2016 Roundtable of the American Historical Review. Ghosh observes :

History and storytelling are so closely joined together that it is impossible to pick apart their roots: they are like two trees grafted upon each other as seedlings. .. the storyteller's dependence on the past is so inescapable as to be apparent also in the rhetorical form that fiction most commonly employs: the past tense... Packed in to the word history are many, very different ways of relating to the past. Only a small part of this vast spectrum is occupied by academic history of the kind that emerged in European universities in the nineteenth century. A much larger part of that spectrum is taken up by various modes of storytelling, ranging from epics and sagas to contemporary historical fiction. (Ghosh 1557)

Beneath the story lies the need to give the reader the perception of a functioning world. If a writer is to build a functioning world from historical sources or from histories, they will rely heavily on someone else's interpretations of a shared understanding of the past. It is quite different from the creation of a world out of raw-material. The form and function of the historical narrative being written by the historian plays an active role in how sources are interpreted. The literary linguist Tzvetan Todorov argues that the function of inventive narrative is not so much to "fabulate" new plots as to render previously familiar ones uncertain or problematical, challenging a reader into fresh interpretive activity. This echoes Roman Jakobson's famous definition of the artist's task which is "to make the ordinary strange". So when a historical novelist sets out on his task he does not present arguments or descriptive overviews of a period or place, he tells a story. As Edward Said has observed in the introduction to his Culture and Imperialism :

... Stories are at the heart of what explorers and novelists say about strange regions of the world ; they also become the method colonized people use to assert their own identity and the existence of their own history." (Said xiii)

Narratives do not exist in some real world, waiting there for the novelist to be mirrored in a text. The act of constructing a narrative involves "selecting" events either from real life, from memory, or from fantasy and then placing them in an appropriate order. The events themselves need to be constituted in the light of the overall narrative, in Propp's terms, to be made "functions" of the story.

Hyvärinen draws attention to the chaotic nature of the real world. "The temporal order of things is clear: events of the world come first, and narratives follow

A representational form. Narrative means configuration, thus its counter concepts are chaos and contingency : the real events."(Hyvärinen 25).

William Cronon, president of the American Historical Association in 2012 in his Presidential address titled "Storytelling" makes significant observation about the centrality of stories which may be appropriately cited in this context.

They are part of the common heritage of humanity, which is why we share their telling with everyone else who narrates the past. That is what makes them so powerful and why it is so crucial that historians never tire of telling them, no matter how familiar they may seem to us......Stories of people struggling for justice or democracy or freedom or progress... Stories in which very small events or objects or ideas turn out to have much larger consequences than anyone would have thought possible. Stories that explore the intended and unintended consequences of the choices people make. Stories in which things we thought we knew about the past turn out to be unexpectedly and importantly different than we thought. Stories about how we know what we know-and how hard we have to work to earn such knowing. And stories of why different people understand the past so differently, and why seemingly contradictory historical narratives can yield truths that are all the more profound when juxtaposed against each other. More than anything else, though, we need to keep telling stories about why the past matters and why all of us should care about it. Nothing is more important, for only by the never-ending telling of such stories is the dead past reborn into memory to become living history, over and over and over again. (Cronon 2013)

Fictional worlds serve as the basis for creating stories. Fictional worlds are the ultimate referential frameworks of fictional texts. All the text's parts refer to a particular fictional world that exists through the medium of the fictional text.

In support of Stories and storytelling Roland Barthes's 1966 essay, "Introduction to the Structural Analysis of Narratives" may be profitably cited :

ধারণা করিলে দেবী নীশ্চল হএ মন।।”[১১](হাড়মালা)

এরপর সপ্তম যোগাঙ্গ হল ধ্যান। ধারণীয় বিষয়ে চিত্তবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য একাগ্রতা জন্মানোই হল ধ্যান। ধ্যান প্রধানত দুই প্রকার, সগুণ ও নির্গুণ ধ্যান। সগুণ ধ্যান আবার ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের ভিত্তি করে পাঁচ প্রকারের। যদিও এর মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের ধ্যানই শ্রেষ্ঠ। মানব দেহের বিভিন্ন চক্রে দেবতাদের অবস্থান অনুযায়ী ধ্যান করতে হয়। আবার এই সময় প্রত্যেক দেবতার রূপ, ভূষণ ও বাহনের ধ্যান বাঞ্ছনীয়। নির্গুণ ধ্যান এক প্রকারের। আত্মধ্যানই হল ধ্যানের মূল ভিত্তি। ‘হাড়মালা’ গ্রন্থে ধ্যানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে। এখানে শিব পার্বতীকে বিভিন্ন পদ্মে বায়ুর ধ্যান এবং ত্রিশগ্রন্থি ভেদের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

“বায়ু মনেত করি করিব সাধন।
হংসরূপে বায়ুতে করিব ধ্যায়ন।।
....
....
হৃদিস্থানে প্রাণবায়ু অপান গুদমুলে।
দুইতে একত্র হৈয়া বায়ু জদি চলে।।
দুই বায়ু মিলি জদি হএ একাকার।
হংস বায়ু হএ সেই হংসের আকার।।
চলিতে চলিতে বায়ু প্রচণ্ড হইয়া।
সুসুম্‌দার পথে জায়ে হংস চক্র ভেদিয়া।।”[১২](হাড়মালা)

—এখানে নির্গুণ বা আত্মধ্যানের উপায়স্বরূপ বায়ুসাধনার কথা বলা হয়েছে। অষ্টাঙ্গ যোগের সর্বশেষ স্তর হল সমাধি। সাধনার যে অবস্থায় পৌঁছে সাধক আত্মসত্তা বিস্মৃত হয়ে ধ্যেয়বস্তুর সাথে একাত্ম হয়ে যায়, সেই বিশেষ অবস্থাই সমাধি। এই অবস্থায় সাধকের নিজের অস্তিত্ব শূন্যপ্রায় হয়ে পরমাত্মায় বিলীন হয়। আর এভাবেই সমাধিস্থ যোগী ‘নাথনিরঞ্জনত্ব’ লাভ করে নিজেই শিবস্বরূপ হয়ে উঠে।

“তৈলে তৈলে মিলে জেন ক্ষীর মধ্যে ক্ষীর।
ঘৃতের মধ্যে ঘৃত জেন নির মধ্যে নির।।
জীব আত্মা এ পরম আত্মা এ নিরঞ্জন।
স্থোল সূক্ষ্য একত্র করিব ভাবন।।”[১৩](হাড়মালা)

উপরের আলোচনা থেকে বরাকের নাথসাহিত্যে যোগসাধনর বহুমুখী রূপের এক বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। প্রামাণ্য যোগশাস্ত্রগুলিতেও যোগসাধনার এই বৈশিষ্টগুলি সামান্য রকম হেরফের থাকলেও প্রায় এই একই রকম। উরন্তু বরাকের নাথ যোগসাধনামূলক বইগুলির রচয়িতারা সকলেই নাথসম্প্রদায়ভূক্ত। ফলে যোগসাধনার যেসব সুগভীর তত্ত্ব ও পদ্ধতি এগুলিতে বর্ণিত হয়েছে তা সাধকদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাজনিত সুনিবিড় আত্মোপল্কির ফসল। তাই এইসব রচনার নিবিড় পাঠে বরাক উপত্যকার মত প্রত্যন্ত অঞ্চলের নাথযোগীদের যে যোগসাধনার ঐতিহ্যময় ধারা বহমান ছিল, তা আগ্রহী পাঠক,

মৎস্যেন্দ্রাসন, গোরক্ষাসন। বিভিন্ন প্রকার আসনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি আসনপদ্ধতির কথা 'হাড়মালা'য় বর্ণিত হয়েছে। এই দুটি আসন হল কমলাসন বা পদ্মাসন এবং সিদ্ধাসন। প্রথমে কমলাসনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে—

"বামপদ উপরে দক্ষিণ পদ দিব।
তাহার উপরে বামপদ নিবেদিব।।
দুই কর পৃষ্ঠে দিয়া ধরিব পদাঙ্গুল।
ইহারে বোলিএ নাম আসন কমল।।"[৮]

এই কমলাসনের অভ্যাসে সব ধরনের ব্যাধি নাশ হয়। আর সিদ্ধাসনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে—

"গুহ্যে বামপদ দিব দৃঢ় করি মতি।।
দক্ষিণ চরণ দিব তাহার উপরে।
মেরুদণ্ড স্থির করি রহিব যোগিবরে।।
বায়ু পুরিয়া শিশা চাইব সাবধানে।
মুখে আক্ষে এখ যোগ এই সিদ্ধাসন।।"[৯]

যোগের চতুর্থ অঙ্গ প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের তিনটি স্তর রয়েছে। এগুলি হল রেচক, পুরক ও কুম্ভক। প্রাণায়ামে সিদ্ধ হলে প্রাণ, অপান ইত্যাদি বায়ুর সম্মিলিত প্রবাহ একে একে যট্চক্র ভেদ করে সহস্রারে প্রবেশ করে। দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে ধীরে ধীরে পুরক, রেচক, কুম্ভকের মাত্রাও বাড়তে থাকে।

"একবার প্রণব জপিআ বায়ু করে।
চারিবার জপি বায়ু কুম্ভক জে করে।।
দুইবার জপি বায়ু করিব রেচক।
য়েইরূপ জপিআ দেবী করিব সাধক।
ক্রমে ক্রমে প্রণব সতেক করে জদি।
অধবায়ু উর্দ্ধে জা এ চক্র ভেদি ভেদি।।
পুরক কুম্ভক রেচক বাড়ে দিনে দিনে।
চিরকাল থাকে দেবী দীর্ঘ পরমানে।।"[১০](হাড়মালা)

অষ্টাল যোগের পঞ্চম সাধন হল প্রত্যাহার। যেভাবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে নিজ নিজ বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে চিত্তে সান্নিবেশিত করা হয়, তাই হল প্রত্যাহার। প্রত্যাহারের পরবর্ত্তী ধাপ হল ধারণা। মূলত বাহ্যবিষয় থেকে মন সরিয়ে এনে পরমাত্মায় মন স্থির করাই হল ধারণা।

"মেরুদণ্ড স্থির করি করিবা সিদ্ধাসন।
মূলাধার নিরন্তর করিব আকুঞ্চন।।
অধমুখো করিআ থাকিব বায়ু ধরি।
ধীরে ধীরে ভরিব বায়ু ধীরে ধীরে এড়ি।।
এইরূপে ধারণা করিব সর্ব্বক্ষণ।

The narratives of the world are numberless. Narrative is first and foremost a prodigious variety of genres, themselves distributed amongst different substances. . . . Able to be carried by articulated language, spoken or written, fixed or moving images, gestures, and the ordered mixture of all these substances; narrative is present in myth, legend, fable, tale, novella, epic, history, tragedy, drama, comedy, mime, painting . . . stained glass windows, cinema, comics, news item, conversation. (Barthes [1966] 1977: 79)

The point to note here in Barthes' celebrated quote is that narrative is not something in the text. To the contrary, stories are cognitive as well as textual in nature. They are structures of mind as well as constellations of verbal, cinematic, pictorial, or other signs produced and interpreted within particular communicative settings. In other words, to use the words of David Herman, " narratives result from complex transactions that involve producers of texts or other semiotic artifacts, the texts or artifacts themselves, and interpreters of these narrative productions working to make sense of them in accordance with cultural, institutional, genre-based, and text-specific protocols. Indeed, as these examples suggest, different communicative situations can involve very different ground rules for storytelling." (Herman 8)

The term storyworld is used to refer to the world evoked implicitly as well as explicitly by a narrative . Storyworlds are mental representations enabling interpreters to frame inferences about the situations, characters, and occurrences either explicitly mentioned in or implied by a narrative text or discourse. As such, storyworlds are mental models of the situations and events being recounted. Reciprocally, narrative artifacts like texts and films provide blueprints for the creation and modification of such mentally configured storyworlds.

Generally speaking, fictional worlds are viewed as specific structures generated by fictional texts, to which all the entities founded by fictional texts are ultimately related. These entities are of the same ontological status: they exist fictionally. Fictional worlds come into existence in a specific semiotic process, which serves to detach them from the set of other worlds. Ruth Ronen, in her general examination of fictional existence, indicates those elements particularly significant to the investigation of fictional discourse:

1. That fictional discourse can create or construct the objects to which it refers.

2. That fictional discourse can create or construct incomplete but well individuated objects (incompleteness does not contradict the self-identity of entities).

3. That fiction can construct impossible objects and other objects that clearly diverge from their counterparts in the actual world" (Ronen 1994: 45).

The uniqueness of fictional worlds lies in the demarcation line between fictional worlds and the actual one which is firmly and unambiguously set by Dolezel - to exist fictionally means to exist through a semiotic medium, whereas actual existence is not mediated by any semiotic channels.

Fictional worlds are complex structures usually consisting of various living and non-living subjects and objects, and the natural laws, relationships and interactions between them. All of a fictional world's entities share the fictional mode of existence given through semiotic media (texts).

Fictional worlds are constructed by the author and reconstructed by the reader in and through the fictional text's original wording (texture), that is, as intentional formations.

With the above theoretical orientation it is now time to wander a while in the storyworlds of Ghosh . Every element in the world of his novels opens up to reveal the further worlds stacked up behind it.

As a writer of historical fiction, Amitav Ghosh has a special standing. As many have noted, he has formal academic training as a social anthropologist and he completed doctoral work that required him to develop challenging linguistic competencies, ethnographic specialization, and orthographic skills to read source materials from the extensive twelfth-century Cairo Geniza documents.

From his earliest days as a writer, Ghosh has demonstrated an affinity for and appreciation of historical research. Most of his work, including books such as *The Calcutta Chromosome* (1995), *The Shadow Lines* (1988), the deeply researched and engrossing *The Glass Palace* (2000), *The Hungry Tide* (2004) and more recently, The *Ibis Trilogy* consisting of three novels - *Sea of Poppies, River of Smoke* and *Flood of Fire* - have involved serious and sustained research in documentary sources located in archival repositories and private collections scattered across many countries.

During his journey onboard the Ibis as a convict in the novel *Sea of Poppies,* Neel is sustained by the stories told by Ah Fatt about Canton. "It was not because of Ah Fatt's fluency that Neel's vision of Canton became so vivid as to make it real : in fact, the opposite was true, for the genius of Ah Fatt's descriptions lay in their elisions, so that to listen to him was a venture of collaboration, in which the things that were spoken of came gradually to be transformed into "artefacts of a shared

প্রাণ ধারণকারী নিশ্বাস ও প্রশ্বাস। প্রাণবায়ু যখন জীবদেহে প্রবেশ করে তখন তা ‘সঃ’ আর বাইরে গেলে হয় ‘হং’। এই ‘হংস’ মন্ত্রকে ‘অজপা জপ’ও বলা হয়। কারণ এই মন্ত্রটি জপ করার জন্য মানুষকে চেষ্টা করতে হয় না। স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে এই মন্ত্র মানুষের অন্তর থেকে ধ্বনিত হচ্ছে। এই সাধনার ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়। প্রথমেই ‘হংস’ মন্ত্রের দিকে বা নিজের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে মন স্থির রাখতে হয়। মন স্থির বা ‘হংস’-এর প্রতি যুক্ত হলে ‘হং’ (অপান বায়ু) এবং ‘সঃ’ (প্রাণবায়ু) মিলিত হয়। এই অবস্থায় কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হন ও সাধকের নানা জ্যোতি দর্শন হয়। তার পরবর্তী সময়ে সাধক অনাহত নাদ শ্রবণ করেন। মূলত কুণ্ডলিনী শক্তি নাদরূপে আবির্ভূতা হন। সাধনার চরম পর্যায়ে পৌঁছালে কেবল নিজের মধ্যেই নয়, বরং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অনন্তকালব্যাপী অহরহ ধ্বনিত হওয়া নাদ সাধকের শ্রুতিতে ধরা পড়ে। ‘হংসঃ’ মন্ত্রকে সোহহং, প্রণব বা ওকাঁর রূপেও অভিহিত করা হয়। এই অনাহত নাদ শ্রবণের মাধ্যমে সাধকের মানবতনু প্রণবতনুতে রূপান্তরিত হয়। বরাকের নাথ সাধক পুষ্কর নাথ এই মন্ত্রকে মহামন্ত্র নামে উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচিত ‘মহামন্ত্র’ উপাসনা’ পুস্তকে এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে—“আমরা জীবজগতের মূলীভূত বস্তু শাশ্বত আনন্দ ও চেতনস্বরূপ নিরঞ্জন পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের শব্দব্রহ্ম বা নাদরূপী কুলকুণ্ডলিনীশক্তির উদ্ভব হইয়াছে।

আবার শব্দব্রহ্ম বা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি হইতে আমাদের এই শ্বাস-প্রশ্বাস হংস বা অজপা মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং সূক্ষ্মতম পরমাত্মার কাছে যাইতে হইলে, প্রথমে আমাদিগকে আমাদের সন্নিকটবর্ত্তী সূক্ষ্ম এই অজপাকে ধরিতে হইবে, ও তাহাকে আশ্রয় করিয়া সূক্ষ্মতর নাদরূপ মা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে লাভ করিতে হইবে ও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সুক্ষ্মতম নিরঞ্জন পরমাত্মায় যাইয়া মিলিত হইবে হইবে।”[৭]

অষ্টাঙ্গ যোগ ঃ ‘যোগ’ একটি বিজ্ঞানসন্মত সাধনপন্থা। এর আটটি অঙ্গ রয়েছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আট প্রকার যোগাঙ্গকে একত্রে অষ্টাঙ্গ যোগ বলা হয়। তবে সাধারণভাবে যোগসাধন পদ্ধতি অষ্টাঙ্গিক হলেও গোরক্ষনাথ প্রচারিত নাথধর্মে ষড়ঙ্গ যোগসাধনার কথা আছে। যম ও নিয়মকে গোরক্ষনাথ মানসিক অনুশাসনরূপে বর্ণনা করেছেন। ‘হাড়মালা’ পুঁথিতেও ষড়ঙ্গ যোগসাধন পদ্ধতির কথা আছে। আবার পুষ্কর নাথ তাঁর শিষ্যদের অষ্টাঙ্গিক যোগের নির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ অর্থে সমস্ত প্রকার সংযমই হল যম। তবে অন্তরঙ্গ যোগ সাধনায় অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ এই পাঁচটি বৃত্তি যম নামক যোগাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ নিয়ম। বিশ্ব-সংসার যেমন নিয়মে বাঁধা, যোগ সাধনায়ও তেমনি সমস্ত বিষয়ে মেনে চলতে হয়। শৌচ, সন্তোষ, সাধ্যায়, তপঃ, ঈশ্বর প্রণিধান হল নিয়মের অন্তরঙ্গ সাধনা।

যোগের তৃতীয় অঙ্গ আসন। আসন সম্পর্কে বলা হয় স্থিরসুখমাসনম। অর্থাৎ স্থিরতাজনিত যে সুখ বোধ, তাই হল আসন। আর এই স্থিরতা হল দেহ, মন ও প্রাণের স্থিরতা। যোগশাস্ত্র মতে, পৃথিবীতে যত সংখ্যক জীব-জন্তু আছে, তত সংখ্যক আসনও আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল কুর্মাসন, শলভাসন, ভেকাসন, ভুজঙ্গাসন, মৎস্যাসন ইত্যদি। নাথগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথের নামে প্রচলিত দুটি আসন হল

পবনে মিলাও শুধ আপনার মন।
সহস্রারে থেকে কর চিত্তবৃত্তি ক্ষয়
ব্রহ্মাণ্ডের সূত্র খোঁজ মন করে লয়।
বৈকুণ্ঠেতে গেলে হয় পুনরাগমন
জ্যোতিতে মিলিত হলে হবে নিরঞ্জন।"[৫](গোরক্ষবিজয়)

যট্চক্র ভেদ: যট্চক্রভেদ নাথধর্মের সাধনপ্রণালীর অন্যতম প্রধান প্রক্রিয়া। যট্চক্রের প্রথমচক্র মূলাধার গুহ্যমূলে অবস্থিত। এই চক্রে কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করলে সাধক সর্বব্যাধি মুক্ত হন। দ্বিতীয় চক্র স্বাধিষ্ঠান লিঙ্গমূলে অবস্থিত। এই চক্রে কুলকুণ্ডলিনীকে ধ্যান করলে সাধক সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, সর্বব্যাধি মুক্ত হন। দ্বিতীয় চক্র স্বাধিষ্ঠান লিঙ্গমূলে অবস্থিত। এখানে মনকে আকৃষ্ট করতে পারলে মানবের সকল রিপু নষ্ট হয়। নাভি মধ্যে অবস্থিত তৃতীয় চক্র মণিপুরে ধ্যান করলে সংহার ও পালনে সক্ষম হওয়া যায়। হৃদয়ে অবস্থিত অনাহত চক্রে মনকে স্থির রাখলে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও যোগী হয়ে বিষ্ণুস্বরূপ হওয়া যায়। কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ চক্রে চিত্তকে নিবিষ্ট করলে ত্রিলোকদর্শী, সর্বহিতকারী, দীর্ঘজীবি হওয়া সম্ভব বলে যোগশাস্ত্রে কথিত আছে। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে ধ্যান করলে সাধকের বাক্যসিদ্ধি ঘটে।

যট্চক্রের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে গেলে যোগাভ্যাসের প্রয়োজন। যোগের দ্বারা প্রাণবায়ুকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে মনও স্থির হয়। আবার বিপরীত দিকে মন স্থির হলে প্রাণ বায়ু স্থির। মন ও প্রাণ স্থির হলে ইন্দ্রিয় সকল বিষয়াশক্তি থেকে নিবৃত্ত হয়। এর ফলে দেহের চৈতন্যশক্তি বা কুণ্ডলিনী জেগে ওঠেন। আর ক্রমশ সমস্ত চক্র ভেদ করে সহস্রাধারে পৌঁছে শিব-শক্তি বা প্রকৃতি পুরুষের মিলনে জীব শিবস্বরূপ হয়ে ওঠে। আর তখনই নির্বাণ লাভ সম্ভব, যা নাথযোগীদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য। 'হাড়মালায়'ও এই ভাবনার প্রকাশ লক্ষণীয়—

"আকাসে জন্মিল প্রান প্রানে মনুরায়।
মনেতে উপজে বায়ু মনেতে মিসায়।।
মন করে কর্ম্ম তার মন লিপ্ত পাপে।
মন উন্মাদিত্য হএ কহিলু স্মরূপে।।
পাতাল লোকে বৈশে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডে সঙ্কর।
অহংকারে শকলে হব এ সকল।।
চল্বৎ চিত্য হএ শিব শক্তি স্থিতি মনে।
এই ভেদ গুপ্ত দেবি সাধিবা গুরূ স্থানে।।
শিব শক্তি এক করি লএ জার মনে।
সংষার সাগরে পার হইব সেই জন।।"[৬]

অজপা বা হংস সাধনা : যোগসাধনার এক বিশিষ্ট পন্থা হল অজপা জপ বা 'হংস' মন্ত্রের সাধনা। দেহচৈতন্যকে জাগ্রত করে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত করার এক প্রধান সহায়করূপে 'হংস' মন্ত্রের সাধনার কথা বিভিন্ন যোগশাস্ত্রে পাওয়া যায়। 'হংস' হল জীবের

imagining" (*Sea of Poppies* 375). Ghosh's vividly descriptive prose invites us as readers and critics to make links, to rethink histories, to forge shared imaginings. After "ten years of diligent application" on the part of the author, the story is now finally written; the task of reading it, however, "has as yet scarcely begun" (*Flood of Fire* 608, 616).

A storyteller opens up vistas before his listeners and takes them on an imaginative journey. Ghosh's narratives are artefacts in which we partake of the storyworld . What Ghosh terms 'artefacts of shared imagining" is found to be a recurrent device in his novels. In *The Shadow Lines* the narrator's imagination in his childhood is coloured by the thoughts, views and stories of Tridib. In *Sea of Poppies* Ah Fatt's description of Canton had a vivid impression on Neel. Similarly, Robin's letters to Paulette , long and graphic, is a virtual tour de force every detail of which is minutely narrated and etched in her mind. Deeti's sketches and paintings in the cavern walls in Mauritius opens up the flood gates of memory and she takes her grand sons and daughters on a cruise to her past. What is narrated is fascinating but what the stories in the process of narrative rendering evoke is even more exhilarating and set the reader in a realm of vivid and imaginative participation.

There are innumerable instances of recounting and reminiscing of the past of characters and places. Every character has a past to tell. In fact, it is through this recounting, either by the narrator or by the character that the self expresses its identity.

The manner in which history and fiction seamlessly interweave in Ghosh's oeuvre , especially in the Ibis trilogy, is hinted at the epilogue in the final book, Flood of Fire where the author speaks of his fictional self, Neel : " In embarking on the task of writing a history of the Ibis community, the author had hoped to include an account of the materials on which his narrative is largely founded : that is to say Neel's archive, by which is meant not only his notes, jottings and 'jack-chits' but also the extensive collection of books, pictures and documents...". The migration of the indentured labourers from Bihar and UP to Mauritius and the maze of events in connection with the First Opium War in the mid 19th century make a riveting narrative of hope and suffering, deceit and intrigue, courage and manoeuvre, love and anguish , meeting and separation and evoke a wide range of human, supernatural and spiritual strivings .

The Ibis community comprising a motley crew is a microcosm of the colonial world. Every one has a past , a history waiting to unfold. Deeti, Zachary, Neel, Paulette, Ah Fatt, Serang Ali, Jodu, Bahram and almost every character adds to the edifice of this rich storyworld. Even

places - Calcutta, Bombay, Canton - and the ship, Ibis itself participate in this grand narrative.

Ibis, the ship is the setting and thus witness to the action throughout the narrative of the trilogy. Ibis is also a sea bird considered sacred to the Greeks and Egyptians. It is believed that Troth, God of Knowledge escaped as an Ibis from a typhoon. The ibis symbolises good luck, wisdom and the ability to work magic. In an ironic twist to its namesake, Ibis the ship was formerly used as a slave ship to carry slaves across the Atlantic and is now being used to carry indentured labourers. A mute spectator to the torture and suffering of the slaves and the indentured labourers, the Ibis also stood as a space offering some hope of redemption and always sailed towards land, always promising an anchor, always offered a vision.

It is with a vision that *Sea of Poppies* begins - "The vision of a tall-masted ship, at sail on the ocean, came to Deeti on an otherwise ordinary day, but she knew instantly that the apparition was a sign of destiny for she had never seen such a vessel before, not even in a dream;.."(2). Then in Book 3 chapter 16 when she sees the ship that would take her on her distant cruise the narrative goes like this : " It was now that Deeti understood why the image of the vessel had been revealed to her that day, when she stood immersed in the Ganga : it was because her new self, her new life had been gestating all this while in the belly of the creature, this vessel that was the Mother-Father of her new family, a great wooden mai-baap , an adoptive ancestor and parent of dynasties yet to come : here she was, the Ibis." And just two paragraphs before : " From now on , and forever afterwards, we will all be ship-siblings - jahaj-bhais and jahaj-bahens - to each other. (356). Prior to his deportation to Mauritius Neel was told in Alipore jail : " When you step on that ship, to go across the Black Water, you and your fellow transportees will become a brotherhood of your own : you will be your own village, your own family, your own caste" (314). Even Babu Nob Kissin knew that 'the Ibis was not a ship like any other ; in her inward reality she was a vehicle of transformation, travelling through the mists of illusion towards the elusive, ever-receding landfall that was Truth." (422-423). Indeed, the Ibis magically survives the storm and Deeti and her sympathisers in the ship survive miraculously and Deeti landed in the island of Mauitius to start a new chapter of her life - the starting of the Clover Clan or what they say in Creole - 'La Fami Clover'.

The fascinating saga of politics and power at all levels play itself out in the wide expanse of Ghosh's narrative terrain. Two things that

পিঙ্গলাতে বায়ু নিয়ে করবে ভোজন
সুষুম্নাতে রেখে বায়ু করবে সাধন
গঙ্গা যমুনায় চলা চালাবে সমান
পঞ্চোত্তরি হয়ে শেষে শূন্যে নেবে স্থান।”

আবার হঠযোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য শর্ত হল নাড়িশুদ্ধি। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত করতে হলে নাড়িশুদ্ধির প্রয়োজন। নাড়ি মেদ ও শ্লেষ্মাযুক্ত হলে উর্দ্ধাচারী হতে পারে না। আর এর ফলে যোগসাধনা বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। নাড়িশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন যট্‌কর্মের অভ্যাস। যট্‌কর্মের দ্বারা সমস্ত নাড়িকে শুদ্ধ করে বায়ু ধারণের উপযোগী করে তুলতে হয়। নেতি, ধৌতি, বস্তি, নৌলিক, ত্রাটক ও কপালভাতিকে একত্রে যট্‌কর্ম বলা হয়। বিশেষ করে প্রাণায়ামের পূর্বে যট্‌কর্মের অভ্যাস হয়। ‘গোরক্ষবিজয়ে’ এ সম্পর্কে পাওয়া যায়—

“নেতি ধৌতি বস্তি দ্বারা পাপকে সরাও
আসন মুদ্রার দ্বারা দেহকে টিকাও।
ত্রাটকের দ্বারা মন কর কেন্দ্রিভূত
সৃষ্টির রহস্য সব হবে অনুভূত।”[৩]

যট্‌কর্মের প্রথম কর্ম হল ধৌতি। এর অভ্যাস শরীর মলশূন্য হয়। দ্বিতীয়টি হল বস্তিক্রিয়া। এর দ্বারা বস্তিপ্রদেশের মল নিষ্কাশিত হয়। তৃতীয় হচ্ছে নেতি। নেতির অভ্যাসে কপাল শোধিত হয়ে কফ ইত্যাদি দোষ নাশ হয়। চতুর্থ ক্রিয়া নৌলিকের অভ্যাসে বাত-পিত্ত-কফের ত্রিদোষ দূর হয়ে জঠরাগ্নি বর্ধিত হয়। পঞ্চম ক্রিয়া ত্রাটক। এর প্রভাবে মন স্থির হয়। আর সর্বশেষ ক্রিয়া হচ্ছে কপালভাতি। এর অভ্যাসে যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভের পথ প্রশস্ত হয়।

বায়ুতত্ত্ব : সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রাণ শক্তি হল বায়ু। আমাদের দেহভাণ্ডের বায়ুই প্রধান চালিকা শক্তি। দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত-রসকে পরিচালিত করে দেহকে সুস্থ রাখতে বায়ুর ভূমিকা অপরিহার্য। যোগশাস্ত্র অনুযায়ী মানবদেহে দশপ্রকার বায়ু অবস্থিত। এগুলি হল— প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কুর্ম্ম, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় ও কিংকর। এর মধ্যে পাঁচটি বায়ু প্রধান। প্রাণবায়ুর অবস্থান হৃদয়ে, অপান গুহ্যকমলে, সমান নাভিদেশে, উদাত্ত কণ্ঠে এবং ব্যান সর্বশরীরে প্রবাহিত হয়।

“প্রাণ অপান ব্যান সমান উদ্যানর।
নাগ কুর্ম্ম দেবদত্ত ধনঞ্জয় কিংকর।।
এই দশ বায়ু দেবী বৈশে দশ স্থানে।”[৪](হাড়মালা)

যোগশাস্ত্র অনুযায়ী প্রধান পাঁচ প্রকার বায়ুর সাথে মন যুক্ত থাকে। মনসহ প্রাণবায়ু যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়ে ধীরে ধীরে সহস্রারে গিয়ে শিবের সাথে মিলিত হন। সহস্রার পূর্বে আজ্ঞাচক্রে কুণ্ডলিনী শক্তি প্রবেশ করলে সাধকের অনাহত নাদ ও জ্যোতিদর্শন হয়।

“যোগ সাধনার মূলে ইন্দ্রিয় দমন

পঞ্চমহাতত্ত্ব : যোগশাস্ত্র অনুযায়ী জগৎসৃষ্টির মূল উপাদান পাঁচটি। সেগুলি হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। আবার একইভাবে মানবদেহও সৃষ্টি হয়েছে এই পঞ্চমহাভূতের সমাহারে। স্থূল শরীরের বিভিন্ন উপাদান যেমন হস্ত, পদ, রক্ত, মাংস, অস্থি, চর্ম প্রভৃতি এই পঞ্চমাহভূত থেকেই উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করা হয়। যেমন ক্ষিতি বা পৃথিবীর তেজে তৈরি হয়েছে মানব দেহের অস্থি, চর্ম, নাভি, মাংস ও লোম। মল, মূত্র,শুক্র, ঘর্ম ও রক্ত তৈরি হয়েছে জল বা অপতত্ত্ব থেকে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, আলস্য এসেছে তেজ তত্ত্ব থেকে। ধারণ, চালন, সঙ্কোচন ও প্রসারণ বায়ু থেকে আর ভয়, মোহ, ক্রোধ, লজ্জা ইত্যাদি ব্যোম বা আকাশ তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যোগশাস্ত্র সমূহে বর্ণিত পঞ্চমহাতত্ত্বের এই ব্যাখ্যা বরাকের নাথসাহিত্যেও সহজলভ্য। এই প্রসঙ্গে 'হাড়মালা' পুঁথিতে পাওয়া যায়—

"অস্তি চর্ম্ম নাভি মাংস লোম পঞ্চজন।
প্রিথিবীর ত্বেজে পঞ্চ স্মরির কারণ।।
মল মূত্র সুক্র ঘর্ম্ম রক্ত করি আর।
আপ ভাগে এই পঞ্চ স্মরির মাঝার।।
ক্ষেমা সাস্তি নিদ্রা সাস্তি আলস্য কহি আর।
ত্বেজে পঞ্চ হইআ বৈসে স্মরির মাজার।।
বলধন নিবিরোধ শঙ্ক চক্ষুপন।
বায়ু পঞ্চ হৈয়া বৈসে স্মরির কারণ।।
ভয়ো মহ ক্রোধ লজ্ব্যা পুরূষর্ত্ত আর।
আকাশের ভাগে পঞ্চ স্মরির আকার।।"[১]

'হাড়মালা' ছাড়াও 'তনের বারমাসি', 'নাথযোগীতত্ত্ব', 'গোরক্ষ বিজয়' কাব্যেও এই পঞ্চমহাতত্ত্বের বর্ণনা আছে।

নাড়িতত্ত্ব ও নাড়িশুদ্ধি ঃ যোগসাধনা বা কায়াসাধনা করতে গেলে সর্বাগ্রে দেহের নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। যোগসাধনায় দেহের নাড়ি সকলকে প্রধান সহায়িকারূপে মানা হয়। যোগশাস্ত্র মতে, মানবদেহে বাহাত্তর হাজার নাড়ি আছে। তার মধ্যে পনেরোটি নাড়ি প্রধান। আবার সর্বপ্রধান তিনটি নাড়ি হল ইড়া, পিঙ্গলা ও সুযুম্না। সুযুম্না নাড়ি মূলধার থেকে উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। সুযুম্নার বামভাগে ইড়া বা চন্দ্রনাড়ি, আর দক্ষিণে পিঙ্গলা বা সূর্য্য নাড়ি অবস্থিত। ইড়া-পিঙ্গলাকে যথাক্রমে গঙ্গা যমুনাও বলা হয়ে থাকে। ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়িতে প্রাণ ও অপান বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাস রূপে প্রবাহিত। বিভিন্ন প্রাণায়াম ও মুদ্রার সাধনে প্রাণবায়ু ক্রমশ ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ি ত্যাগ করে সুযুম্না নাড়ি পথে উত্থিত হতে থাকে। আর এইভাবে প্রাণবায়ুসহ কুণ্ডলিনী শক্তি উঠতে সাধকের শিবত্ব লাভের পথ প্রশস্ত হয়। এই প্রসঙ্গে ধীরাজ চন্দ্রনাথ 'গোরক্ষবিজয়'-এ লিখেছেন—

"চন্দ্রসূর্য্য একঠায়ে সংযোগ করাও
প্রাণপাখী তোলার আগে আকাশে উড়াও।
উঠলে পাখীরে রাখ যত্নে যত পার
তারপর আস্তে আস্তে গগনেতে ছাড়।

contribute to the fruition of a complete storyworld in the Ibis trilogy are "Neel's Archive" and "Deeti's Shrines" . While Neel's archive has been briefly mentioned above , Deeti's Shrine is another repository of stories. What is unique here is that Deeti's shrine takes us further back to distant times and evokes the atmosphere of storyworlds. In the cavern walls located in a far corner of Mauritius Deeti had her secrets well preserved in the form of paintings. This was Deeti's 'Memory Temple'- Deetiji-ka-smriti-mandir. Thus, history and memory are the stuff Ghosh uses to rewrite history in the form of historical novels.

The fictive element of the story is at its best demonstration in the following passages. A kind of triple mimesis is at work . Ghosh's narrative of the Ibis voyage to Mauritius rendered by the narrator is the first and Deeti's painting in the cave wall is the second while her narrative before her grand children renders it a third time.

Let us look at a few more passages from the second novel of the trilogy , River of Smoke. Here it is Deeti who is the story teller. Someone who has miraculously survived the storm in the Ibis , she, like the Ancient Mariner, had to narrate her uncanny experiences to her grand children.

> Later, in years to come, her children and grandchildren would often ask why there was so little of herself on the walls of the shrine. Why so few images of her own early experiences in the plantation? Why so many drawings of her husband and his fellow fugitives? Her answer was: Ekut: to me your grandfather's image was not like a figure of an Ero in a painting; it was real; it was the verité. When I managed to come up here, it was to be with him. My own life, I had to endure every sekonn of every day: when I was here, I was with him . . .
>
> It was that first, larger-than-life image that was always the starting point for viewings of the shrine : here, as in life, Kalua, was taller and larger than anyone else, as black as Krishna himself. Rendered in profile, he bestrode the wall like some all-conquering Pharaoh, with a langot knotted around his waist. Under his feet, engraved by some other hand, was the name that had been thrust upon him in the migrants' camp in Calcutta-'Maddow Colver'- enclosed in an ornamental cartouche.
>
> xxx
>
> But in this too, Deeti had her own orderly ritual, and no matter how loudly the youngsters clamoured, she would always start in the same fashion, raising her cane to point to the smallest of the five figures on the lifeboat.

> Vwala! that one there with the three eyebrows? That's Jodu, the lascar-he'd grown up with your Tantinn Paulette and was like a brother to her. And that over there, with the turban around his head, is Serang Ali-a master-mariner if ever there was one and as clever as a gran-koko. And those two there, they were convicts, on their way to serve time in Mauritius-the one on the left, his father was a big Seth from Bombay but his mother was Chinese, so we called him Cheeni, although his name was Ah Fatt. As for the other one, that's none other than your Neel-mawsa, the uncle who loves to tell stories.
>
> It was only then that the tip of her cane would move on to the towering figure of Maddow Colver who was depicted standing upright, in the middle of the boat. Alone among the five fugitives he was depicted with his face turned backwards, as though he were looking towards the Ibis in order to bid farewell to his wife and his unborn child-Deeti herself, in other words, here depicted with a hugely swollen belly.
>
> There, vwala! That's me on the deck of the Ibis with your Tantinn Paulette on one side and Baboo Nob Kissin on the other. And there at the back is Malum Zikri-Zachary Reid, the second mate.
>
> No one who heard Deeti on this subject could doubt that in her own mind she was certain that the winds had lofted her to a height from which she could look down and observe all that was happening below-not in fear and panic, but in unruffled calm. It was as if the tufaan had chosen her to be its confidante, freezing the passage of time, and lending her the vision of its own eye; for the duration of that moment, she had been able to see. (Ghosh, River of Smokes 12-16)

In every novel of Ghosh this recounting of the past and an endless backward cascading out constitute the narrative structure. The inimitable craftsmanship of Amitav Ghosh in creating unforgettable storyworlds from the matrix of history has enlivened the modern readers' interest in our past. Ghosh's mastery in recuperating the insignificant, obscure and ordinary figures from the debris of history and embodying them with exquisite charm and vibrant emotion is a testimony to his talent as a superb storyteller. What Walter Benjamin has said about the Russian storyteller Nikolai Leskov may well apply to Amitav Ghosh : " traces of the storyteller cling to the story the way the handprints of the potter cling to the clay vessel". ▸▸

শৈবধর্মকে কেন্দ্র করে জাতিগঠন বিকাশ ও যোগসাধনার বিকাশ কেবলমাত্র নাথসম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়। নাথধর্মের মূল লক্ষ্য হল নাথত্ব বা শিবত্ব-প্রাপ্তি। আর তা লাভের উপায় হল নানা যৌগিক ক্রিয়ার মাধ্যমে কায়াসাধনা। নাথধর্ম অনুযায়ী যোগসাধনার মাধ্যমেই প্রকৃত সাধক পাঞ্চভৌতিক নশ্বরদেহের মধ্যে পরমব্রহ্মের শক্তিকে অনুভব করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে নানান যৌগিক ক্রিয়ার মাধ্যমে মূলাধারে সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়ে ক্রমে ক্রমে ষট্চক্র ভেদ করে সহস্রারে গিয়ে শিবের সঙ্গে মিলিত হন। এই অবস্থায় সাধকের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অনুভুতি হয়।

বর্তমান বিশ্বে 'যোগ' সম্পর্কিত যে কৌতূহল বিশিষ্ট জন থেকে শুরু করে সাধারণজনকে প্রভাবিত করেছে, সেই যোগের ক্ষেত্রে নাথযোগীদের অসামান্য অবদান রয়েছে। দেহ ও মনকে সুস্থ, নিরোগ রাখতে যোগের ভুমিকা অপরিহার্য। আর যৌগিক নানা পদ্ধতির আবিষ্কারে নাথসাধকরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। চৌরাশি প্রকার আসন-মুদ্রা ও বিভিন্ন প্রাণায়ামের উদ্ভাবক তাঁরা। আবার নাথধর্মের সাধনপদ্ধতি হিসেবে নাথগুরুরা ষড়ঙ্গ যোগসাধনা, অজপা সাধনার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এ ছাড়া যোগসাধনার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে যোগের তাত্ত্বিক দিকের উপরও তাঁরা আলোকপাত করেছেন। যেমন পঞ্চমহাতত্ত্ব, নাড়ীতত্ত্ব, বায়ু বা প্রাণতত্ত্ব, ষট্চক্রভেদ, কুণ্ডলিনী জাগরণ, নাথনিরঞ্জনত্ব লাভ ইত্যাদি যোগসংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক বিষয়গুলিও নাথ সাধনপন্থার ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে নাথগুরুরা যোগ সাধনপদ্ধতি নিয়ে রচনা করেছেন অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। যেমন আদিনাথের 'খেচরীবিদ্যা', মৎস্যেন্দ্রনাথের 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়', 'যোগবিষয়', 'নাড়ীতত্ত্ব', গোরক্ষনাথের 'যোগচিন্তামণি', 'চতুরশীত্যাসন', যোগমার্তণ্ড', 'সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতি', 'যোগমহিমা', 'যোগপ্রদীপিকা' ইত্যাদি। এ ছাড়া নাথধর্মের সাধনাসংক্রান্ত আরো কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হল— 'হঠযোগ প্রদীপিকা', 'ঘেরণ্ড-সংহিতা', শিবসংহিতা', যোগগ্রন্থ' প্রভৃতি। আর নাথধর্ম-সংস্কৃতির এক প্রধান কেন্দ্র হিসেবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বরাক উপত্যকায় রয়েছে যোগসাধনা বিষয়ক নাথ সাহিত্যের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। বস্তুত, সর্বভারতীয় নাথধর্মের সাধনার গুহ্যাতিগুহ্য ক্রিয়াকৌশলগুলি (স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্নতা সত্ত্বেও) বরাকের নাথযোগী সাধকদের মধ্যেও প্রচলিত, যার প্রমাণ রয়েছে এখানকার নাথসাহিত্যে।

বরাকের যোগসাধনামূলক নাথসাহিত্যে দুটি ধারা বিদ্যমান। প্রথম ধারায় রয়েছে কিছু প্রাচীন পুঁথি, যেগুলি শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় 'হাড়মালা', 'অনাদ্যচরিত্র', 'নাথপুরাণ' ইত্যাদির কথা। অন্যদিকে আছে বরাকের নাথসাধকদের রচিত যোগসাধনা বিষয়ক সাহিত্য। যেমন—'তনের বারমাসি' (পুষ্কর নাথ সম্পাদিত লোকসাহিত্যমূলক রচনা), পুষ্কর নাথের 'মহামন্ত্র উপাসনা', রাজমোহন নাথের 'নাথ-যোগীতত্ত্ব', হরেন্দ্র নাথজীর 'নাথতত্ত্ব ও জাতি কৌমুদি', অশ্বিনী নাথজীর 'যোগের পথে নাদ', 'যোগাচার দর্পণ', 'যোগবিজ্ঞান', ধীরাজ চন্দ্র নাথের 'গোরক্ষ বিজয়' ইত্যাদি। এবার বরাকের এই নাথসাহিত্যের আলোকে যোগসাধনার বহুমুখী অভিব্যক্তি নিয়ে আলোচনা করা হবে—

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-8 No.-1, January, 2021
PP 96–105

Yoga Tattva and Yoga practice in the Nath Literature of the Barak Valley.

Debjani Debnath
Asstt. Prof., Dept., of Bengali, P.D.U.A.M.
Eraligul, Karimganj-788723

Abstract: *Saivism is a long time religious practice among various tribes and sub-tribes living in the northeast India. However, caste formation and caste feeling centering round devotion and worship to to Siva has grown only among Nath Community. This community has also developed a practice of physical exercise called yoga practice as a special devotional practice dedicated to Lord Siva. Major objective of the Nath cult is to achieve nirananatva which is possible only through physical exercise through yogic practice. According to the philosophy of Nath religion consciousness of jiva is latent in the anus of the human body in the form of kundalinisakti. Tis consciousness is awakened through the yogic practice, and when this power merges in Siva, the self gains Sivattva. Apart from this, system of devotional practices of Nath religion gains totality with the combination of pancamahatattava, naditattva, vayutattva, satacakrabheda etc., mention of which is found in works like Hadmala, Nath-Yogitattva and Taler barmti. Following critically analytical method this paper aims to analyse how in these works these tattvas are mentioned.*

Key-words: *Nath, Saivism, devotion, cult,Yoga*

বরাকের নাথসাহিত্যে যোগতত্ত্ব ও যোগসাধন পদ্ধতি

প্রাচীন বাংলার হিন্দুধর্মের প্রধান যেসব ধারা তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তার মধ্যে অন্যতম শৈবধর্ম। আবহমানকাল থেকে শৈবধর্মকে ভিত্তি করে নানা শৈব উপাসক শ্রেণি গড়ে উঠলেও একথাও ঐতিহাসিকভাবে সিদ্ধ যে, বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শৈবসাধনার বিশিষ্ট উত্তরসূরি হল নাথজনগোষ্ঠী।

Works Cited

Primary sources :

Ghosh, Amitav. *The Sea of Poppies,* Penguin Books, 2008.

– *The River of Smoke,* New Delhi: Penguin Books, 2011

– *The Flood of Fire ,* New Delhi : Penguin Books, 2015

Secondary Sources :

Anderson, Clare "Empire and Exile: Reflections on the Ibis Trilogy" in *AHR Roundtable : History Meets Fiction in the Indian Ocean: On Amitav Ghosh's Ibis Trilogy,* OUP, 2016, p.1523-1530

Arendt, Hannah. *The Human Condition, University of Chicago Press,* 1958.

Barthes, Roland. "An Introduction to the Structural Analysis of Narrative" Translated by Lionel Duisit, *New Literary History,* Vol. 6, No. 2, On Narrative and Narratives. (Winter, 1975), pp. 237-272.

Benjamin, Walter. "Theses on the Philosophy of History." *Illuminations.* Translated by Harry Zohn. Schocken, 1968. pp. 253-264.

Boehmer, Elleke and Anshuman A. Mondal, "Networks and Traces: An Interview with Amitav Ghosh," Wasafiri 27, no. 2 (2012): 30-35

Bose, Brinda. (Ed). *Ctritical Perspectives.* Pencraft International, 2005.

Burton, Antoinette. "Amitav Ghosh's World Histories from Below" *in History of the Present, Vol. 2, No. 1* (Spring 2012), pp. 71-77

Cronon, William. "Presidential Address: Storytelling", Addressed at the 127th annual meeting of the American Historical Association held in New Orleans, 2013.

Web : https://www.historians.org/about-aha-and-membersip-AHA History and Archives-Presidential Addresses.

Dole•el, Lubomír. "Poststructuralism : A View from Charles Bridge." *Poetics Today* 21:4 , 2000, 633-51.)

Fort, Bohumil.. *An Introduction to Fictional Worlds Theory,* Peter Lang Edition, 2016.

Ghosh, Amitav " Storytelling and the Spectrum of the Past" in *AHR Round table : History Meets Fiction in the Indian Ocean: On Amitav Ghosh's Ibis Trilogy,* OUP, 2016.

Groot, Jerome de. *The Historical Novel* (The new critical idiom), London and New York : Routledge, 2010.

Hyvarinen, Matti. "Towards a Conceptual History of Narrative". in Matti Hyvärinen, Anu Korhonen & Juri Mykkänen (eds.), *The Travelling Concept of Narrative.* Helsinki : Helsinki College of Advance Studies , 2006.

Mondal, Anshuman A. *Amitav Ghosh: Contemporary World Writers.* Viva Books, 2010.

Mink, Louis. "Narrative Form as a Cognitive Instrument in Geoffrey Roberts (ed.), *The History and Narrative Reader.* Routledge, 2001.

Said, Edward W. Culture and Imperialism. Chatto and Windus, 1994.

বিশেষ কোনো লাভ হয়নি। তারা আগেও যেমন মরছিল সরকারের পরিদর্শনের পর তখনও তারা একইরকম ভাবে মরছিল।

'খরার প্রতিবেদন' রচনা করতে গিয়ে দেবেশ রায় এমন এক পটভূমির পরিচয় দিয়েছেন যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর মন্বন্তর একসঙ্গে ধরা দিয়েছে। মহামারী আর এই সমস্ত দুর্যোগের কারণে বহু গ্রাম, বহু জনবসতি তিলে তিলে ধবংস হয়ে যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা এই সমস্ত বিষয়গুলোর সঠিক তথ্য গণমাধ্যমগুলি সবসময় প্রচার করে না। এই সাহিত্যিকরাই আমাদের সহায়ক। জনদরদী সাহিত্যিকরা বার বার আমাদের কাছে সমাজের এই সমস্ত মানুষদের না-বলা কথাগুলো তুলে ধরছে। আলবেয়ার কামু কিংবা শরৎচন্দ্রই হোক এরা প্রত্যেকেই কিন্তু সাধারণ মানুষদের জীবন চিত্র সাহিত্যে তুলে ধরেছেন।

মহামারী আগের দিনগুলোতে বিশ্ববাসীকে যেমন ধ্বংস কাণ্ডে উপনীত করেছিল বর্তমানেও তেমনি ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র একটাই তফাৎ তখন আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা সাধারণের সহায় ছিল না আর এখন বহু বিজ্ঞান প্রযুক্তি সাধারণের সহায় (যদিও এতে বিশেষ কোনো লাভ হচ্ছে না)। এক অজানা রোগের তাণ্ডব লীলায় আমরা বিশ্ববাসীরা আজ দুঃস্থ, অসহায়। কোনো আধুনিক বিজ্ঞান আজ আমাদের সহায় হতে পারছে না। এইরকম পরিস্থিতিতে তাই আমরা বার বার ছুটে যাই সাহিত্যের দরবারে। যেখানে খুঁজে পাওয়া যায় অসহায় দরিদ্র মানুষদের জীবনের করুণ দশার কথা, যেখানে জেগে উঠে এক আশার কিরণ। ▸▸

তথ্যসূত্র

১. বিজন ভট্টাচার্য, নবান্ন, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০০৯, পৃষ্ঠা- ১৩
২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত, কলকাতা : ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েট পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা-১০২ ।
৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৯
৪. কালকূট (সমরেশ বসু), শাম্ব, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশিং, পৃ: ৫২
৫. তদেব, পৃষ্টা- ৫৬
৬. দেবেশ রায়, খারার প্রতিবেদন, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ: ৬৯
৭. দেবেশ রায়, পৃ: ২১

খরার কারণে ধবংস হয়ে যাচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম। সরকার মহামারীতেও যা করেন খরাতেও তা করেন। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শোষণ তো এখানেও আছে। মধ্যপ্রদেশের সরগুজা জিলার বীজকুড়া গ্রামে ১৯৯২ সালে খরা দেখা দিয়েছিল। এই খরায় বহু মানুষ অকালে প্রাণ হারায়। কোনোও রোগ এখানে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা হয়নি। কিন্তু না-খেতে পেয়ে বা খাবারের অভাবে অখাদ্য, কু-খাদ্য খেয়ে গ্রামের পর গ্রাম কীভাবে ধবংস হয়ে যায়, তারই ছবি ফুটে উঠে ‘খরার প্রতিবেদন’-এ। এই দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের সময়কে তখন সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছিল রাজনৈতিক উচ্চশ্রেণির শোষক মণ্ডলী, বিভিন্ন পত্র -পত্রিকায় এ নিয়ে লেখা হয়েছিল প্রচুর কিন্তু সরকারের তরফ থেকে সঠিক সাড়া তখন পাওয়া যায়নি, খরায় মৃত ব্যক্তিদের প্রতি সরকারের উক্তি—“এদের যা বয়স হয়েছিল তাতে এদের আজ বাদে কাল মারা যাবারই কথা।”[৬]

এমনই যে সরকারের ভাবনা সেই সরকারের শাসনকালে প্রজা সাধারণ ভালো থাকবে কী প্রকারে? সুতরাং খরা কেন্দ্রিক কোনো সুযোগ-সুবিধা বীজকুড়াবাসীদের দেওয়া হয়নি। প্রতিবেদনের একটি চরিত্র জাখলিবাঈয়ের মৃত্যুতে খরার ভয়াবহরূপে আরও প্রচণ্ড ভাবে ধরা দেয়। যে বীজকুড়ার নাম এতদিন ধরে কোনো প্রাণী জানত না, সেই বীজকুড়া জাখলিবাঈয়ের মৃত্যুতে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল। এই মৃত্যুর পর বীজকুড়াবাসীদের জন্য রঘুনাথ নগর থেকে খাবার এল। চিকিৎসার ব্যবস্থা হল, রিবাই পাণ্ডোকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু জাখলিবাঈয়ের আত্মার ক্ষিধে মেটাতে পারল না সরকার। মৃত্যুর পূর্বে খরা যেমন তাকে তিলতিল করে কষ্ট দিচ্ছিল মৃত্যর পরও খরার করাল গ্রাস থেকে জাখলিবাঈয়ের আত্মার মুক্তি হয়নি। ক্ষুধার্ত আত্মা যখন শুনতে পায় বীজকুড়ায় রঘুনাথ নগর থেকে খাবার আসবে এবং সে খাবারের অংশ পেতে হলে তালিকায় নাম তুলতে হবে তখন জাখলিবাঈয়ের আত্মা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কিন্তু সে কিছুতেই নিজের নাম ও সন্তানদের নাম তালিকায় তুলতে পারে না। কারণ তারা তো আত্মা, তাদের কথা জীবিতরা কী করে শুনবে? তবু জাখলিবাঈ খাবারের অপেক্ষা করতে থাকে—“তার নাম বীজকুড়ার ফর্দে থাকবে নাকি বীজকুড়ার বাইরে সেটা না জেনেই মেয়েকে বুকে সাপটে আর ছেলেকে হাত ধরে জাখলিবাঈ বড় গাছতলায় অপেক্ষা করতে থাকে কখন রঘুনাথ থেকে খাবার নিয়ে গাড়ী আসে।”[৭]

নিয়তিকে কেউ পাল্টাতে পারে না। খরায় জর্জরিত ব্যক্তিদের নিয়তি যেন সদাই মৃত্যু মুখে তাদের নিয়ে যায়। খরার আগমনে যেমন কোনো হিসাব থাকে না তেমনি খরায় মৃত ব্যক্তিদের কোনো হিসেব রাখা হয় না। কে কখন মরে রাস্তায় পড়ে থাকল তা নিয়ে কারও মাথাব্যাথা নেই। খরাক্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই জানে মৃত ব্যক্তিদের মরণে ধরেছে, তাই তারা মরছে। তারা এও জানে তাদেরও মরণে ধরবে এবং কোনদিন কোন জায়গায় তারাও মরে পড়ে থাকবে আর কেউ নজরও দেবে না। উড়িষ্যার কালাহাণ্ডি শহরেও এমন দৃশ্য দেখা যায়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কালাহাণ্ডিতে তিনবার যান, সাংবাদিকের দল আর রাজনৈতিক দলের আগমন ইত্যাদি সমস্ত ঘটনা এবং কালাহাণ্ডির জনমানবের হিসাব পত্র অর্থাৎ গ্রামে কত ঘর, কত মানুষ, কত ফলন, কত সিডিউল্ড, কত ট্রাইব ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে কালাহাণ্ডি ইতিহাসের পাতায় একটি বড় জায়গা নেয়, তা কিন্তু এতে কালাহাণ্ডিবাসীর

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-8 No.-1, January, 2021
PP 19–27

Manipuri and Bengali Phonology : A Contrastive Analysis

Ch. Mani Kumar Singha
Ph. D. Research Scholar, Assam University, Silchar - 788011
&
Prof. W. Raghumani Singh, Department of Manipuri
Assam University, Silchar - 788011

Abstract : *The contrastive analysis hypothesis is based on the belief that learners transfer the habits of their native language in learning a second language, and thus, the structural features of the target language that are similar to those of the native language will be easy to learn while those that are different will be difficult. In this study, the phonological systems of the two languages i.e. Manipuri and Bengali are contrasted to predict what kind of difficulties a native speaker of one language might face in learning another as a second language. As this study is a contrastive analysis between Manipuri and Bengali phonology; hope, it will contribute a little value in our understanding of the two languages.*

Key-words : *Contrastive Analysis, Phonology, Phoneme, Consonant, Vowel, Tone, Juncture, Vowel Nasalisation.*

Introduction : Contrastive Analysis is the systematic study of pair of languages with a view to identifying their structural differences and similarities. Contrastive Analysis was used extensively in the field of Second Language Acquisition (SLA) in the late sixties as a method of explaining why some features of a target language were more difficult to acquire than others. One such method of this contrastive study may be from the phonological aspect. A phonological contrastive study of Manipuri and Bengali language will be very useful while learning any one of these languages as a second language. The obvious reason is why the phonological contrastive study of Manipuri, which belongs to

Tibeto-Burman language family and Bengali, which belongs to Indo-European language family were taken up. The main aim and aspect of this study is to explore the similarities and differences between the Manipuri and Bengali language in the phonological level.

Linguistic Affinity of Manipuri and Bengali : Manipuri is the principal language of Manipur and it is spoken by some in Assam, Tripura, Myanmar (Burma), and Bangladesh also. Manipuri language is also known as Meiteilon by native speakers. Manipuri belongs to the Kuki-Chin sub-branch of the Tibeto-Burman stock of the great Sino-Tibetan family. The Manipuri language has its various dialects viz, Imphal dialect, Kakching dialect, Andro dialect, Phayeng dialect, Sekmai dialect, Cachar dialect etc. And among these dialects Imphal dialect is considered as the standard Manipuri language. On the other hand, Bengali is the national language of Bangladesh and also the official language of West-Bengal, Tripura, Assam in India. Besides, it is spoken in Pakistan, Sri Lanka, Japan, America, Malaysia, Maldives, Australia, Canada also. Bengali language belongs to Eastern Indo-Aryan branch of the greater Indo-European family. The Bengali language has its various dialects, namely - Rari (Middle-west Bengal) dialect, Jharkhandi (South-West Bengal) dialect, Barendri (North-West Bengal) dialect, Kamrupi (North-East Bengal) dialect, Bangali (East & South-East Bengal) dialect etc. And the Rari dialect which is spoken by the people of Shantipur which belongs to Nadiya Districts of West-Bengal is considered as the standard Bengali language. This language is also known as Standard Colloquial Bangla. Although Manipuri and Bengali have many dialectal variations this study will focus on the two standard dialects i.e. Imphal dialect and Standard Colloquial Bangla.

Phonology Defined : The term 'phonology' has been derived from the Greek words 'phone' and 'logos' which gradually means 'sound' and 'study'. Etymologically, Phonology is the study of speech sounds.

According to N. Trubetzkoy : "Phonology is the study of sound pertaining to the system of language". (1939 : 24)

Bloomfield defined phonology as : "The study of significant speech sounds is phonology on practical phonetics". (1964 : 78)

Lyons said, "Phonology is the level at which linguist describes the sounds of a particular language". (1972 : 21)

শাপমোচনের তাগিদে শাম্ব বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান এবং সেই তাগিদেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর আগে তার পরিচয় ঘটে বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে। এক বিশাল গোষ্ঠীর মানুষ এখানে তারই মত চর্মরোগে আক্রান্ত। জনসমাজ থেকে দূরে তারা নিজেদের এক আস্তানা গড়ে তুলেছে। তারা জানে, যে রোগে তারা আক্রান্ত হয়েছে সে রোগ সারবে না। তারা এখানেই পচে গলে একদিন মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। সাধারণ জনসমাজ কখনই তাদের মেনে নেবে না। তাই তারা পৃথক, আলাদা। ঔপন্যাসিক কি এদের দিয়েই সেই সমস্ত মানুষদের কথা বলেছেন, যারা সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণির দ্বারা শোষিত হয়ে থাকেন। তারাই তো সেই সব না-খেতে পাওয়া মানুষ। দ্বারকাবাসী যেখানে কৃষ্ণ রাজত্বে অতিশান্তিতে বাস করছে, কোথাও কোনো কোলাহল নেই, নেই কোনো অতৃপ্তির ইঙ্গিত সেখানে একগোষ্ঠী মানুষ অনতিদূরেই এমন জীবন যাপন কেন করছে, তাদের ব্যবহারিক জীবন যাপনের একটি বর্ণনা— "শাম্ব মনে মনে অবাক হয়ে ভাবলেন, এরা কারা? কোনো যাযাবর জাতির গোষ্ঠীভূক্ত অথবা অরণ্যবাসী কিরাতগণ? ভাবতে ভাবতে তিনি সেইসব গুহা ও কুটিরের সামনে এগিয়ে গেলেন। কাঠের আগুনের আলোয় তাঁর মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠতেই কয়েকজন তাঁর সামনে দাঁড়ালো। শাম্বর বুকে যেন বিদ্যুতের ঝলক হেনে গেল। দেখলেন, তাঁর সামনে যে ক- জন এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর মতো কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত। শাম্ব এবং তাদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল, কয়েকজন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ রমণীও সামনে এসে দাঁড়ালো। যাদের দু- একজনের কোলে শিশু! আশ্চর্য, শিশুরা কেউ রোগগ্রস্ত না।"[৫]

এই মানুষগুলো আলাদা আলাদা জায়গা থেকে আলাদা আলাদা ভাবে এসে একত্রে জুটেছে। তাদের জীবনের প্রতি কোনো আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট নেই, সামান্যতম শারীরিক ভোগেই তারা সন্তুষ্ট, এখানে নেই কোনো সম্পর্ক আর নেই সম্পর্কের দোহাই, আছে কেবল নারী, পুরুষ আর কুষ্ঠরোগ। শাম্ব আশ্চর্য হয়, অথচ এই মানুষগুলো তো নিষ্পাপ, কোনো অন্যায় তারা করেনি। ছোঁয়াচে রোগের আক্রমণে তারা সমাজচ্যুত, বহিষ্কৃত এবং তাদের প্রতি অহরহ কদর্য ব্যবহারের কারণ তারা কুষ্ঠ রোগী। তবে কি আমরা বলতে পারি না মহামারী বা মড়ক পৃথিবীর শৈশব কাল থেকেই পৃথক পৃথক সময়ে আমাদের গ্রাস করে চলেছে। উপন্যাসের অগ্রগতিতে আমরা দেখি শাম্বর হাত ধরেই এই ছোঁয়াচে রোগের বিনাশ হয়। যদিও এই অসাধ্য সাধন করতে গিয়ে বহু মানুষ প্রাণ হারায়, তথাপি রোগমুক্ত এক গোষ্ঠী শাম্বের হাত ধরেই সেদিন বেরিয়ে এসেছিল। বর্তমান পরিস্থিতির ইঙ্গিত আমরা সেদিন কালকুটের 'শাম্ব' তেও পেয়েছিলাম।

এবার একটি ভিন্ন ধর্মী উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই উপন্যাসটিতে মহামারী বা মড়ক বা ছোঁয়াচে রোগের প্রকোপের কথা বলা হয়নি। কিন্তু এমন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপন্যাসটির ভিত্তিভূমি গড়ে তুলেছে যে তাকে কোনো অংশেই মহামারী থেকে ছোটো করে দেখা যায় না। তার উপর উপন্যাসটিতে রয়েছে রাজনৈতিক চক্রান্তের গাঢ় ছায়াপাত। বর্তমানে যুগের সাহিত্যকার দেবেশ রায় যে প্রতিবেদন গুলো লিখেছেন তারই একটি উল্লেখনীয় প্রতিবেদন হল 'খরার প্রতিবেদন'। এখানেও তো রয়েছে সভ্যতার তীব্র সংকট। না খেতে পাওয়া এক বিশাল মানবগোষ্ঠী কীভাবে হা-হা-কার করছে তারই এক নমুনা প্রতিবেদনটিতে উঠে এসেছে।

শ্রীকান্তবার্মা যাওয়ার সময় জাহাজে দেখেছিল অত্যন্তনীচ শ্রেণির যারা ছিল তাদের কোয়ারাইণ্টার ব্যবস্থা অন্যরকম, গাদাগাদি করে তাদের থাকতে হচ্ছে। খাবার ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও তাদের ঠিকঠাক নেই, গরু, ছাগল, ভেড়াও যেন তাদের থেকে ভালোভাবে আছে, জাহাজে যারা উচ্চ শ্রেণির আছেন তারা সরকারি অফিস থেকে দরখাস্ত লিখিয়ে আনলে তাদের অনায়াসে যেতে দেওয়া হচ্ছে, আর যারা তথাকথিত ছোটোলোক তাদের সাথে পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা বর্তমানে আমাদের হয়ে চলেছে। COVID-19- এর প্রকোপে চীনের উহান থেকে যখন ভারতীয় ছাত্র দল দেশে ফিরে আসে তখন তাদের হজ ক্যাম্পে একসাথে গাদাগাদি করে থাকতে দেওয়া হয়। তাদের না -দেওয়া হয় যোগ্য খাবার আর না-দেওয়া হয় যোগ্য চিকিৎসা। ভারতবর্ষে বর্তমান যে পরিস্থিতি (Quarantione, lockdown ইত্যাদি) তাতেও দেখা যায় শ্রীকান্তের ভাষায় ছোটো লোকরাই নির্যাতিত হচ্ছে। তারা একদিকে যেমন ঠিকমত চিকিৎসা পাচ্ছে না অন্যদিকে তেমনি লকডাউনের কারণে উপার্জনের রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে। তাই এগুলো আর নতুন কিছু নয়। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বহুপূর্বে বর্তমানের এই পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন তাই তিনি আজও প্রাসঙ্গিক।

১৯৭৮ সালে সমরেশ বসুর রচিত 'শাম্ব' উপন্যাসটি এক্ষেত্রে উল্লেখনীয়। উপন্যাসটির পটভূমি দেবলোক হলেও এর ইঙ্গিত কিন্তু বিশ্ববাসীর ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য। দেবতার যখন মানবায়ন ঘটে তখন যে সমগ্র বিশ্ববাসীকে তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট বার্তা পৌঁছে দেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সমরেশ বসু উপন্যাসটিতে কোনো অতি প্রাকৃত বিষয় রচনা করেননি, উল্টো বলা যায় এখানে কৃষ্ণ, নারদ, রুক্মিনী এরা সবই মানব। এদের লৌকিক জীবন আমাদের মতই। সমরেশ বসু অতি অলৌকিক কাহিনিকেও যুক্তি তর্ক দিয়ে লোক জীবনের বাস্তব কাহিনি করে দিয়েছেন। কৃষ্ণ এখানে দ্বাপর যুগের কম, কলিযুগের বেশি। তাইতো নিজ অহংবোধে সামান্যতম ত্রুটি ঘটলে তিনি নিজ পুত্রকেও অভিশাপ দিতে ছাড়েননি। এখানে শাম্ব চরিত্রের কথা বলা হয়েছে। কৃষ্ণ যখন ষোল সহস্র গোপিনী ও স্ত্রীসহ জলকেলিতে মগ্ন তখন অকস্মাৎ শাম্বর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ দর্শনে গোপিনী সকল অর্ধবসনে জল থেকে উঠে এসে শাম্বর প্রতি আকৃষ্ট হলে পিতা কৃষ্ণের আত্মসম্মানে আঘাত ঘটে। মুহূর্ত বিলম্ব না-করে নিজ পুত্রকে তিনি শাপভ্রষ্ট করেন। শাম্ব বিনা দোষেই শাপভ্রষ্ট হলে তার শরীরে কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ দেখা দেয়, বিষয়টি অলৌকিক হলেও এটা স্বীকার করতে হয় যে পৃথিবীর সৃষ্টি পর্বেও মহামারী বা ছোঁয়াচে রোগের লক্ষণ ছিল। মানব সভ্যতা তখন থেকেই মহামারীর করাল গ্রাসের শিকার বার বার হয়েছে। 'শাম্ব' উপন্যাসের চরিত্রগুলো প্রত্যক্ষভাবে মানব চরিত্র না-হলেও ঔপন্যাসিক এই চরিত্রগুলোর মাধ্যমে আমাদেরই কথা বলেছেন। শাম্ব নারদ মুনির চক্রান্তে শাপভ্রষ্ট হয়ে দ্বারকার বাইরে যান এবং কিছুদিনের মধ্যেই কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ তার শরীরে দৃষ্টিগোচর হয়। যে পুরুষ মোহময়ী রমণীর দ্বারা চিরকাল আকৃষ্ট হত সেই পুরুষকেই তখন সকলে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করল—"শাম্ব পল্লীমধ্যে প্রবেশ করতেই, তাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটলো, শান্তি বিনষ্ট হলো, তাঁর সেই অতি বিকট মূর্তি দেখে, অনেকেই ভয়ে ও অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়ালো। রমণীরা কুটিরে ঘুমন্ত সন্তানদের আড়াল করার জন্য দরজায় দাঁড়ালো, গৃহপালিত কুকুরেরা শাম্বকে দূর থেকে চারদিকে ঘিরে প্রচণ্ড চিৎকার জুড়ে দিল।"[৪]

Phoneme : A distinctive sound segment of a language is called a phoneme.

According to Bloomfield : "A phoneme is a minimum unit of distinctive sound feature." (1966 : 79)

A. C. Gimson said, "A phoneme is the smallest contrastive linguistic unit which may bring about change in meaning." (1970 : 56)
For example in Manipuri :-

pabə 'to read' /p/
tabə 'to hear' /t/
cabə 'to eat' /c/
kabə 'to climb' /k/

In the above examples, the consonant sounds /p/, /t/, /c/ and /k/ are the phonemes in Manipuri.

Manipuri Phonology and Bengali Phonology : In the Manipuri phonology, we may include segmental phonemes and supra-segmental phonemes for the present study. The consonants and vowels are segmental phonemes and Tone, Juncture are the supra-segmental phonemes of Manipuri. In the Bengali phonology, we may include vowel and consonant as segmental phonemes and juncture and vowel nasalization as supra-segmental phonemes for the present study.

Manipuri consonant phoneme : Consonant sounds are produced with a partial or complete obstruction by speech organs in the air stream through lungs. In the phonemic inventory of Manipuri consonantal phonemes, there are twenty-four (24) consonant sounds we have found, viz, */p/, /p^h/ /b/, /b^h/, /t/,/t^h,/d/, /d^h/, /c/, /j/, jh/, /k/, /k^h/, /g/, /g^h/, /s/, /h/, /m/, /n/, /ŋ/,/l/,/r/,/w/ and /y/.*

The articulatory description of the Manipuri consonantal phonemes are given below :

1. /p/: Bilabial, voiceless, unaspirated, stop.
2. /p^h/: Bilabial, voiceless, aspirated, stop.
3. /b/: Bilabial, voiced, unaspirated, stop.
4. /b^h/: Bilabial, voiced, aspirated, stop.
5. /t/: Alveolar, voiceless, unaspirated, stop
6. /t^h/: Alveolar, voiceless, aspirated, stop.
7. /d/: Alveolar, voiced, unaspirated, stop.

8. /d^h/: Alveolar, voiced, aspirated, stop.
9. /c/: Palatal, voiceless, unaspirated, stop.
10. /j/: Palatal, voiced, unaspirated, stop.
11. /j^h/: Palatal, voiced, aspirated, stop.
12. /k/: Velar, voiceless, unaspirated, stop
13. /k^h/: Velar, voiceless, aspirated, stop
14. /g/: Velar, voiced, unaspirated, stop
15. /g^h/: Velar, voiced, aspirated, stop
16. /s/: Palatal, voiceless, fricative
17. /h/: Glottal, voiced, fricative
18. /m/: Bilabial, voiced, nasal
19. /n/: Alveolar, voiced, nasal
20. / /: Velar, voiced, nasal
21. /l/: Alveolar, voiced, lateral
22. /r/: Alveolar, voiced, trill
23. /w/: Bilabial, voiced, semi-vowel
24. /y/: Palatal, voiced, Semi-vowel

Bengali consonant phoneme : There are thirty (30) consonant phonemes in Bengali. They are - /p/, /p^h/, /b/, /b^h/, /t/, /t^h/, /d/, /d^h/, / /, /$ṭ^h$/, /ḍ/, / $ḍ^h$/, /c/, /c^h/, / ɟ/, / $ɟ^h$/, /k/, /k^h/, /g/, /g^h/, /s/, /ʃ/, /m/, /n/, /ŋ /, /l/, /r/, /h/, /w/ and /y/.

The articulatory description of the Bengali consonant sounds are given below :

1. /p/: Bilabial, voiceless, unaspirated, stop.
2. /p^h/: Bilabial, voiceless, aspirated, stop.
3. /b/: Bilabial, voiced, unaspirated, stop.
4. /b^h/: Bilabial, voiced, aspirated, stop.
5. /t/: Alveolar, voiceless, unaspirated, stop
6. /t^h/: Alveolar, voiceless, aspirated, stop.
7. /d/: Alveolar, voiced, unaspirated, stop.
8. /d^h/: Alveolar voiced, aspirated, stop.
9. / /: Dental, voiceless, unaspirated, stop
10. /$ṭ^h$/: Dental, voiceless, aspirated, stop
11. /ḍ/: Dental, voiced, unaspirated, stop
12. /$ḍ^h$/: Dental, voiced, aspirated, stop
13. /c/: Post-alveolar, voiceless, unaspirated, stop.
14. /c^h/: Post-alveolar, voiceless, aspirated, stop.

যন্ত্রণার কথা তাই বার বার সাহিত্যে পাওয়া যায়। তবে সেগুলোর অন্য নাম আমরা দেখি। যেমন ওলাওঠা, ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, মড়িবিবি ইত্যাদি। তখন ইনফ্লুয়েঞ্জা, সোয়াইংফ্লু বার্ডফ্লু ইত্যাদি নাম শুনা যায়নি। গোষ্ঠী গোষ্ঠী জনপদ তখন এই মড়ক যন্ত্রণায় ক্লান্ত। এইগুলোর সঠিক তথ্য হয়তো সাহিত্যচর্চায় মিলবে না। তবে যন্ত্রণাকাতর মানুষগুলোর অকথিত কাহিনির আভাস সাহিত্য অবশ্যই দিতে পারে। শরৎচন্দ্র তাঁর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে এমন মড়ক যন্ত্রণার কথা উচ্চারণ করেছেন। একাদশ এবং দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ছোটো বড় বাঘিয়া সহ আশে-পাশের পাঁচ-সাতটি গ্রাম বসন্ত রোগে ধ্বংস হয়ে যায়। এই উপন্যাসে তখন মহামারী শব্দের প্রয়োগ ঔপন্যাসিক করেন— "....মারী এইবার প্রকৃতই মহামারী রূপে দেখা দিলেন। এ যে কি ব্যাপার তাহা যে না চোখে দেখিয়াছে, তাহার দ্বারা লেখা পড়িয়া গল্প শুনিয়া বা কল্পনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। অতএব এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস আমি করিব না। লোক পলাইতে আরম্ভ করিল ইহার আর কোন বাচবিচার রহিল না। যে বাড়ীতে মানুষের চিহ্ন দেখা গেল, সেখানে উঁকি মারিয়া দেখিলেই চোখে পড়িতে পারিত শুধু মা তার পীড়িত সন্তানকে আগলাইয়া বসিয়া আছে।"[২]

বসন্ত রোগ, কলেরা, টাইফয়েড এগুলোর কথা শ্রীকান্ত উপন্যাসে শোনা যায়, তবে প্লেগ রোগের এক ভয়ংকর আভাস এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র আমাদের দিয়েছেন, আমরা বর্তমানে যে শব্দগুলোর সাথে দৈনন্দিন জীবন-যাপন করছি যেমন— Quarantine, social distance এগুলোর সাথে আমাদের প্রথম পরিচয় শরৎচন্দ্রই করিয়ে দিয়েছিলেন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে বক্তার রেঙ্গুনে জাহাজ যাত্রায় Quarantine শব্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। আমরা দেখি মহামারীর প্রকোপে দশদিন করে এক একজনকে আটক করে রাখা হচ্ছে। এবং রোগীদের সঙ্গে দূরত্ব অনিবার্য— "পরদিন বেলা এগার-বারটায় মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছিবে; কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখচোখে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। চারিদিক হইতে একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিতে লাগিল কেরেণ্টিন, খবর লইয়া জানিলাম, কথাটা Quarantine। এখন প্লেগের ভয়ে বর্মা গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়েঘর তৈয়ারি করা হইয়াছে; ইহার মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়, দশদিন বাস করার পর তবে ইহারা শহরে প্রবেশ করিতে পায়। তবে যদি কাহারও কোন আত্মীয় শহরে থাকে এবং সে Port Health Officer এর নিকট হইতে কোন কৌশলে ছাড়পত্র যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্যে আলাদা কথা।"[৩]

বক্তার এই বর্ণনা যে কতখানি ভয়ংকর পরিস্থিতি বহন করে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা তা সহজেই বুঝতে পারি। যেসমস্ত শব্দ আজকাল আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অভ্যস্ত করে তুলেছে তারই এক নমুনা শরৎচন্দ্র আমাদের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে দিয়ে দিয়েছেন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের পরবর্তী বর্ণনায় প্লেগ রোগের ভয়াবহতা আরও টের পাওয়া যায়, যদিও এই রোগটি ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকেই আক্রমণ করতে পারে। তথাপি সমস্ত পটভূমিতে রাজনৈতিক চক্রান্ত থেকে যায়। কারণ এই ভেদাভেদ টিকিয়ে না-রাখলে শোষণক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ প্লেগ রোগের প্রার্দুভাবেও সবচেয়ে বেশি হতদরিদ্ররাই কষ্ট পেয়েছিল।

নাৎসিবাহিনীর নির্মমতার কথা হয়তো ঔপন্যাসিক সরাসরি বলেননি তবে আধুনিক নগর সভ্যতার প্রতীক ইঁদুরের মাধ্যমে যে ধ্বংসলীলা শহর জুড়ে চলছিল তা তো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদেরই চিহ্নায়ক। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে নাৎসিবাহিনী আর মহামারী সাধারণ মানুষদেরই চূড়ান্ত ক্ষতি করেছিল। উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র বার্ণাড রিও, যিনি পেশায় ডাক্তার, তাঁর সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, যত্ন তাকে অনন্যসাধারণ করে তুলে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন তখন কিছু ছিল না। সাংবাদিক র‍্যাবেয়ার কথাও উল্লেখ না-করে থাকা যায় না। তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ওরাঁও শহরে আসলে লকডাউনের কারণে তাকে আর ফিরে যেতে দেওয়া হয় না। দিনের পর দিন তাকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজের পাদপিষ্টে শোষিত হতে হয়। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি মহামারীর প্রকোপ কমে আসে। মানুষ ঘর থেকে বের হয়। এ যেন ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তির ঘোষণা, গোটা উপন্যাসটিকে আলবেয়ার কামু এমন ভাবে রচনা করেন যে আজও তা পাঠক মণ্ডলীর শরীরে শিহরণ জাগায়।

প্লেগ রোগ নিয়ে সেসময় গণমাধ্যমগুলোতে অহরহ প্রচার হয়েছিল। সংবাদ, টিভি, রেডিও প্রভৃতিরা একটা নতুন প্লট পেয়ে যায়। সরকারী প্রোপাগাণ্ডা নিয়ে ব্যস্ত এই গণমাধ্যমগুলো সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে। গোটা কয়েক ঠিকঠাক সংবাদ দিয়ে বাকিগুলো নিজ স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু শহরের ভেতরের সাহিত্যকারের কাহিনি, মানুষের ব্যথার কাহিনি একমাত্র সাহিত্যিকরাই তুলে ধরতে পারেন। আলবেয়ার কামু তাই করেছেন। বিশ্বযুদ্ধের করাল গ্রাসেও মহামারীর প্রকোপে তিনি সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আলবেয়ার কামুর এই বইটি ছাড়াও বিদেশে মহামারী সংক্রান্ত আরও যেসব উল্লেখনীয় রচনা রয়েছে তার কয়েকটি হল, "A journal of the plague year", "Pale Horse pale Rider", "The and raound strain," "The stand" ইত্যাদি।

এবার কিছুটা আমাদের বাংলাদেশের আলোকপাত করা যাক। আমাদের বাংলাদেশে 'মহামারী' শব্দটা নতুন। কিন্তু এর মানে এটা নয় যে বাংলাদেশে COVID-19 এর আগে কোনো মহামারী দেখা দেয়নি। ইতিহাসের পর্যালোচনায় দেখা যায় বাংলাদেশ বার বার ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং গ্রামের পর গ্রাম অনায়াসে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটাকে 'মড়ক' বলেই জানা হত। 'মড়ক' অর্থাৎ 'মরণরোগ'। কখনও প্লেগ, কখনও বসন্ত, কখনও কলেরা, যক্ষ্মা ইত্যাদি মড়ক তো প্রায়েই দেখা গিয়েছে বাংলাদেশের অলিতে গলিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দোর্দণ্ড প্রতাপে একদিকে যেমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল অন্যদিকে তেমনি মরণরোগে মানুষ জর্জরিত হয়েছিল। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। অধিকাংশ মানুষ গ্রামেই মারা যায়, আর যারা বেঁচে যায় তারা শহরে অন্ন সংস্থানের উদ্দেশ্যে ছুটে যায়। সেখানেও একই পরিস্থিতির মুখামুখি হয়ে শেষ পর্যন্ত সবই মারা যায়। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে কিছুটা এমন দৃশ্য দেখা যায়— "রোজই দেখি, গ্রামের বুভুক্ষ মানুষের সংসার যাত্রা নারী পুরুষ— শিশুর সংসার এক একদিন একটা মৃতদেহ নোংরা কাপড়ে ঢাকা। মৃত দেহগুলো যেন জীবিত মানুষের চেয়ে অনেক ছোটো দেখায়। বয়স্ক কি শিশু আলাদা করা যায় না।"[১]

সাহিত্যিকরা বিভিন্ন উপন্যাস বা গল্প কাহিনি যখন রচনা করেন তখন এর উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন স্বাভাবিক ভাবেই তৎকালীন সামাজিক চিত্র তাঁদের লেখনিতে ধরা দেয়। মড়ক

ə

15. /ɟ/: Post-alveolar, voiced, unaspirated, stop.
16. /$ɟ^h$/: Post-alveolar, voiced, aspirated, stop.
17. /k/: Velar, voiceless, unaspirated, stop
18. /k^h/: Velar, voiceless, aspirated, stop
19. /g/: Velar, voiced, unaspirated, stop
20. /g^h/: Velar, voiced, aspirated, stop
21. /s/: Alveolar, voiceless, fricative
22. /ʃ/: Palatal, voiceless, unaspirated, stop
23. /h/: Glottal, voiced, fricative
24. /m/: Bilabial, voiced, nasal
25. /n/: Alveolar, voiced, nasal
26. /ŋ /: Velar, voiced, nasal
27. /l/: Alveolar, voiced, lateral
28. /r/: Alveolar, voiced, trill
29. /w/: Bilabial, voiced, approximant
30. /y/: Palatal, voiced, approximant

Similarities and dissimilarities of Manipuri and Bengali consonantal phonemes : In the phonemic inventory of Manipuri and Bengali consonantal phonemes, it is found that there are 24 consonant phonemes in Manipuri and 30 consonant phonemes in Bengali. All the Manipuri consonant phonemes are produced with the help of Mid Central Unrounded vowel / / whereas all the Bengali consonant phonemes are produced with the help of Mid Back Half-Rounded Vowel /ɔ/. This is why it can be considered all the consonant phonemes between the two languages are quite different. But in view of the features of the consonants of these two languages (19) nineteen consonant phonemes are similar. They are /p/, /p^h/, /b/, /b^h/, /t/, /t^h/, /d/, /d^h/, /k/, /k^h/, /g/, /g^h/, /s/, /h/, /m/, /n/, /ŋ/, /r/ and /l/. And the dissimilar consonant phonemes between the two languages are : Manipuri - /c/, /j/, /j^h/, /y/ and /w/; Bengali - /ʈ/, /$ʈ^h$/, /ɖ/, /$ɖ^h$/, /c/, /c^h/, /j/, /j^h/, /ʃ/, /w/ and /y/.

Manipuri Vowel Phoneme : Vowel sounds are speech sounds made by shaping the oral cavity while allowing free passage of air from the lungs. There are six (6) vowel sounds in Manipuri viz - /i/, /e/, /ə/, /a/, /u/, and /o/.

The articulatory description of the Manipuri vowel sounds are given below :

1. /i/: High, front, unrounded vowel.
2. /e/: Mid, front, unrounded vowel.
3. /ə/: Mid, central, unrounded vowel.
4. /a/: Low, central, unrounded vowel.
5. /u/: High, back, rounded vowel.
6. /o/: Mid, back, rounded vowel.

Bengali Vowel phoneme : There are seven (7) vowel phonemes in Bengali. They are - /i/, /e/,/æ/, /a/, /u/, /o/ and /ɔ/.

The articulatory description of Bengali vowel phonemes are given below:

1. /i/: High, front, unrounded vowel.
2. /e/: Mid, front, unrounded vowel.
3. /æ/: Low, front, unrounded vowel.
4. /a/: Low, central, unrounded vowel.
5. /u/: High, back, rounded vowel.
6. /o/: Mid, back, rounded vowel.
7. /ɔ/: Mid, back, half-rounded

Similarities and dissimilarities of Manipuri and Bengali vowel phonemes : In the phonemic inventory of Manipuri and Bengali vowel phonemes, it is found that there are six (6) vowels in Manipuri and seven (7) vowel phonemes in Bengali. The six Manipuri vowel phonemes are - /i/, /e/, /ə/, /a/, /u/ and /o/. And the Bengali seven vowel phonemes are - /i/, /e/, /æ/, /a/, /u/, /ɔ/ and /o/. Among the vowels of these two languages five vowel phonemes are similar. They are:- /i/, /e/, /a/, /u/ and /o/. The Manipuri Mid Central Unrounded vowel /ə/ is not present in Bengali. On the other hand, the Bengali vowels like Low Front Unrounded vowel /æ/ and Mid Back Half-rounded vowel /ɔ/ are not present in Manipuri. In the production of vowel sounds like /æ/ and /ɔ/ are replaced by nearest vowel sounds like /e/ and /o/ respectively by the Manipuri speakers whereas the vowel sound /ə/ is replaced by /ɔ/ by the Bengali speakers.

Manipuri Supra-segmental phonemes :

1. Tone : Tone refers to height of pitch and change of pitch which is

চেয়ে অন্যান্য দেশে এর আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। পরবর্তীতে ১৯৯২-১৯৯৩ সালেও প্লেগ রোগের পুনরাবির্ভাব ভারতে দেখা যায়, বার বার ফিরে আসা এই মহামারী থেকে বর্তমান ভারত মুক্তি লাভ করেছে। প্লেগ ছাড়া যে সমস্ত মহামারী বা তথাকথিত মড়ক যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা, টিবি, কলেরা ইত্যাদি থেকে আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞান বর্তমান ভারতবর্ষকে রেহাই দিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত মহামারী থেকে মুক্তি লাভ করলেও করোনা ভাইরাসের এমন একটি রূপ বিশ্বজুড়ে প্রকট হয়ে উঠে যে বিশ্ববাসী আজ ভয়ানক সংকটের চরম সীমায় উপস্থিত। আজ আমাদের সামান্যতম ভুল-ত্রূটি (সামাজিক দূরত্ব এবং মাক্স পরিধান না-করা) আমাদেরকে মৃত্যুর মুখে নিয়ে উপস্থিত করবে, COVID-19 এর বিশ্বজুড়ে বর্তমান পরিস্থিতির একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ এর তথ্য অনুযায়ী।

দেশের নাম	**আক্রান্তের সংখ্যা**	**মৃত্যুর সংখ্যা**
যুক্তরাষ্ট্র	৬৭,৬১,৫৫৯	১,৯৯,৪৩৬
ভারত	৫০,১৬,১৮২	৮২,০৭৫
ব্রাজিল	৪৩,৫৬,৫৯০	১,৩২,২৯৭
রাশিয়া	১০,৭৩,৮৪৯	১৮,৭৮৫
পেরু	৭,৩৩,৮৬০	৩০,৮১২
কলম্বিয়া	৭,২১,৮৯২	২৩,১২৩
মেক্সিকো	৬,৭১,৭১৬	৭১,০৪৯
বাংলাদেশ	৩,৪১,০৫৬	৪,৮০২

বিশ্বজুড়ে এইভাবে বহুবার বহু সংকট এসেছে এবং মানব সভ্যতা প্রত্যেকবারেই এর থেকে বেরিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবশতই মানুষ COVID-19 এর প্রকোপ থেকেও আবার বেরিয়ে আসবে। ইতিহাসের পাতায় প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ইবোলা ইত্যাদির মত COVID-19 এর কথাও উঠে আসবে। তবে ইতিহাসের পাতায় উঠলেও এর নির্মমতার পরিচয় কিন্তু একমাত্র সাহিত্যই দিতে পারে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহিত্যিকেরা যখন এই ভাইরাসের প্রকোপের কথা তুলে ধরেন একমাত্র তখনই হাজার হাজার মানুষের অসীম কষ্টের কথা উপলব্ধি করা যায়। মহামারী নিয়ে রচিত সাহিত্য ভাণ্ডারে বহু বিখ্যাত রচনা রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল আলবেয়ার কামুর 'দ্য প্লেগ'। 'ব্ল্যাক ডেথ' বা প্লেগ রোগের প্রার্দুভাব বোঝাতে গিয়ে এই উপন্যাসের অবতারণা। আলবেয়ার কামু নিছক একটি বৈদেশিক কাহিনির বর্ণনা দিয়েছেন। ফরাসীদের উপর অত্যাচারের কাহিনিই তাঁর উপন্যাসের প্লট। কিন্তু এই অত্যাচারের কাহিনি যে, কোন না কোন ভাবে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রতিটি শোষিত মানুষের কাহিনি তা পাঠক মণ্ডলী অবশ্যই বুঝবেন। নাৎসিদের অত্যাচার ও মহামারীর আক্রমণে শহরবাসীরা নাজেহাল। আলবেয়ার কামু গোটা বিষয়টিকে ঔপনিবেশিক শোষণের একটি পরিকল্পিত ছক হিসেবে ঘোষণা করেন। ওরাঁও শহরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন— "ওরাঁও এ শীত এবং গ্রীষ্ম দুটোই প্রচণ্ড। প্রকৃতিও অত্যন্ত নির্মম ও প্রতিকূল। সৌন্দর্য বলতে কিছুই নেই এই শহরে। গাছে লতা নেই, পাতায় নেই মর্মর। কবুতর চোখে পড়ে না। শোনা যায় না পাখির ডানার ঝাপটানি।"

উপনিবেশবাদের শোষণে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এক শহরের কাহিনি যেন এটি।

নিঃসন্দেহে এই ইতিহাস চর্চা চলবে। বলাবাহুল্য ২০২০ সাল সমগ্র বিশ্বে করোনা মহামারীর ছোবলে আক্রান্ত। যদিও এই তথাকথিত ভাইরাসের সন্ধান বহুপূর্বেই মিলেছে তথাপি এর মহামারীর রূপের ভয়ানক দর্শন ২০১৯ সালে পাওয়া যায়। World Health Organisation (WHO) ২০২০ সালের মার্চ মাসে প্রথম এই করোনাকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করে। বর্তমান বিশ্ব এই মহামারীর কবলে আক্রান্ত। এর থেকে পরিত্রাণের আশা এখনও আমাদের হাতের নাগালে এসে পৌঁছায়নি। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সারা বিশ্বে এমনকী বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র নিয়েও কাজ করতে সক্ষম, সেই বিজ্ঞানের যুগেও মহামারী বা অতিমারি তার কবলে আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে। কথিত আছে যে প্রত্যেক একশ বছরে নাকি এমনই মহামারীর সঙ্গে বিশ্ববাসীর সাক্ষাৎ ঘটে। এসব কথা কতখানি যুক্তিযুক্ত ও তথ্যনির্ভর তা জানি না। ইতিহাস থেকে কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় সবচেয়ে উল্লেখনীয় মহামারী হচ্ছে প্লেগ রোগ। এ ছাড়া রয়েছে যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, বসন্ত, ইবোলা, এইডস ইত্যাদি। এইগুলো প্রায় প্রত্যেকটি এক একসময় ভারতবর্ষের ছোটো ছোটো গ্রামগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। শুধু ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর বহু দেশে এইগুলোর প্রকোপ একসময় ছিল। তবে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে এগুলো মড়ক হিসেবে পূর্বে প্রচলিত ছিল।

'ইনফ্লুয়েঞ্জা' রোগটির কথা যদি আলোচনা করি তবেই দেখা যাবে এর বিরাট ইতিহাস রয়েছে, বর্তমানে এটি একটি সাধারণ অসুখ। প্রায় প্রতিবছরই এই রোগে বহু মানুষ আক্রান্ত হয়। বর্তমান প্রচলিত এই সাধারণ রোগটি কিন্তু একসময় বহু মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। ১৯১৮-১৯১৯ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে সমগ্র বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫ কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। ভয়াবহ এই মহামারীর নাম তখন 'স্প্যানিশ ফ্লু' বা 'দ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যানডেমিক' ছিল। সেই সময়ও 'সোশাল ডিসটেন্স' এবং 'মাস্ক পরিধান' সরকারি আইন পাশ হয়। ইবোলা ভাইরাসের কথা যদি ধরা যায় তবেও আমরা দেখি যে এটিও মহামারীর আকার ধারণ করতে পারে এবং দুঃখের বিষয় যে এই রোগের চিকিৎসা এখনও আমাদের হাতের নাগালে পৌঁছায়নি। ২০১৪ ও ২০১৬ সালে অফ্রিকায় এই রোগে প্রায় ১১ হাজার মানুষ মারা যায়। এই রোগে আক্রান্তের ৯০ শতাংশ মানুষই মারা যায়, কোনো ঔষধ না-থাকায় ইবোলা আজও আমাদের কাছে প্রাণঘাতী বা আত্মঘাতী।

ইতিহাস চর্চায় দেখা যায় ভারতবর্ষে প্লেগ রোগ বার বার ছোবল মেরেছে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকেও বোধ হয় এর বিষদংশনের চিহ্ন রয়েছে। তবে উনিশ শতকে এর আনুষ্ঠানিক শনাক্তকরণ হয়। ১৮১৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর A.G. Viedges বোম্বে শহরে প্লেগ রোগীর শনাক্ত করেন। জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ সমেত এই রোগীর শনাক্ত হলে সেই থেকে সারা ভারতে তোলপাড় শুরু হয়। এরপর খুব শীঘ্রই কলকাতা, হায়দরাবাদ, পাঞ্জাব ইত্যাদি জায়গায় মহামারী শুরু হয়ে যায়। বহু গ্রাম ও শহর একাধারে ধ্বংস হয় যায়। বিশ্বজুড়ে তিন মিলিয়ন লোক সেই সময় প্লেগ রোগে প্রাণ হারিয়েছিল। 'ইয়ার সেনিয়া পেস্টিস' নামক ব্যাক্টেরিয়া থেকে উৎপত্তি এই মহামারী ভারতবর্ষে ছড়িয়ে যাওয়ার পূর্বে বিদেশে তার ঘাটি স্থাপন করে। বলা হয় যে চীনে নাকি এর প্রথম উৎপত্তি।

ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া কোনো জায়গাই এর থেকে মুক্তি লাভ করেনি। ভারতবর্ষের

associated with the pronunciation of syllables or words which affects the meaning of the word. Manipuri has two (2) types of tone, viz - level tone and Falling tone. For example :

Level tone	Falling tone
¯i 'thatch'	ꜜi 'blood'
m¯i 'image'	m i 'man'
m ¯ tu 'feather'	mꜜ tu 'wife'
m ¯əpa 'opposite'	mꜜ pa 'father'

etc.

2. Juncture : Juncture is a type of boundary between two phonemes:

For example, in Manipuri–

p^hunəbə 'fight each other'	p^hu≠n bə 'for beating'
ye*ηn* bə 'looking each other'	ye*η* *n* bə 'for looking'
*thokn*əbə 'relative'	*thok≠n* bə 'for exit'

etc.

Bengali Supra-segmental phonemes :
1. Bengali juncture :

The following are the example of juncture in Bengali.

Ɔtul 'name of a person'	Ɔ≠tul 'incomparable'
bonna 'flood'	bon#na 'sister not'
jamai 'son-in-law'	jama#i 'shirt only'

etc.

2. Vowel Nasalisation in Bengali : In the production of nasalised vowel we are allowing to pass the air from the lungs through the nose and the mouth. Bengali has seven (7) n̄asalised vowel phonemes. They are :- /ã/, / /, / /, /õ/, / /, / / and /æ/. The following are the examples of Bengali vowel nasalisation :-

/ã/	ãk ra 'hook'	ãka 'to draw'
	cãd 'moon'	kãk 'armpith'
	kãci 'scissors'	kãda 'weep'
/ĩ/	dur 'rat'	c^h ra 'to tear'

	c ri 'prawn'	p ja 'tease'
/ /	ke 'repainting'	tul 'tick'
	p ca 'owl'	g te 'knotty'
/õ/	dõa 'smoke'	kõdol 'quarell'
	khõj 'search'	gõra 'fanatic'
/ /	ca 'high'	cano 'raise'
	ri 'bud'	k re 'hut'
/ /	c l 'area'	cit 'raised'
	p ca 'rotten'	b ksis 'tip'
	b rsi 'fishing hook'	k^h ca 'tray'
/æ/	pæc 'complexity'	pæca 'owl'

The similarities and differences of supra-segmental phonemes: Among the supra-segmental features only juncture is common in Manipuri and Bengali. Bengali has no the feature of tone whereas Manipuri has tone. In Manipuri tone plays a very important role to differentiate the meanings of the same word. Manipuri has no the feature of vowel nasalisation but Bengali has this feature.

Conclusion : It has been said that learning of second language is facilitated whenever there are similarities between that language and mother tongue. Learning may be interfered with when there are marked contrasts between mother tongue and second language. In this study, we have found that Manipuri speakers encounter difficulties to produce some Bengali sounds and similarly Bengali speakers also have problems to produce some of the Manipuri sounds. This difficulty may be overcome only when the second language learner knows the different features of the speech sounds of the two languages properly. This is why, this study made a comparison between the phonological systems of these two languages to know better what the real learning problems of the learner. ▸▸

References

1. Barman, Binoy. 2009, *A Contrastive Analysis of English and Bangla Phonemics,* The Dhaka University of Journal of Linguistics. Vol.2, No-4 August,2009 (PP-19-42)

ɑ̃

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-8 No.-1, January, 2021
PP 87–95

Life During Pandemics: Challenges and Redemption

Mousumi Nath
Asstt. Prof., Dept. of Bengali, Lanka College, Lanka-782446

Abstract: *The year 2020 is going to be written in the pages of history as one the most trying and terrible year of the whole century. It will ever haunt the present generation as a nightmare and will be written as one of the worst years in the pages of history. The world is witness to it. No doubt, generation after generation will read the year as one of the devastating year in their memory and post-memory for the spread of it globally stalling human activity and confining them to homes for months together. Though the Corona pandemic appeared in 2019 yet the World Health Organization cautioned the world about it only in March 2020 as a pandemic. Even in this scientific age when medical science has reached at the pinnacle of its glory, it has failed to control three pandemic, and thousands of people are now dying, most vulnerable being elderly persons. Even United States of America, one of the most advanced countries in the world experienced death of thousands every month during the peak period of the disease. Newspapers, television channels and other media have made it now as their headlines warning people about its horror and devastating nature.World literature has not lagged behind in narrating and narrativizing this disease. Adopting descriptive method this paper aims to discuss the world literature that are composed at the backdrop of this disease.*

Key-words : *generation, Corona, virus, literature, pandemic.*

মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে প্রান্তিক জনজীবন : সংকট ও উত্তরণ

২০২০ সাল গোটা শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়ানক সাল হিসেবে ভবিষ্যতে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হতে চলেছে। সমগ্র বিশ্বজুড়ে এর সাক্ষী রয়েছে। আগামী প্রজন্মে বহুকাল ধরে

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

Chatterjee, Kumar Suniti – Language and Literature of Modern India.

Kar, Kumar Chiranjit – Sub Regional Movement in India : A case study : Political History of Gurkhas of Darjealing District

Phukan, Girin And Dutta N.L. Ed. – Politics of Identity and Nation Building in North east India.

Deka, K.M. ed. – Nationalism and Regionalism in Northeast India

Phukan, Girin – Politics of Regionalism in Northeast India.

2. Chatterjee S.K. 1926, *The Origin and Development of the Bengali Language,* George Allen & Unwin, London.

3. Ellis, R. 1994, *The Study of Second Language Acquisition,* Oxford University Press

4. Fisiat, J. 1981, *Theoritical Issues in Contrastive Linguistics (Vol-12)*, Amsterdam/John Benjamin's B.V.

5. Krzeszowski,T. 1990, *Contrasting Languages. The Scope of Contrastive Linguistics,* Berlin : Mouton De Gruyter

6. Madhubala,P. 2002, *Manipuri Phonology,* PBS Trust, Imphal.

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-8 No.-1, January, 2021
PP 28–33

Immigration and Identity Crisis in Siddhartha Deb's *The Point of Return.*

Chittaranjan Nath
Assistant Professor of English, A.D.P. College, Nagaon-782002

Abstract : *Immigration is a sensitive issue all over the world. A lot of discussions are being conducted and plentiful books and write-ups being published on this issue. Immigration to the North-East India is yet another socio-economic and political factor since India got independence in 1947 that has made the region volatile. Siddhartha Deb's 'The Point of Return' is one among those few pieces of fictional literature especially in English that addresses the issue of immigration into this region. The author deals here with the troubled history of his homeland, seen through the eyes of a young man whose father fled East Pakistan and moved to a northern hill town in the neighboring Indian state of Assam during the time of partition, only to experience resultant violence, uprootedness, alienation, and the continued memory of loss and injustice. This paper aims at exploring various sensitive issues relating to immigration which leads to a sense of rootlessness and loss of identity within postcolonial framewoork.*

Key-words : *Immigration, identity, injustice, North-East India, violence .*

Immigration is a sensitive issue all over the world. Immigration to India, especially to the North-East India is yet another socio-economic and political factor since India got independence in 1947. Lots of discussions are being conducted and a number of books and write-ups being published on this issue. However, unfortunately, there are very few pieces of fictional literature especially in English that explores the issue

প্ৰকৃত ভাৰতীয় নেপালীসকল হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন নহয়।

উল্লেখিত বিষয়বিলাকৰ উপৰিও অসমত বসবাস কৰা নেপালীসকলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ বেনাৰত নেপালীসকলক মাটিৰ পট্টা, ৰাজ্যিক লোকসেৱা আয়োগত নেপালীসকলৰ প্ৰতিনিধি অন্তৰ্ভুক্তি, ১৯৫০ চনৰ নেপাল-ভাৰত চুক্তি বাতিল, নেপালী অনুষ্ঠান আকাশ বাণীত সম্প্ৰসাৰণ, নেপালীসকলৰ উৎসৱ পাৰ্বণত চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণাৰ দৰে দাবীও উত্থাপন কৰি আহিছে।

ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা এইটো পৰিলক্ষিত হয় যে নেপালীসকলে তেওঁলোকৰ পৰিচয় ৰক্ষাৰ আন্দোলন আৰম্ভণিতে পশ্চিমবঙ্গৰ দাৰ্জিলিঙত নেপালী সংগঠন বিলাকৰ সহযোগত কৰিছিল। প্ৰথমে, এই নেপালীসকলে সংখ্যালঘু শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীৰে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়বোৰত এই নেপালী সংগঠনবিলাকে তেওঁলোকৰ দাবীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছিল। তেওঁলোকৰ এনে দাবীসমূহে নেপালী জনসাধাৰণৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল। এনেদৰে জনপ্ৰিয় হোৱা দাবীসমূহৰ ভিতৰত নেপালীসকলক অনুসূচীত জাতি আৰু অনুসূচীত জনজাতিত তালিকাভুক্ত কৰা, নেপালী ভাষাৰ সাংবিধানিক স্বীকৃতি, নেপালী ভাষাক অধ্যয়নৰ এক বিষয় হিচাপে শৈক্ষিক অনুষ্ঠানবিলাকত অন্তৰ্ভুক্তিৰ স্বীকৃতি, জনজাতীয় সংৰক্ষিত আৱেষ্টনিত নেপালীসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সুৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা, ১৯৫০ চনৰ ভাৰত নেপাল চুক্তি খাৰিজ কৰা আদি।

নেপালী শিক্ষিত চামৰ নেতৃত্বত গঢ় লৈ উঠা সংগঠনবিলাকে এনে দাবীবিলাকত এইবাবেই অটল হৈ আছিল যে এইবিলাক কাৰ্যকৰীকৰণৰ জৰিয়তেহে নেপালীসকলৰ আৰ্থ-সামাজিক আৰু সাংস্কৃতি বিকাশ সম্ভৱপৰ হ'ব বুলি বিশ্বাস কৰিছিল আৰু যেতিয়াই এটা সম্প্ৰদায়ৰ আৰ্থ-সামাজিক আৰু সংস্কৃতি বিকাশ আৰু সুৰক্ষিত হ'ব তেতিয়াই সেই সম্প্ৰদায়ৰ স্বকীয় পৰিচয় আৰু সত্তা সুৰক্ষিত হ'ব।

নেপালীসকলে এনেদৰে তেওঁলোকৰ পৰিচয় আৰু সত্তাৰ সুৰক্ষাৰ আন্দোলন অসমত আগবঢ়াই নিছিল যদিও ই অসমৰ আনবোৰ নৃগোষ্ঠীয় সংগঠনে কৰাৰ দৰে একে নাছিল, কাৰণ এই নেপালীসকল অসমৰ প্ৰায় অঞ্চল সামৰি ব্যাপক ৰূপত সংস্থাপিত নাছিল আৰু সেয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি সম্প্ৰসাৰিত নহৈছিল। লক্ষণীয়ভাৱে অসমত অন্য আন্দোলনকাৰী সংগঠনবিলাক যেনেদৰে বন্ধ, ধৰ্ণা, পথ অৱৰোধ আদিৰ দৰে পন্থা লৈ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোকে আচল কৰি দিয়ে, তেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ পৰা নেপালী সংগঠনসমূহক বিৰত থকা দেখা যায়। নেপালীসকলে আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ জাতিটোৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ লগত জড়িত থকা দাবীসমূহ আদায় কৰাৰ চেষ্টা বৰ্তমান পৰ্যন্ত কৰি আহিছে।

এনেদৰেই এই নেপালীসকলে অসমত তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা স্বকীয় পৰিচয়ৰ আন্দোলন আগবঢাই নিছে আৰু আত্ম প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে বৰ্তমান পৰ্যন্ত নানা ধৰণৰ সময় সাপেক্ষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে।

দাবী উত্থাপন কৰিছিল। এই দাবী তেওঁলোকে এইবাবেই কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ আৰ্থ-সামাজিক দূৰৱস্থাই চৰকাৰী সেৱাত সংৰক্ষণৰ অবিহনে নিয়োজিত কৰিব নোৱাৰে। ভাৰতত যিহেতু অন্য পিছপৰা আৰু অৱহেলিত শ্ৰেণীসমূহে চৰকাৰী সেৱাত সংৰক্ষণৰ সুবিধা লাভ কৰিছে আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে উত্থাপন কৰি অহা এই দাবীৰ বৈধতা আৰু যুক্তিযুক্ততা আছে এই দাবীসমূহে এতিয়াও অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সংগঠনে স্মাৰকপত্ৰৰ জৰিয়তে বৰ্তমানেও এইবিলাক কাৰ্যকৰী কৰিবৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰি আহিছে।

একেদৰে নেপালীসকলে অসমৰ শৈক্ষিক আৰু বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানবিলাকত তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু প্ৰাৰ্থীৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ দাবীও সময়ে সময়ে কৰি আহিছে। সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক অনগ্ৰসৰতাৰ হেতু অভিযানিত্ৰক প্ৰতিষ্ঠান, চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান আৰু কৃষিবিজ্ঞান তথা পশু চিকিৎসালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়ন কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিব বুলি অনুভৱ কৰিছিল। এনেদৰেই এই বিষয়বিলাকত বিভিন্ন সময়ত নেপালীসকলৰ শিক্ষিতচাম আৰু সংগঠনবিলাকে দাবী কৰি আহিছে।

সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ আহ্বান আৰু নেতৃত্বত ১৯৭৯ আৰু ১৯৮৫ চনৰ মাজত হোৱা বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলনে নেপালীসকলৰ মনত উদ্বেগ আৰু উৎকণ্ঠা বঢ়াই তুলিছিল। সেয়েহে তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছিল যে আন্দোলনৰ নেতাসকলে বৈষম্যমূলকভাৱে নেপালীসকলক বিদেশী বুলি অভিযুক্ত কৰিছে। পৰিণতিত ভাৰতৰ বৈধ নেপালীসকল অন্য বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলৰ নিচিনাকৈ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। আন্দোলনকালীন সমছোৱাত নেপালীসকলে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰিছিল। ১৯৮১ চনৰ তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আমচুৰে দিয়া স্মাৰক পত্ৰত ইয়াৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিল।

এইক্ষেত্ৰত উল্লেখৰ প্ৰয়োজন যে বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলনৰ লগত জড়িত থকা নেতাসকলে ১৯৫১ চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ অসমত থকা অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক চিনাক্ত কৰি বিতাৰণ কৰাৰ দাবী কৰিছিল। যদিহে আন্দোলনকাৰী নেতাসকলৰ এই দাবী চৰকাৰে মানি লয় তেন্তে ১৯৫১ চনৰ পিছত অসমলৈ অহা এক বৃহৎ সংখ্যক নেপালী লোক বিদেশী হিচাপে চিহ্নিত হ'ব। এই বিষয়টোৱে নেপালীসকলক আৰু অধিক শংকিত কৰি তুলিছিল। নেপালী শিক্ষিতচামে এই ভিত্তিবৰ্ষৰ কোনো কাৰণতে নেপালীসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হোৱাৰ যুক্তি বিচাৰি পোৱা নাছিল। ১৯৫০ চনত স্বাক্ষৰিত ভাৰত নেপাল চুক্তি অনুসৰি ভাৰতৰ যিকোনো অঞ্চললৈ আহ-যাহত নেপালীসকলক কোনোধৰণৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন নহৈছিল। ১৯৭৬ চনৰ সংৰক্ষিত অঞ্চল অনুমতি অনুসৰিহে ভাৰত চৰকাৰে নেপালীসকলৰ উত্তৰপূৰ্বাঞ্চল আগমনত অনুমতি বাধ্যতামূলক কৰিছিল। সেয়েহে তেওঁলোকে এই যুক্তি দৰ্শাইছিল যে নেপালীসকল অহাৰ সময়ত যিহেতু প্ৰৱেশৰ অনুমতি প্ৰয়োজন নাছিল আৰু মানুহখিনিয়ে যিহেতু এই অঞ্চলত যথেষ্ট সময় অতিবাহিত কৰিছে সেয়েহে তেওঁলোক এই অঞ্চলৰ স্থায়ী বাসিন্দা। গতিকে ১৯৭৬ চনক নেপালীসকলৰ বিতাৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব লাগে বুলি যুক্তি দাঙি ধৰিছিল। এই ভিত্তিবৰ্ষ তেওঁলোকে যথোপযুক্ত ৰূপত কাৰ্যকৰী হোৱাটো বিচাৰিছিল যাতে

of immigration into North-East India. One such fiction is The Point of Return, a novel by Siddhartha Deb, in which the author narrates the troubled history of his homeland, seen through the eyes of a young man whose father fled East Pakistan (present Bangladesh) and moved to a northern hill town (presumably Shillong) in the neighboring Indian state of Assam during the time of partition. The novel designs a study of the historical context of the fractured relationship between tribes and non-tribes, and the resultant violence, uprootedness, alienation, and the continued memory of injustice and loss. The novel depicts the unhomely condition of the Bengali immigrants displaced by the Partition and ethnic violence in the Northeast region.

The novel is about the Dam family and their many trials and tribulations in their adopted homeland. The story is narrated by Babu, the son of Dr. Dam, a Hindu Bengali who is also a practicing veterinary doctor. Babu's father was still a school student at the time of the partition. Their family had lived for generations on a farm in East Pakistan. However the bloodiest civil wars caused by partition forced the Dam family to move to and settle in the neighboring northern hill town in the Indian state of Assam. Later, Dr. Dam became a civil servant and worked as a veterinary doctor in a local government department. Trained under the British and driven by Nehruvian nationalism, Dam soon became a significant figure in local government, organizing farmers' cooperative movements and working out programs for the efficient harvesting and distribution of milk and crops. With his innate sense of decency and his unwillingness to abuse his position for personal gain, Dam devoted all his life for the upliftment of the tribal people of the region. But his struggle to implement much needed reforms in the civil services and his attempts to build a home for himself were thwarted by prevailing corruption and ethnic hostilities.

The story of the Dam family discloses the plight of countless immigrants of partition who failed in their search for a stable and secure home and were forced to remain peripheral by a citizenship machinery leading a uncertain life with a paranoia of being 'outsiders'. Dr Dam first experienced this paranoia when Indian Central intelligence officers suspected him as a foreign spy when Danish professors visited him. Dr Dam was also harassed as he, as the director of the dairy and veterinary department of the state planned a joint Indo-Danish dairy project. This incident makes him realize:

> …that paranoia was very much a part of the India he served so eagerly, and that the nation he imagined being shored up through the efforts of people like him was ultimately a for-

> tress, that everywhere around him new battle lines were being drawn and fresh groups of people were being defined as outsiders, borders bristling with barbed-wire teeth. (Deb 2002: 221).

The hill region where Dr. Dam tried to settle witnessed ethnic tensions in the 1970s when the local hill people started to become aggressive in their demand for new laws protecting their rights over land and resources from outsiders and settlers. The movement of self-assertion soon turned violent as the demand for a new state and expulsion of all 'outsiders'- Bengalis, Assamese, and Nepali- grew stronger. The so called anti-dkhar riots continued till the 1980s, forcing these people to leave Shillong and disperse to other states.

Dam's son Babu narrates his experience of displacement and terror in his hometown during the time of ethnic assertion of the local Khasi tribe and new boundary creation in the state of Assam. During this time there were widespread killings, strikes, assaults, forcing the non-tribes, especially the Bengalis, "…to read the landscape of our everyday lives in terms of new lexicon of outrage and fear sweeping through the town….dividing people into insiders and outsiders, laying down the rules of existence" (Deb 2002: 175-176).

During this time of ethnic tensions and tribal students' movements, Dr. Dam and Babu had to endure ethnic hatred and unprovoked assault from the tribal people in the very town that had been their home until then. Babu narrates in the novel how he went through all the sufferings due to the conflicts of Tribes and Non-Tribes. He records his experience how as a child he suffered physical assault due to these clashes. He recalls the time when he was called for an interview in Delhi, but was termed as a foreigner. He remembers how in the childhood days during a protest he heard the slogans like, "Go back foreign dogs, go back Bangladeshis".

Babu for whom the town was the only home he ever knew could not understand how people are suddenly divided between 'us' and 'them', how in the very town they called home, they came to be called 'Dkhar'-foreign dogs: "What this meant was that by some undefined process, the 'we' became composed exclusively of non-tribals, and the tribals who had been part of my life since the age of six faded away, joining groups of their own" (Deb 2002: 177). Babu remembers that many times he was beaten by the people for not being a tribal, for not speaking the same language they spoke, for having different features and colour complexions. He wondered, where his home was, Bangladesh, India or Pakistan. People like him were not accepted anywhere. There was no place which he could call home.

কৃর্তিমান বুদ্ধিজীৱিৰ মন্তব্যই অসমৰ শিক্ষিত তথা নেতৃস্থানীয় নেপালীসকলক উৎসাহিত আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল। শেষত তেওঁলোকৰ এই দাবীক বৈধ বুলি মানি লৈ ভাৰত চৰকাৰে সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তিৰে ভাষাৰ স্বীকৃতিৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰে।

ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যখনৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত নেপালীভাষাক আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা হিচাপে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবী কৰিছিল। এই দাবীও মূলত নেপালী ভাষা ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু বিকাশৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ স্বকীয় পৰিচয় ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থতেই কৰিছিল। তেওঁলোকে এনে দাবী উত্থাপনত এই যুক্তি দৰ্শাইছিল যে ভাৰতৰ আন অঞ্চলৰ বিশ্ববিদ্যালয় যেনে এলাহবাদ, কলিকতা, বেনাৰস, উত্তৰবংগ আৰু মণিপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি নেপালী ভাষাক আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা দিব পাৰে তেন্তে অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহতো এই সুবিধা উপলব্ধ হ'ব লাগে।

অসমৰ নেপালীসকলে উত্থাপন কৰা এই দাবী নায্য আছিল এই বাবেই যে ভাৰতৰ সংবিধানখনে সংস্কৃতি আৰু ভাষা সুৰক্ষাৰ নিশ্চয়তা প্ৰতিটো গোষ্ঠীকেই প্ৰদান কৰিছে। সংবিধানৰ এই মতকে বিবেচনা কৰি নেপালীসকলে কৰি অহা দাবীক স্বীকৃতি দি যথাক্ৰম গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৮ আৰু ১৯৬৫ চনত স্নাতক শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল। এনে দাবীৰ বাস্তৱ ৰূপ দেখি নেপালীসকলৰ শিক্ষিত চামে নেপালী ভাষাক মাধ্যম হিচাপে উচ্চ মাধ্যমিক শ্ৰেমীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে দাবী কৰিছিল। এই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ১৯৬৬ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম গোৰ্খা লীগে এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল।

এক বৃহৎ অংশৰ নেপালী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অসমৰ ভিন্ন উচ্চ মাধ্যমিক আৰু মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি আছে। তথাপিও এই নেপালী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনিক হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা নেপালী মাধ্যমত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই; কিন্তু ভাৰতৰ কলিকতা, পাটনা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ কিছুমান বিশ্ববিদ্যালয়ে নেপালী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা নিজৰ ভাষাত দিয়াৰ সুবিধা দিছে। সেয়ে এই অধিৱেশনে অসমৰ কৰ্তৃপক্ষক নেপালী ভাষাক এক মাধ্যম হিচাপে অনুমোদন দি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাত বহাৰ সুবিধা দিব লাগে। অৱশ্যে নেপালীসকলে দাবী কৰি অহা এই বিষয়টো আশীৰ দশকত গোৰ্খা সন্মিলনীয়ে পৰিহাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ অন্তৰালৰ কাৰণে আছিল যে এই দাবী যথোপযুক্ত নাছিল আৰু এনে দাবীয়ে অসমীয়া মানুহৰ মনত তিক্ততাৰ ভাব আনিব পাৰে আৰু এনে সম্পৰ্কই অসমীয়া মানুহৰ লগত নেপালী মানুহখিনিৰ সংঘাত বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। সেয়েহে উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শ্ৰেণীত অসমীয়া ভাষাকে পঢ়াৰ মাধ্যম হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। নেপালীসকলে এই দাবী পৰিহাৰ কৰিলেও অৱশ্যে নেপালী এক বিষয় হিচাপে নিম্ন শ্ৰেণীৰ পৰা উচ্চতৰ শ্ৰেণীলৈকে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীত অটল হৈ আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ এই দাবী আংশিক ৰূপত বাস্তৱায়িত হৈছিল।

এই দাবীৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ নেপালীসকলে কৰ্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰতো সংৰক্ষণৰ

সজোৰে দাঙি ধৰিছিল। এইক্ষেত্ৰত সুনীতি কুমাৰ চেটাৰ্জীয়ে তেওঁৰ ‘লেঙ্গুৱেজ এণ্ড লিটাৰেটাৰ অব মৰ্ডাণ ইণ্ডিয়া’ গ্ৰন্থত কৰা ‘অন্য ভাৰতীয় ভাষাবোৰ যেনে— সিন্ধি আৰু নেপালী অষ্টম সূচীত এই ভাষিকসকলৰ ইচ্ছা আৰু গুৰুত্ব আধাৰতে সংযোগ কৰিব লাগে। এনেবিলাক মন্তব্যই স্বাভাৱিকতেই নেপালী শিক্ষিত চামটোক উৎসাহিত কৰিছিল। এইক্ষেত্ৰত ১৯৬৭ চনত সিন্ধি ভাষাক দিয়া সাংবিধানিক স্বীকৃতিয়ে নেপালীসকলৰ শিক্ষিত চামক আৰু অধিক বদ্ধ পৰিকৰ কৰি তুলিছিল। এই উদ্দেশ্য সাৰোগত কৰিয়েই ১৯৭২ চনৰ ৩১ জানুৱাৰী তাৰিখে ‘সদৌ ভাৰত নেপালী ভাষা সমিতি’ দাৰ্জিলিঙত গঠন হৈছিল। এই অনুষ্ঠানটোৱে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নেপালীসকলৰ ভাষা আন্দোলনক আগবঢ়াই নিছিল।

এই সংগঠনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈ অসমত থকা নেপালী নেতাসকলেও তেওঁলোকৰ মানুহখিনিক সংগঠিত আৰু সংঘবদ্ধ কৰি আগুৱাই নিয়াৰ কামত অগ্ৰসৰ হৈছিল। এই নেতাসকলে বিবেচনা কৰিছিল যে যথাস্থানত নেপালীসকলক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হ’লে নেপালী ভাষাৰ সাংবিধানিক স্বীকৃতি হ’ল এক মৌলিক দাবী। এই স্বীকৃতিৰ দ্বাৰাহে নেপালীসকলৰ পৰিচয় অটুট থাকিব।

লক্ষণীয়ভাৱে নেপালী শিক্ষিতচামে তেওঁলোকৰ ভাষাৰ সাংবিধানিক স্বীকৃতিৰ বাবে ইয়াৰ উৎপত্তি সংস্কৃত ভাষাৰ লগত জড়িত বুলি যুক্তি দৰ্শাইছিল। সেয়েহে ভাৰতৰ অন্যান্য সংবিধান স্বীকৃত ভাষাবোৰৰ দৰে এই নেপালী ভাষাৰ সাদৃশ্য আছে। এই প্ৰসঙ্গত তেওঁলোকে নেপালী ভাষাক দাৰ্জিলিং জিলাত চৰকাৰী ভাষা হিচাপে প্ৰচলন উদাহৰণ আৰু কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভাগলপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তৰ বংগ বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহবাদ, বেনাৰস, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় আৰু মণিপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়া আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাৰ স্বীকৃতিৰ প্ৰসঙ্গ দাঙি ধৰিছিল। একেদৰে পশিমবঙ্গত, ত্ৰিপুৰা, হিমাচল প্ৰদেশ আৰু ছিকিম বিধানসভাই নেপালীভাষাক সাংবিধানিক স্বীকৃতিৰ দাবীৰে গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱসমূহ সজোৰে তুলি ধৰিছিল। এনেদৰে নেপালী ভাষাৰ সাংবিধানিক স্বীকৃতি এক বৈধ দাবী বুলি প্ৰতিপন্ন কৰি সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবী কৰিছিল।

নেপালীসকলৰ এই দাবীক আনকি এচাম অসমীয়া বুদ্ধিজীৱিয়েও সহানুভূতি প্ৰদৰ্শনেৰে সমৰ্থন কৰিছিল। সেই সময়ৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য দেৱপ্ৰসাদ বৰুৱাদেৱেও তেওঁলোকৰ দাবীৰ প্ৰতি সহানুভূতিৰে কৈছিল যে দেশ এখনৰ একতা আৰু সংহতিৰ বাবে ভাষা হ’ল এক বৈধ দাবী। নেপালী ভাষাক সাংবিধানিক স্বীকৃতি আৰু অন্তৰ্ভুক্তিয়ে ভাৰতৰ সাংস্কৃতিকো সমৃদ্ধ কৰিব।

একেদৰে অন্য এজন বুদ্ধিজীৱি অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তীৰ্থনাথ শৰ্মাদেৱেও নেপালী ভাষাৰ সাংবিধানিক স্বীকৃতিৰ বাবে সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল। ইয়াৰ সমৰ্থনত তেখেতে যুক্তি দৰ্শাইছিল যে সিন্ধীসকলৰ দৰে নেপালীসকলৰ এক বৃহৎ অংশ বিশেষকৈ দাৰ্জিলিং আৰু চিকিমত বসবাস কৰে আৰু এই মানুহখিনিয়ে ভাষাৰ সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাব লাগে। ইয়াৰ সমৰ্থনত আনকি ভাৰতৰ অন্য ভাষাবোৰৰ দৰে নেপালী ভাষাও সংস্কৃত ভাষাৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা বুলি মত ব্যক্ত কৰিছিল। স্বাভাৱিকতে অসমৰ এইসকল

Dr. Dam served his whole life the country and state considering it his own, but at the end was terrified at the point of gun by his head minister for not carrying out the schemes as per his wish and ultimately was threatened by such words, "corpse of one more foreigner will not make any difference."(Deb 2002: 12)

The issue of loss of identity of people like Dr. Dam and Babu is thus explored beautifully by Siddhartha Deb in this novel. Dr. Dam was forced out of what was to become East Pakistan after Partition, and was later to become Bangladesh. But he and other displaced East Bengalis could not find a place within that part of India where they served their whole life. Local tribes who wish to demarcate their own homeland and expel those who would contaminate their isolationist purity, were always after the lives of these Bengali people. Dr Dam tried to build a home for his family, but was frustrated at every turn, watching his conception of home being destroyed either by bad luck or the vicissitudes of bureaucracy, and was finally forced to move to Silchar to make 'a last-ditch attempt to find a resting place'. Babu's parents and grandparents travelled through East Pakistan to this eastern borderland of India in search of a new beginning. But the 'identity' they searched for and the 'home' they hoped to find in the new country was just a mirage.

In the section titled 'Highway Journey: 1984', the writer describes the long journey of Dr. Dam from the hill-town to Silchar in a truck carrying materials for the building of his house there. Babu, as a young little boy was excited to accompany his father on this journey because he "wanted to photograph the bridge and the shrine, the lime trees that appear in thick bunches on the hillside, the plains of Bangladesh that seem faraway and mysterious from the road" (Deb 2002: 41) at the border of the hill-state and Assam. However, Babu could not go on the trip at the last moment. This journey may simply meant an adventure for Babu; but for Dr. Dam this journey was one of the many painful events related to his failed attempts of building a house and finding a steady center in life. This journey yet reminds the bitter experience of the Bengali immigrants of their rootlessness. We see in the novel the Dam family moving from place to place, trying to take root and build a home. But though they carry traces of these diverse places, they remain rootless, ever carrying the burden of their migrancy.

The Point of Return can be identified as an autobiographical novel. This debut novel by Siddhartha Deb was published in 2002 and was widely acclaimed. The novel explores into the world of official corruption, ethnic violence and identity crisis of displaced people in the northeast India. The setting is an unnamed hill-town which is presum-

ably based on Shillong where Deb was born and grew up. Deb's own parents and grandparents, like the Dam family in the novel, came to the hill-town in undivided Assam when forced out of what was to become East Pakistan after Partition. In an interview with Shakti Bhatt, Deb admits to the personal element of his writings:

> …things were very precarious for me and my family in my youth, and writing was a way of understanding the things that were happening to me and to others around me… Ideas of home and belonging are complicated, and much of my fiction explores these complications. (Bhatt 2006).

The Point of Return is not written in a chronological order. The first part 'Arrival' which forms almost half of the novel is written in reverse chronological order, starting in 1987 and finishing in 1979. The headings of the four parts draw attention to the novel's theme: Arrival, Departure, Terminal, and Travelogue. Because of the fragmentary nature of the novel, the main story is not always easy to follow. However, the novelist was successful in projecting the situation of displaced Bengali minority in the Northeast. The novel succeeds in its main aim to give a voice to the dispossessed; those '50,000 people who fled in the night with bundles on their backs' (Deb, 2002: 184). The pain and hopelessness of an immigrant, the person who does not belong to anywhere, is expressed through the mouth of Dr. Chatterji that no matter how long they remain in their adopted home in the hills, they will remain foreigners forever. As he says: "We are a dispersed people, wandering, but unlike the Jews we have no mythical homeland. Nor do we have their achievements that would make the world recognize and fear us one day". (Deb 2002: 287)

The Point of Return thus aptly brings out the sufferings of the immigrants in the land in which they lived their entire life from the very childhood. Siddhartha Deb, through his novel, renders his longing and pain for the past and love for his native place where he was termed as a foreigner, which troubles him up to the very end of the novel. He brings out the plight of the Bangladeshi people who suffered as their presence in the North Eastern States was opposed by the natives. Deb's own experience of fear and anxieties, pain of alienation, loss of identity and frustration of being rejected find fine expression through the narratives of Babu. Deb finally leaves his birth place hoping that it would become home to everyone in days to come: "I look at my birth place, knowing that I will never see it again. I want it to be home for everyone who lives there, for everyone to have a place in it, that cannot be lost or stolen." (Deb 2002: 304). ▸▸

স্বাধীনতাৰ পিছত অসমৰ শিক্ষিত নেপালীচামে তেওঁলোকৰ মানুহখিনিক অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ তালিকাভুক্ত কৰাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছিল। এই দাবী তেওঁলোকে আৰ্থ-সামাজিক দুৰৱস্থা আঁতৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰেই এই সময়ত উত্থাপন কৰিছিল। ইয়াৰ সমৰ্থনত আনকি সেই সময়ত অসম বিধানসভাত নেপালীসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি দলবীৰ সিঙ লোহাৰেও উত্থাপন কৰিছিল। তেওঁৰ প্ৰস্তাৱটোত এইবুলি উল্লেখ কৰিছিল যে অসমত বসবাস কৰা বৃহৎ সংখ্যক অশিক্ষিত আৰু দৰিদ্ৰ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ দুৰৱস্থা দূৰ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে।

লক্ষ্যণীয়ভাৱে সেই সময়তে ১৯৫৩ চনত ভাৰত চৰকাৰে কাকা কালেকাৰৰ সভাপতিত্বত পিছপৰা শ্ৰেণীৰ আয়োগ নিযুক্তি দিছিল। এই আয়োগে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ আৰ্থ-সামাজিক দিশ পৰীক্ষা কৰিছিল। অসমৰ নেপালী শিক্ষিত তথা নেতৃস্থানীয় লোকসকলে এই আয়োগৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ সম্প্ৰদায়ক অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীৰে এখন স্মৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল। আয়োগে তেওঁলোকৰ দাবী বিবেচনা কৰি পিছপৰা শ্ৰেণীৰ তালিকা প্ৰস্তুতিৰ কাম ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক অৰ্পণ কৰিছিল। কিন্তু অসম চৰকাৰে ষাঁঠিৰ দশকৰ মাজলৈকে নেপালীসকলক অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ তালিকাভুক্ত কৰাৰ পদক্ষেপ লোৱা নাছিল। ১৯৬৪চনত অৱশ্যে নেপালীসকলৰে কিছুসংখ্যকক অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীত তালিকাভুক্ত কৰিবৰ বাবে অসম চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছিল। চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তত নেপালী সংগঠনসমূহ সন্তুষ্টি লাভ কৰা নাছিল আৰু সকলো নেপালীকে অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনাইছিল। সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ১৯৮৫ চনৰ ২১ জুলাই তাৰিখে 'সদৌ অসম নেপালী ছাত্ৰ সন্থা'ই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এক স্মাৰকপত্ৰ দিছিল।

অসমৰ শিক্ষিত নেপালীচামে তেওঁলোকৰ এই দাবীৰ যথাৰ্থতাৰ বাবে আনকি সেইসময়ত পশ্চিমবংগ আৰু চিকিমৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ এই দুই ৰাজ্যত যদি নেপালীসকলক অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি হিচাপে স্বীকৃত হয়, তেন্তে অসমত সেই একেখিইন লোক অসমত কিয় তেনে সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। স্বাভাৱিকতে সেয়েহে এই নেপালীসকলে বঞ্চিত বোধ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ দুৰৱস্থা আঁতৰ কৰাৰ বাবে সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবিছিল।

নেপালীসকলৰ আন এক উল্লেখযোগ্য দাবী আছিল নেপালীভাষাক সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা। তেওঁলোকৰ এই দাবী স্বকীয় পৰিচয় আৰু সত্ত্বা ৰক্ষা কৰাৰ বাবেই প্ৰয়োজন বুলি অনুভৱ কৰিছিল। লক্ষণীয়ভাৱে নেপালীসকলৰ সংখ্যালঘু শ্ৰেণীৰ দাবীৰ দৰে এই দাবীও প্ৰথমে তেতিয়াৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ডেৰাডুনত পঞ্চাশৰ দশকৰ মাজভাগত আৰম্ভ হৈছিল। অৱশ্যে পৰৱৰ্তীসময়ত ষাঠিৰ দশকত নেপালীসকলৰ ভাষা আন্দোলন দাৰ্জিলিঙৰ পৰা হৈছিল।

নেপালীসকলে তেওঁলোকৰ ভাষাৰ সাংবিধানিক স্বীকৃতিৰ দাবীৰ নায্যতা প্ৰতিপন্ন কৰাৰ বাবে সংবিধানত উল্লেখ কৰাৰ বাবে সংবিধানত উল্লেখ থকা বিভিন্ন সম্প্ৰদায়সমূহৰ স্বকীয় ভাষা আৰু সংস্কৃতি ৰক্ষণাবেক্ষণ তথা বিকাশৰ ব্যৱস্থাৱলীৰ উল্লেখ কৰিছিল। নেপালীসকলৰ শিক্ষিত চামটোৱে এই দাবীৰ সমৰ্থনত খ্যাতনামা ভাষাবিদসকলৰ উদ্ধৃতি

আলোচনাৰ সমল :

বিষয়টো আলোচনাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰধানকৈ গৌণ উৎসৰ পৰা তথ্য আৰু সমল সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। এইক্ষেত্ৰত প্ৰধানকৈ বিভিন্ন গ্ৰন্থ, আলোচনী, পুস্তিকাৰ সহায় লোৱা হৈছে।

আৰম্ভণি : বৃটিছসকলে অসম অধিগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ৰ পৰা অসমলৈ নেপালী লোকৰ আগমন হৈছিল। অৱশ্যে ইংৰাজসকলৰ উপনিবেশিক শাসনৰ সময়ছোৱাত এই নেপালী লোকসকলৰ সংখ্যা কম আছিল। স্বাধীনতাৰ পিছত অসমত নেপালী লোকৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ তালনাত যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছিল। এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ সংখ্যা অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত পূৰ্বৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাইছিল।

এই নেপালীসকলে অসমৰ ভূখণ্ডত তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালভাৱে শিক্ষা দীক্ষাৰে জ্ঞান আহৰণ কৰি তেওঁলোকৰ মাজত এক শ্ৰেণীৰ সচেতন গোটৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এই সচেতন গোটটোৱে তেওঁলোকৰ আৰ্থ-সামাজিক সমস্যাৱাজিৰ বিষয়ত সচেষ্ট হৈছিল। আৰু সমস্যাৱাজিৰ সমাধানৰ বাবে স্বকীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ বান্ধোনেৰে ঐক্যবদ্ধ হৈ সমাধান কৰাৰ বাবে মত পোষণ কৰিছিল। এনে হোৱাৰ বাবেই নেপালীসকল সংগঠিত হৈ বিভিন্ন আৰ্থ-সামাজিক অনুষ্ঠান আৰু সংগঠনৰ জন্ম দিছিল। নেপালীসকলৰ এনে উল্লেখযোগ্য সংগঠনসমূহ আছিল ১৯৪৪ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা অসম প্ৰদেশ গোৰ্খা লীগ, ১৯৬৬ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা অসম গোৰ্খা সন্মিলন, ১৯৬৯ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নৰধ্বনি সংগঠন, ১৯৭৪ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নেপালী সাহিত্য পৰিষদ, অসম, ১৯৭৬ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা সদৌ অসম নেপালী ছাত্ৰ সন্থা আৰু ১৯৯৩ চনত জন্ম হোৱা নেপালী জন সংগ্ৰাম পৰিষদ। নেপালীসকলৰ এই সংগঠনবোৰে চৰকাৰৰ আগত তেওঁলোকৰ সমস্যাৱাজিৰ সমাধানকল্পে বিভিন্ন সময়ত দাবী উত্থাপন কৰি সাংবিধানিক নিৰাপত্তা বিচাৰিছিল যাতে এনে ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে অসমত বসবাস কৰা নেপালীসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হয়।

মূল বিষয়ৰ আলোচনী : নেপালীসকলে ভাৰতত পোনপ্ৰথমে তেওঁলোকৰ স্বকীয় সত্তা আৰু পৰিচয় ৰক্ষাৰ আন্দোলন পশ্চিমবংগৰ দাৰ্জিলিঙত আৰম্ভ কৰিছিল। সৰ্বভাৰতীয় গোৰ্খা লীগে ১৯৪৭ৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ত নেপালীসকলক সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰে। উক্ত বছৰতে এই সংগঠনটোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলক দাৰ্জিলিঙ জিলাক অসমৰ লগত সংলগ্ন কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰি এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল। নেপালীসকলৰ শিক্ষিত চামৰ এনে দাবীৰ অন্তৰালত আছিল যদিহে এই জিলাখন অসমৰ লগত সংলগ্ন কৰা হয় তেন্তে সাংগঠনিক কাম-কাজৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিব পৰা হ'ব। এই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে নেপালীসকলৰ শিক্ষিত সচেতন শ্ৰেণীটোৱে নেপালী ভাষা লোকসকলক দেশৰ অন্য প্ৰান্তটো সংস্থাপিত কৰাৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিল। এনেদৰে অসমতো সৰ্বভাৰতীয় গোৰ্খা লীগৰ উদ্যোগত ১৯৪৪ চনত তেতিয়াৰ অসমৰ শিলঙত অসম প্ৰদেশ গোৰ্খা লীগৰ জন্ম হৈছিল। এই সংগঠনটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৬৬ চনত অসম গোৰ্খা সন্মিলন নামেৰে পৰিচিত হৈছিল আৰু সংগঠনটোৱে সৰ্বভাৰতীয় গোৰ্খা লীগৰ দাবীক পূৰ্ণ সঁহাৰিৰে সমৰ্থন দিছিল।

Works Cited

Bhatt, Shakti. "An interview with Siddhartha Deb". Retrieved from http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-literaryreview/an-interview-with-siddhartha-deb/article3219217.ece

Bhatt, Shakti. "Against Forgetting". *Journal of Postcolonial Writing,* Vol. 42, No. 2 (2006), pp. 201-205.

Deb, Siddhartha. *The Point of Return. London: Picador,* 2002.

Errington, Jeffrey. "The Siddhartha Deb Interview". Published on December 6, 2010 in the Quarterly Conversation. Retrieved from http://quarterlyconversation.com/the-siddhartha-deb-interview

Gopal, Priyamvada. *The Indian English Novel: Nation, History, and Narration.* Oxford: Oxford UP, 2009.

Guha, Amalendu. "Language Politics in Northeast India: Background." *Linguistic Situation in North-East India.* Ed. Mrinal Miri. Shillong, India: North-East Council for Social Science Research, 1982. 1-4.

Pisharoty, Sangita. "A First Timer's Point of View". Interview with Siddhartha Deb. Retrieved from http://www.hindu.com/thehindu/mp/2002/09/26/stories/2002092600500100.htm.

Sarma, Arindam. "Migrancy and Memory in Siddhartha Deb's Novel The Point of Return". *Trans-Humanities,* Vol. 9 No. 1 (2016), pp. 129-50.

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-8 No.-1, January, 2021
PP 34–39

Margaret Atwood's *The Handmaid's Tale* and *Cat's Eye*: A Critical Study

Josephine Sangma
Research Scholar, Department Of English, Kohima Campus,
Nagaland University - 797004

Abstract: *Margaret Atwood is a writer in whose writing one sees characters being often isolated from the natural world which results in the inability to communicate, feeling the sense of helplessness and the inability to understand their place in natural order. In the novel The Handmaid Tale and Cat's Eye, Atwood firsthand shows the relation of past experience or memories affecting the present circumstances and that one cannot always put behind one's past, and how it will always have a haunting memories to be carried. Main characters of these two novels are shown as cold, lifeless due to the fact that they had to endure terrible circumstances in their childhood or in their past years. The protagonists were subjected to trauma and tortures which led them to turn out the way they are. These two novels are an excellent example of portrayal of women, where in The Handmaid's Tale;women are dominated by the unforgiving view of Patriarchy and its legacies where as in Cat's Eye, it's a story about childhood bullying and the trauma haunting her throughout the rest of her life. This paper follows and integrated methodology combining feminist and trauma theories*

Keywords: *bullying, trauma, hypocrisy, hypocrisy of religion, past memories, isolation.*

In both the novels *Cat's Eye* and *The Handmaid's Tale,* we see quite a few similarities though the respective plots are quite different. In both the novels, memories play an important part. It is the memories of the past through which protagonists try to find solace, regret and pain. In both the narratives we often see back and forth movement of

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-8 No.-1, January, 2021
PP 79–86

Movements for Assertion of Nepali Identity in Assam.

Rupeswar Sonowal
Asstt. Prof., Dept. of Political Science
Mariani College, Mariani-785634

Abstract: *Nepalis migrated to Assam and other north eastern states from Nepal, a neighbouring country, since the time British annexed the region to their empire. Though they are immigrants, they have now accepted by the local populace since these immigrants have integrated themselves to the life and culture of Assam; however at the same time they have retained their own identity. Of course, when the Nepalis came to the state were not much opposed by the natives, at certain places they were welcomed and even entered into matrimonial relations with local people. But, with the increase of Nepali population, rising pressure on land, contraction of employment opportunities and ascertain of ethnic identities by indigenous people the Nepalis faced various problems both in social and economic fronts. As a result, Nepalis resorted to movements to assert their identity at different times. This paper aims to study various movements resorted by Nepalis in Assam to carve their place, both in the government and administrative systems of Assam and fulfil their other demands.*

Key-words: *Nepalis migration, matrimonial relations, movements, immigrants.*

অসমত নেপালীসকলৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ আন্দোলন

আলোচনা পদ্ধতি :

আলোচনাৰ বিষয়টি পৰীক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে মূলত বৰ্ণনাত্মক আৰু বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।

her adolescence. Specifically, Aya recognizes of power divisions in her home and has desire to gain power. She loathes her mother due to her mother's power to manage the orphanage, and recognizes her father as an authoritative figure who, from distance, controls the large family. Since, Aya is frustrated by her own powerlessness, she forces power-harassment onto the infant. Furthermore, the fact that she is the only child, who is not an orphan, becomes a superiority complex, which drives her desire for power even more. The idea of transgression in *The Diving Pool,* thus, can be look upon in terms of rebellion against social order and self-consciousness of class struggle. It not only exposes the protagonist's sense of frustration and anger, but it gave her a sense of freedom and emotional release, which is a quintessential theme of the transgressive writing. ▸▸

Works Cited

Donath, Diana. *Black Romanticism in Postmodern Japanese Literature- The Works of Yoko Ogawa.* Edited by Aleksandra Szczechla, Silva Iaponicarum, 2012.

Foucault, Michel. *Language, Counter-Memory, Practise: Select Essays and Interviews.* Edited by Donald F. Bouchard. Cornell University, 1977.

Holloway, David. "Masochism in Contemporary Japanese Women's Fiction". ejcjs, Vol. 17, Issue 2, 2017. www.japanesestudies.org.uk/ejcjs/vol17/iss2/holloway.html.

Iida, Yumiko. *Rethinking Identity in Modern Japan: Nationalism as Aesthetics.* Routledge, 2002.

Mizuta, Noriko. "Women's Self-Representation and Transformation of the Body". *Josai International Review,* Vol. 1, No. 1, 1995.

Ogawa, Yoko. *Hotel Iris.* Translated by Stephen Synder, Vintage, 2011.

---. *The Diving Pool.* Translated by Stephen Synder, Vintage, 2009.

Ogawa, Yuko. "Healing Literatures by Contemporary Japanese Female Authors: Yoshimoto, Ogawa Yoko, and Kawakami Hiromi". *School Languages & Cultures,* Indiana, 2018.

Orbaugh, Sharalyn. *The Body in Contemporary Japanese Women's Fiction.* Edited by Paul Gordon Schalow and Janet A. Walker. Stanford University, 1996.

past and present where the present reminds the past. Both the novels open in the present time and as the novel progresses we get glimpses of the past that has shaped the present.

In the novel Cat's Eye, we have Cordelia who bullied the protagonist during their childhood and the resultant traumatic experience haunting the latter. In the novel we see that the protagonist Elaine never gets to fully get over her traumatic childhood of bullying, even though the bullying were not that harsh but matters of humiliation causing sense of inferiority which was enough for her to not forget those incidents. In all the parts of the novels we see Elaine trying to reconcile with the fact that she is doing so much better now and imagines meeting Cordelia in less favourable circumstances for her:

> …, I think of encountering her without warning. Perhaps in a worn coat and a knitted hat like a tea cosy, sitting on a curb, with two plastic bags filled with her only possessions, muttering to herself. Cordelia! Don't you recognise me? I say. And she does, but pretends not to. She gets up and shambles away on swollen feet, Old socks poking through the holes in her rubber boots, glancing back over her shoulder. (Atwood 6-7)

Elaine never gets to have the satisfaction of confronting Cordelia even later on about the pain and humiliation she had inflicted on her when they were children. It is said that childhood is the best time of one's life but for Elaine it was quite the opposite, escaping near death experience and getting blame when her parents came to know of it; Cordelia says, 'I think Elaine should be punished for telling on us, don't you'" (Atwood 193). Fear of being isolated and to feel the sense of belonging was what made Elaine to endure the bullying for so long. After her near death experience she lost all sense of emotions and feeling towards Cordelia and her other friends. We see throughout the novel Elaine being hollow and deprived of showing any emotion but always waiting for a chance to meet Cordelia again, whether to confront her about the past incidents or to come to an understanding and regretting for not doing it sooner when she had the chance. Even later on when Elaine reaches her middle age, she cannot still forget about Cordelia, she who is a painter now, tries to drop hints in her paintings, whom only Cordelia would understand but Cordelia never shows to her Art galleries. One can understand from such instances that traumatic incidents are quite unforgettable and they are never pleasant even if one dismisses it as harmless. Childhood bullying can be tormenting and traumatic which might affect people in different ways. Before Elaine meeting Cordelia and her friends she was a cheerful and carefree girl but after their friendship we see the

gradual decline in Elaine's feelings and she slowly shut away her emotions; even later in her life we never get to see her full bloom emotions and feelings to her husband and even on the occasion of her brother's demise. "Until we moved to Toronto I was happy". (Atwood 21)

On the other hand in *The Handmaid's Tale,* a dystopian novel that takes place in the near future where everything is controlled by orthodox Christian Theocracy. In the novel we never get to know the real name of the protagonist but she was renamed as Offred. Since the Republic Of Gilead is controlled by Theocracy and leans towards patriarchy, the oligarchy doesn't even bother to know the names of the women; they were just reduced to mere toolkit to bear children:

My name isn't Offred, I have another name, which nobody uses now because it's forbidden. I tell myself it doesn't matter, your name is like a telephone number, useful only to others: but what I tell myself is wrong, it does matter. I keep this name like something hidden, some treasure I'll come back to dig up, one day. I think of this name as buried. (Atwood 96)

The protagonist almost lost all sense of wonder and her past where it was once normal but sometimes she would have flashes of her past, sometimes she would dream about it. She once had a husband and a child and the thought of them sometimes was what made her get up out of her bed. The teachings of aunt Lydia at the red centre or so as they used to call it was drilled deep into her brains so much so that at every instance she would remember how the old lady taught the handmaids. The memories of her husband and her mother and the teaching of the aunt Lydia in the recent past keep flashing through her mind. For Offred whatever the situations she was in was too traumatic for her to forget, just like when she lost her job, when they got caught trying to cross the border or her time in the red centre under the watchful eyes of Lydia.

In both the novels we see the theme of hypocrisy of adults in *Cat's Eye* or religious hypocrisy in *The Handmaid's Tale.* For instance in the novel cat's eye, when Elaine still a child, overheard Mrs Smeath and Aunt Mildred discussing about her how her parents don't believe in God and even though they are encouraging Elaine to go to church with them, they think she won't last that long:

> She's learning her Bible, Grace tells me", Mrs Smeath says, and then I know it's me they are discussing… "They'll learn all that", says Aunt Mildred. "Till you're blue in the face. But it's all rote learning, it doesn't sink in. The minute your back is turned they'll go right back the way they were."… "What can you expect, with that family?" says Mrs Smeath. (Atwood 179-180).

behaviour. She feels that her mother "keeps talking out of breath" and does not "cast about for topics that would include everyone, preferring to talk about herself and her interests" from the moment, everyone sits down until the meal is over. (Ogawa 9) Looking at her mother, she feels nothing but cruellest sort of disgust. Her hatred towards her mother is outlined detailedly by Ogawa to show the complicacies of the mother-daughter relation and the significant break that follows thereafter. Aya concludes that her biological parents, her actual family are nothing more than "empty cans," they are tangible, but there is nothing in them. (Ogawa 9)

The protagonist's transgression stems from the failure of the need to see the protagonist's emotional and physical need which leads to her breakdown as the novel progresses. The effect of transgression in Ogawa's fictional narratives incites a strong emotional reaction, in that it deals with the everyday life of social oppression and dilemma as seen in the life of Aya, however, Ogawa gives us yet another reason for what drives her female characters to transgress. As Aya flips through a photo album, she realizes that none of the pages records her weight or length at birth, or contains the copy of her footprint or a picture of her parents and herself, a matter of fact that complicates her state even more. The protagonist's transgression as Hotel Iris, is meted out within the family and in order for herself to divest the frustrations, Aya, she bullies Rie, a one-year-and-five month baby, who is also the youngest orphan at the Light House. It happened on a Sunday afternoon when the church holds a bazaar, when Aya is asked to look after Rie. Aya takes Rie out in the backyard alone, let her stick a shovel into the mound, and watches her from a distance. Every five minutes, Rie stops and comes over to have Aya dust off her hands. Aya narrates that these repeated actions put her in a "cruel mood." As she settles into these feelings, she hides herself behind the kitchen door, leaving Rie in earnest cry, which even satisfies her: "Her sobs were violent, seemingly about to rapture something inside her, and they were satisfying my cruel urge. I wanted her to cry even harder." (Ogawa 26). By bullying a year-and-five-month-old baby, Aya takes her frustrations from home where she could not be the only child of her parents nor an orphan. By bullying the baby, she attempts to extinguish her motherhood in herself. Moreover, in another occasion, she takes Rie to her room and let her eat a rotten cream puff she brought four or five days earlier. That very night, Rie was admitted to the hospital.

The Diving Pool, could be read as a story of a protagonist who struggles to handle her nervousness and the discontent stemming from

novel shares a commitment to bringing to light the precarious position in which many young Japanese find themselves: lacking friends, family and a clear vision of the future.

The theme of the mother-daughter complex relationships and the psychological conflicts that results in the protagonist's transgression is further made implicit in *The Diving Pool* (2009). The novella narrates a story of a 17 year-old Aya, who grows up in an orphanage of a sect run by her parents. The protagonist's sense of dislocation and her sense of displacement, which eventually leads to her transgression, is heightened early at the beginning of the novella:

Sometimes, as I approach, the Light House appears fixed and acute, while I, by contrast, feel vague and dim. At other times, I feel almost painfully clear and sharp […] Either way, there is always irreconcilable between the house and me, something I can never get past. (Ogawa 9).

In focusing upon the psychological conflicts of the family and the protagonist's desire to be free from home and social oppression, like that occurred in Hotel Iris, Ogawa writes about the obstacles of the post-war Japan and the issues that crippled its way. Home, which is supposed to exude all physical and mental comfort become a hotbed of frustration and despair. As Aya remarks: "there are so many useless things in this world, but for me, the most useless of all is the Light House." (Ogawa 13) The only place where the protagonist can be herself is at the diving pool, where she sits and watches Jun from the bleachers at the edge of the diving pool. The diving pool in the course of the novella became some sort of "special place" for some inexplicable reason. It not only serves as a "personal watchtower," but a special place where she can be away from her home. (Ogawa 6) In all these, Ogawa highlights the failure and collapse of the Japanese family in which the word "family" and "home" is nothing more than a word (Ogawa 9).

Moreover, the family as portrayed in The Diving Pool, is not "normal" in the sense that there are no real father or mother figures. Although Aya has a biological parents, yet they are too distant for her to recognize them as her actual parents. As for her father, to Aya, he is an inaccessible figure like a dead person: "I gaze at the photograph of my father just as someone might gaze at the altar from the pew." (Ogawa 12) In addition to all these complicacies, there is not a scene in the course of the story where a father communicates with her daughter and vice versa. The lack of communication highlights yet another issue of the contemporary Japanese society during the bubble of the economy and thereafter. In addition to this, Aya is disgusted by her mother's

It's difficult to understand that what that poor child had to go through to be accepted by the people around her, she tried to blend in, went to church with them won so many medals in Sunday school but in the end she had to hear those things and that too from an adult. However, the cruelty and hypocrisy of Mrs Smeath didn't end there, in fact she knew everything about the other girls bullying and she feels that the child deserves it and she did nothing to stop it; being an adult and having bigger understanding than that of children didn't even bother to correct them, tell them that it's wrong and even when being caught she doesn't feel remorse:

"You don't think they're being too hard on her?" says Aunt Mildred. Her voice is relishing. She wants to know how hard. "It's God's punishment", Says Mrs Smeath. "It serves her right"… As is she can feel my stare she turns and sees me. Our eyes meet: she knows I've heard. But she doesn't flinch, she isn't embarrassed or apologetic. She gives me smug smile, with the lips closed over the teeth. What she says is not to me but to Aunt Mildred. "Little pitchers have big ears". (Atwood 180).

This incident made a huge impact in her lives and one can only understand that adults are not what they seem to be. Elaine could never forgive Mrs Smeath after that incident and she could never reconcile with her and all this can be seen in her painting where she drew Mrs Smeath in every possible awkward way that serves as a vengeance for her.

Next to them is Mrs. Smeath: many of her. Mrs Smeath sitting, standing, lying down with her rubber plant, flying, with Mr. Smeath stuck to her back, being screwed like a beetle… Now I can see myself, through these painted eyes of Mrs. Smeath: a frazzle-headed ragamuffin from heaven knows where… I was unbaptized, a nest for demons: how could she know what germs of blasphemy and unfaith were breeding in me? And yet she took me in.

Some of this must be true. I have not done justice, or rather mercy. Instead I went for vengeance. (Atwood 404-405).

On the other hand in The Handmaid's Tale we see the hypocrisy in religious belief or faith or whatever the Republic of Gilead believed in. On one hand we see the doctrine of the Old Testament being followed so religiously but in such a way that it benefits them only so that they can exercise their power. They overlook the fact that Christianity preaches about love but they made it such ways that it serves only the men of the society. The portions of verses quoted from the *Bible* (Old Testament) were taken in such a way where it talks about childbearing as the only purpose of Handmaids:

It's the usual story, the usual stories. God to Adam, God to Noah.

Be fruitful, and multiply and replenish the earth. Then comes the mouldy old Rachel and Leah stuff we had drummed into us at the centre. Give me children, or else I die. Am I in God's Stead, who hath withheld thee the fruit of the womb? Behold my maid Bilhah. She shall bear upon my knees, that I may also have children by her. (Atwood 101)

What's most hypocritical about the Republic Of Gilead is that, they talk about banning of all immoral activities, sinful acts where like marrying more than once is sin and a punishable offence but the Commander himself keeps Handmaids to bear him children and sees them not as a human being but just a breeding machine. Any kind of affairs or immoral activities were not tolerated but the Commander had a special place where he can enjoy his lustful acts without being caught. The Republic is a place where the Commander is free to do anything immoral, the very thing he decided to wipe off when they created the this Republic world.

"It's a club?" I say.

"Well that's what we call it, among ourselves. The club".

"Well I thought this sort of thing was strictly forbidden," I say.

"Well, officially," he says. "But everyone's a human after all".

I wait for him to elaborate on this, but he doesn't. So I say "what does that mean?"

"It means you can't cheat Nature", he says. "Nature demands variety, for men. It stands to reason, it is part of the procreational strategy. It's Nature plan." (Atwood 250-251).

In both the novels protagonists try to find solace or reconciliation after facing all the worst. Elaine in Cat's Eye finally learned to let go and did not feel the end need to cling on the "friends" and that's where she learnt not to be dependent. Later even when she met Cordelia in her high school, she had some kind of upper hand over their friendship and she also learnt that Cordelia only showed her bossy nature because she herself was also a victim of bullying in a way:

Perdie, who's old enough to drink cocktails with the grownups before dinner although she's not supposed to do it in bars, curls up her mouth. "I think High school's bad for her", she says to Mirrie. "She's turning into a hardrock."She pronounces this word in a mocking drawl, to show that it's the sort of word she herself has outgrown. "Pull up your socks, Cordelia, or you'll flunk your year gain. You know what daddy said last time".

Cordelia flushes, and can't think what to say back. (Atwood 210)

However Elaine is still does reconcile with the fact on forgiving Cordelia and setting herself free. She could not get over the fact that

as a reflection of the reality that we live in. He puts forward the essence of transgression as "crossing", whether in a moral line or defying law. By crossing the boundary set by her mother within the dominion of home, Mari's transgression could be viewed in terms of her search for independent self even if it takes sexual afflictions and persecution on the other side. Through Mari's relationship with the translator, she is able to gain a sense of control, even if that means giving it away. She is able to confront her mother's dominance by shirking her duties and freely submitting to a different kind of pain. The relationship that Mari cultivates with the translator eventually is in direct opposition to her mother's wishes, but it gives her a sense of freedom and empowerment and maturity in an otherwise, unstable and powerless social position that reflect the contemporary state of Japanese youth.

The unfathomable fascination an old man exudes on a young woman, which leads to sexual dependency becomes crucial in the course of the novel. However, Ogawa is not without giving us a reason for her protagonist's indulgence into such behaviour. The novel serves as a reminder of the trial women who continue to face subjugation and domination within the realm of society. When she is with her mother, Mari feels powerless under the role of her domineering mother, who makes her drop by the school to work long, boring hours at the hotel. Mari also feels that her mother purposefully hurts her while doing her hair, yanking and pulling every hair in place:

She sits me down […] and takes hold of my pony tail, forcing me to keep very still. When she starts in with the brush, I can barely stand it, but I move my head even the least bit, she tightens her grip. (Ogawa, 16).

The idea of transgression in Hotel Iris, turns out to be a way of achieving personal freedom by crossing the limit even if it means willingly giving into some control. Argumentatively, if we look into the age gap difference between the protagonist and the translator, the translator would be the representative of the generation who experienced post-war rebuilding and affluence. He would be of the generation who participated in the rise of post-war education and the ideology and nationalistic discourse. Mari, in contrast, would be of the generation disillusioned by both institutions; she has neither education nor family. When the narrator dies, leaving Mari heartbroken, something else dies with him: a time now past, a time that has betrayed subsequent generations. In symbolic terms, the implications are hard to ignore. The text may be a critique of the precarious position in which Japan's young people finds themselves, the earlier generation having misled the younger generation. Nevertheless, the

sexual tastes into the novel's scene, it not only stirs Mari's curiosity, but also eventually obfuscate and illuminate into many aberrated activities in the course of the story. The shabby, unsightly old man of over sixty in a worn-out suit is a translator of Russian whom Mari finds fascinating in times during her distresses.

Hotel Iris could be classified as a tale of brutal romance between a man and a woman in a state of transgression. While conflicts and struggles substantially loom over a larger part of the narrative, sexual dependency and harassment could be one in which these elements were solely based upon. Once an obedient and submissive child, Mari's transgression goes far beyond making lies to her mother in dashing off to see the man who is a widowed freelance translator of Russian by trade. Fascinated and impressed by an aged hotel guest being abused as "a perverse swine" by a prostitute accompanying him, largely stirs Mari's curiosity. Mari finds his voice alluring, and envisions being reprimanded by the same voice that reprimands the prostitute at the restaurant. Mari muses:

It occurred to me that I had never heard such a beautiful voice giving an order. It was calm and imposing, with no hint of indecision. Even the word "whore" was somehow appealing. (Ogawa, 4).

For an inexplicable reason, Mari is drawn to the translator and the "command" in his voice. Although, the man has a bad reputation at Iris and is even said to have murdered his wife, Mari continue to submit to his command and responds to him with pleasure. She allows him to abuse her, spit at her, insult and humiliate her, moreover, kick, punch, whip her, tie her up and strangle her. Mari experienced all sorts of physical torture as the novel progresses, even to the extent of shaving her head and being scalded with cuts on account of meeting the old man's nephew. Although, Mari experienced such physical torture and sexual harassment at the hand of a man who is older than her, she is able to gain a sense of control.

Michel Foucault in his *A Preface to Transgression* recounted that:

Transgression does not seek to oppose one thing to another, nor does it achieve its purpose through mockery or by upsetting the solidity of foundations […] Transgression is neither violence in a divided world (in an ethical world) nor a victory over limits (in a dialectical world); and exactly for this reason, its role is to measure the excessive distance that it opens at the heart of the limit and to trace the flashing line that causes the limit to arise. (Foucault, 35).

Michel Foucault's rather poetic description of transgression insinuates that transgression does not aim to upset or disturb, it merely exists

she didn't help Cordelia when she asked for her help and she was always guilty about the fact that she never got to confront Cordelia about their childhood experience. This always made Elaine feel an emptiness in her even though she tried to get over the incidents by completely ignoring them and thought she would feel satisfied with such kind of revenge. But it was never so and therefore she regrets to not have confronted when she had the chance and in the end Elaine finally realises that Cordelia was never going to show up and there she needed to let go of Cordelia's memories:

I know she is looking at me, the lopsided mouth smiling a little, the face closed and defiant. There is the same shame, the sick feeling in my body, the same knowledge of my wrongness, awkwardness, weakness; the same wish to be loved; the same loneliness; the same fear. But these are not my own emotions any more. They are Cordelia's; as they always were. … I reach out my arms to her, bend down, hands open to show I have no weapon. It's alright, I say to her. You can go home now. (Atwood 419).

In The Handmaid's Tale, Offred tries to find solace in Nick, the Commander's driver. Though her meeting with Nick was supposed to be only for Serena Joy's demand to be fulfilled but as time progress she begins to form an attachment for Nick and she slowly forgets all about the plan with Ofglen to escape. Now she rather stays back and spends the time she could afford with Nick, take risk never before she would have dared:

The fact is that I no longer want to leave, escape, cross the border to freedom. I want to be here, with Nick, where I can get at him. … Such seriousness, about a man, then, had not seemed possible to me before. (Atwood 285).

Works Cited

Atwood, Margaret. *Cat's Eye,* Virago press, 1990.
Atwood, Margaret. *The Handmaid's Tale,* Vintage, 2010.
https://www.britannica.com/biography/Margaret-Atwood. Accessed 25th Jan. 2021
https://www.newyorker.com/magazine/2017/04/17/margaret-atwood-the-prophet-of-dystopia. Accessed 25th Jan. 2021
https://www.biography.com/writer/margaret-atwood
Lloyd, Anna. "A Study of Childhood Trauma and Bullying in Margaret Atwood's Cat's Eye",
https://lup.lub.lu.se/luurdownload? func=downloadFile&recordOId=4254688&fileOId=4254694, Accessed 25th Jan. 2021

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-8 No.-1, January, 2021
PP 40–47

Search for Female Identity in Temsula Ao's *Aosenla's Story* and Bhabendra Nath Saikia's *The Hour before Dawn*: A Comparative Study.

Pelhouneinuo Kiewhuo
M.Phil Student, Dept. of English, Nagaland University,
Meriema, Nagaland- 797004

Abstract : *Women's position in the society has not always been ideal. Many associate strength and masculinity with men while women are considered weak and dependent on men which greatly undermine their sense of identity. Since gender is a social and cultural construct, women's identity commonly perceived in society is not fixed. Temsula Ao's Aosenla's Story and Bhabendra Nath Saikia's The Hour Before Dawn narrates the stories of women protagonists who assert their identity by challenging the male perception towards them. Both the women defy patriarchal norms through a rediscovery of their 'self' which finally leads them to assert an identity of their own and emancipate them. This paper aims to study feminine sensibility of the two protagonists presented in respective narratives using comparative and psychological methods under the broad framework of feministic study.*

Keywords : *Patriarchy, Identity, Self, Defiance, Matriarchy, Independence*

Introduction

Aosenla's Story is written by Temsula Ao and published in the year 2017. Temsula Ao is a Naga poet, short story writer and ethnographer. This novel narrates the tale of a suppressed woman coming to terms with herself. As the story unfolds, Aosenla, the protagonist through flashbacks brings out the images of her youth when she had many aspirations but is married off much against her wishes to a

Kenzaburo Oe, one of the Japanese greatest literary author remarks, "One of the best secret of Yoko Ogawa's storytelling is that she gives expression to the subtlest working of human psychology in prose that is penetrating yet gentle." (Oe, 2010). The subtlety lies in the fact that most of her characters do not know what they are doing or why they are doing and behaving so. By bringing forth the idea of an acute description of her characters, she projects the alienated self-observation that is common in Japanese society.

Female transgression is one among other aspects that is very common in Ogawa's fictional art, which features characters that struggle with the societal norms and taboos. It is not incorrect to say that female transgression in Ogawa's art forces us to face the reality we are often conditioned to ignore or not to talk about. While the ultimate result relies heavily upon the transpose of various controversial issues and aspects, Ogawa's female characters find utmost exhilaration in doing so. However, Ogawa with her detail observation into her characters is not without a hint or reasons for the causation. The use of transgression in Ogawa's fictional realm is achieved through the use of language that is simple, minimalistic and yet penetrating. It appears not as something, which shocked or upset the readers. Instead, it could be viewed as a means to tell an often controversial story in an unconventional manner.

Hotel Iris (2011) narrates a story of a 17-year old Mari, who works as a general assistant in her mother's run-down hotel in a seaside. Like all her protagonist's quest for self in the face of trials and tribulations, Mari's transgression and her indulgence into sexual gratification is viewed in terms of her search for female self and her respite from her domineering mother who had taken her out of school:

After Grandfather died, Mother made me quit school to help at the hotel. My day begins in the kitchen, getting ready for breakfast…I find it painful to speak to people I don't know, and besides, Mother scolds me if I make a mistake with the cash register and the receipts are off. (Ogawa, 17).

Until this point, what we noticed is that Mari has never had a boyfriend or intimate contact with any man. Mari is presented as one of Ogawa's isolated female protagonists who has neither friends nor boyfriend. At the urging of her mother, Mari dropped out of school to help run the Iris, which, as the only hotel in the area that is not near the beach, has nothing going for it, sending Mari into a state of boredom. Mari's mother having cluttered her daughter within the dominion of the patriarchal structure, Mari's transgression begins as a way of defying such order. With the arrival of a man on the verge of being old with strange

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-8 No.-1, January, 2021
PP 72–78

Female Transgression in the Fictional Art of Yoko Ogawa

Semhayi Sapuh
Research Scholar, Department of English,
Nagaland University, Nagaland - 797004

Abstract: *The present article examines the idea of female transgression as represented in Yoko Ogawa's fictional art with special emphasis on Hotel Iris and The Diving Pool. It seeks to add dimension to better understanding of the author's take on the idea of transgression by looking at the contemporary Japanese society from socio-political and cultural perspectives. In examining the various issues and aspects leading to female transgression in Ogawa's fictional art, the article foregrounds the importance of female self and deconstruct the idea of patriarchy that holds ultimate power in societal order. Through the select close text reading of Ogawa's fictional art, it further analyses the various issues and problems that loom over a greater part of the author's fictional art in identity formation.*

Keywords: *transgression, crossing, patriarchy, identity, Japanese.*

Female Transgression in the Fictional Art of Yoko Ogawa

Yoko Ogawa (1962) occupies a prominent place in today's contemporary literature. She has written over twenty novels including novellas, short stories and essays most of which have been translated into English language. Her writings are mostly drawn from life experiences some of which are a reflection of the Japanese society especially women's roles within it. Ogawa's fictional narratives comprise of multifaceted approaches moving with understated grace between the acutely macabre, contemplation on the role of space and time, the surreal and grotesque, and the poignantly heartfelt as well as tragic.

wealthy but an egoistic arrogant man. Through her character, Ao depicts the rise of a woman from the ruins and taking in the reins of the household gradually discovers herself in the midst of challenging circumstances.

The novel The Hour before Dawn written by Bhabendra Nath Saikia describes the inner turmoil in a woman, Menoka, when her egoistic husband brings home a second wife. Menoka although initially shattered and fearful for her future, finds strength in her illicit relationship with a village outcaste Modon. Her disinterested demeanor throws off her husband into a state of confusion and frustrations, while Menoka herself sets off to restore order in her household. The novel ends on an optimistic note with Menoka discovering her identity and embracing herself with all her insecurities.

Suppression and Submission

Suppression is one dominant theme in both the two novels. As the stories begin, both the women protagonists are seen lost in their own thoughts preoccupied with the idea of marriage. Aosenla is sitting in the verandah of her house staring at the big house of her in-laws wondering how such an inanimate object could wield so much power. She enjoyed the little freedom of her own in her little house but once she is out of it she loses her identity:

But once she stepped outside its perimeter, she was no longer her own self; she was the wife of a rich man and the daughter-in-law of an influential family. She no longer had an independent identity. (Ao 2)

Aosenla remembers how as a young girl she used to dream of accomplishing something great after completing her studies but this never happened as her father married her off to Bendang who is from a reputed well-to-do family. Despite her protests, Aosenla had to submit to her family's wishes. Her mother who sympathizes with her daughter was as helpless as Aosenla herself as it is her obligation to support her husband in times like this.

Yet, the onerous task of pushing her daughter into such a household became her 'responsibility' because it was her husband's 'wish'. (Ao 9)

Aosenla's father blamed the education in the college for his daughter's defiance. He was of the view that girls need not study like boys as they would be married off to start a new life as a wife and daughter-in-law. Aosenla only realizes how her father treats her and her brothers differently. While he openly has fun and play with his sons, his relationship with Aosenla was very formal. Her brothers too were no different from their father. They do not seem to understand that Aosenla does not accept the marriage proposal and brushed off her re-

fusal saying that she would have to be married sooner or later. Aosenla's grandmother too admonishes her saying:

'…A woman no matter how educated or rich or well- placed, needs the protection of a man all her life. A man may be blind or lame or ugly, but he is superior because he is a man and we are women and helpless…' (Ao 18)

Aosenla feels cornered and threatened with nobody to understand her. Finally she relents and gives in to the marriage, all for the happiness of her parents. She was overtaken by a sense of resignation and defeat with no strength to protest anymore. To Bendang, now her husband, Aosenla is merely a commodity which he uses for the upliftment of his own image in the social strata. She is used like a bait to fish contracts from other elites. To add to Aosenla's sorrowful life, Bendang always intimidates her giving examples of his sisters who have studied in Delhi, wear fashionable clothes and hairstyles, know the latest dances and go on dates with foreign students in a way to remind her of her poor background. Aosenla always lived in fear of Bendang's parents who reside in the big house within the estate. One of the most excruciating pressure she has to face was her every pregnancy where her in-laws throng into her house hopefully expecting birth of a son and would leave with disappointed faces both the times when daughters were born to her. In order to find favor in their eyes, Aosenla herself silently hopes for a son forgetting that her daughters are her children too. Thus, intense pressure from her husband and his family makes it difficult for Aosenla to keep up with them. She finds herself unable to fit in and instead isolates and builds herself a wall where she feels little freedom.

Menoka in the Hour before Dawn is seen disturbed and troubled right from the beginning of the novel. Her husband Mohikanto brings home his second wife Kiron leaving Menoka devastated. Her agitated mind at the action of her husband is shown in her restless pacing up and down till midnight when everyone was fast asleep: Menoka drifted around restlessly, "now sitting, now standing, and now stepping in …" (Saikia 4).

Like Aosenla, she began to think back of her own marriage when she first stepped into her husband's home eleven years and three months ago. Mohikanto would boost of his wealth to Menoka, asking her to open the chest which is almost full of silver coins. The presence of a new woman in the house was a very dreadful thing for Menoka. She became aloof and lost in her own world occasionally. After the death of Jogeshwari, the mother of Mohikanto, Menoka along with her children were off to Rotnokanto's place, the brother of Mohikanto for the final

To conclude we may say that riddle and folk games are matted mathematical numbers and measuring units. They have dominance over the folk life. With the help of riddles and folk games, people start their first step of acquiring mathematical knowledge. Woody Guthrie defined folk music as 'music that folks sing'. In the same way, folk mathematics is mathematics that folks do with the help of game and riddles, without taking resort to paper and pencil. And thus in learning mathematics, riddles and folk games are mainstay. ▸▸

References

Bhowmik, Dr. Amal K. *Lokoganeet: Swarup o Baishistha.* Calcutta: Bestbooks, 2003 Print.

D' Ambrosio. *Ethnomathematics and its place in the history and pedagogy of mathematics,* 1985 Print.

Das, Dr. Dhiren: *Goalparia Loka Sanskriti Aru Lokogeet.* Guwahati: Chandra Prakash, 1994 Print.

Das, Asim : *Banglar Loukik Krirar Samajik Utsho.* Calcutta, 1991 Print.

Gafur, Md.Abdul: *Goalparia Sanskriti.* Guwahati: Bina Library ,2000 Print.

Webster's Third New International Dictionary (unabridged) and seven language dictionary (1976), Vol.p.882

Ans. Roof of the House

Amra panchjan bhai/ eksathey vaat khai

(we are five brother(s)/ always we eat together)

Ans. Fingers

Choi theng dui kaan/hi ba kar nakan!

(six legs, a pair of ears/ say who resembles it similar)

Ans. A Fly

Rajar betai pul dishey/ saat namunai rang disey/pulley nai kham/ kou sey naam?

(a bridge hangs over/ glittering with seven color(s)/ it has no pillar/ none is unfamiliar)

Ans. Rainbow

Aath haat panch kalla/ oktey bektey namaj porey/ sejda karey na

(eight hands, five heads/ offering Namaj and move / but bowing down never suit)

Ans. Zanaja Namaj

Even, in the following folk-lore, one can get the number-

Noi dorjai noi prahary/ churi koril ekjan

(nine watchmen at nine door/ one has stolen sure)

Ans: 9 Pores in Human Body

Besides riddles, there are some mathematics related games. Children play Rumal Khel. In this game they sit together in a circle, keeping their face towards it. One among them walks around holding a handkerchief. Children kept sitting knotting their eyes with a piece of cloth. They keep their heads down inside. Holding the handkerchief, the fellow encircles them, and tries to keep the piece of cloth at back of one of them. The fellow should place the piece of cloth at their back very silently so that they could not sense it. If the fellow turns around after placing the cloth at his or her back, and found him or her sitting, then he or she loses the game and has to have a stroke, and if he or she senses the cloth and run, then would be safe from hit. This game gives the notion of circle. This game is very popular among children of Dhubri district. Often children play a race knotting legs together. This is also a very traditional game. Children select their pair and bind each of their legs together and then un holing each other keeping their hand around their solders. This game gives the idea of one, two, three and a pair. Again there is a game called one leg race. A group of children play this game in their leisure time. They draw a line at starting point and an ending point. They bend their legs by knee and hold them by hands and start their race on their single leg to reach ending line located in 15 to 20 meter away. This folk game gives the idea of one too.

funeral rites as their grandfather too was staying there. However Mohikanto's threat to throw all of them out of the house permanently if they do not return home immediately terrifies Menoka and so she sends her eldest son Indro back to their house. The helpless nature of Menoka can be seen here when she has no option but to comply with the order of her husband as she would have nowhere to go or anything to eat if Mohikanto turns them out of the house.

Identity Formation and Assertion

Identity connects the individual to a broader social category, in which an individual associates himself or herself with. The process of identity formation is a never- ending process that goes beyond the onset of adolescence. It becomes more pronounced during the stage of youth when an individual becomes more concerned with a sense of self and formulating independent values and opinions that are distinct from that of their parents, background and gender.

Both the women, Aosenla and Menoka in these two novels are seen living in fear of their husbands as they are fully dependent on them for their survival. Initially they were suppressed and subjected to mental torments. However as the novels progress, there is the development of the two characters' persona. Aosenla in Aosenla's Story takes great interest in books and music and began to explore them whenever her brother-in-law, Sentinungsang, comes to her place along with his friends. She immensely enjoys their company as they share their various interests and would exchange and introduce their taste of music to each other. She even starts to help her cousin Imlirenla in preparation for an item in a variety show organized by the kindergarten school in which she teaches. Merentoshi, a friend of Sentinungsang too takes part in the preparation with his band for the instruments. However, a distant cousin of Bendang's mother falsely reported to her in-laws who start to accuse her alleging her infidelity. Aosenla was shocked over the misgivings and retorted that the matter would be settled not only among them alone but between their clans including Toshi's family as well since they have named him as her boyfriend. This reaction stunned Bendang and his family and they began to blame each other for believing in that woman who reported them. As for Aosenla she:

'…felt that she had taken an important step towards asserting herself and demanding due respect as an equal among them.' (Ao 41)

After that incident Aosenla decides to establish herself on an equal level with the rest of the family, especially his sisters. She underwent a complete transformation from a simple housewife to a modern woman. She starts applying makeup, lipstick and wearing the latest clothing which

caught the attention of many and gathered huge admirations. Her constant interest and efforts to educate herself also added more to her self esteem, :

By assuming this new persona, she began to believe in herself a little more… She took meticulous care to nurture her public persona almost like a weapon of self- defense … (Ao 42)

Bendang began to treat her more respectfully and stopped gambling and partying and even his business trips were reduced to a great extent. This changed behavior in him fooled Aosenla into thinking that she has finally won his love. However after she got pregnant again, Bendang returned to his old ways and was off on long trips even when she was having a hard time coping with the death of her third child.

Aosenla's elder daughter, Chubala, seems to understand her mother's sorrows and after having a heart-to-heart conversation with her, Aosenla found a new strength in herself. She learnt to become indifferent to many things which earlier caused her so much anguish.

Instead of being apologetic and timid, she assumed a 'couldn't-care-less' attitude, which surprised even her. It was almost like saying, 'It is my life and I am going to lead it in the way I want to.' (Ao 71)

This change in attitude again made her husband to behave more courteous towards her. Aosenla even decides to help out in the Orphanage Home which was run by Kilang. Her mother-in-law who notices all that is happening in her son's family provokes Bendang to control his wife but to no avail. Aosenla has already started to earn a name of her own outside the family and began to gather respect and admiration in the society. She now does not seek the permission of her husband to do anything, but instead chooses to do whatever she feels like.

It was true that earlier, the woman who was earlier merely his shadow, was now creating an identity of her own and was beginning to acquire a new status among his friends too. She was now being considered for important positions in civic organizations. (Ao 73)

The loss of her son during childbirth led to the discovery of new feelings as a mother. She now devotes her time completely to her two daughters who gave her new energy and motivation to carry on with her new transformation. She no longer slaved for husband but maintained a constant distance with him. Aosenla has gradually created a world for herself and her daughters without her abusive husband in it.

Aosenla takes control over the family as a matriarch when her husband becomes bed- ridden due to an accident. She began to look after the management of the household and her husband's treatment and ev-

in its pronunciation because both the words sound same. There is a riddle in English folk having same feature 'Seventy (seven tea boxes) were going to Calcutta by bus Forty (four tea) boxes were fallen down on the road. How many boxes were there?

Answer: 3 tea boxes

There are some riddles which can easily give the notion of numbers from one to nine. It has been observed and argued also that the education of primary level should be given in mother tongue. An extensive research that has been done over it shows that if the children be taught in first language (mother tongue) then they acquire the second language quickly. Folk culture is a rich heritage of human civilization. It has found that no folk culture of the world is incapacitated in rendering the first teaching on knowledge to children. There are some riddles habitually used by the folks of Dhubri district which can easily give the notion of numbers through fun and giggling. These are as follows-

Ekti tar matha /tar ekti asey haat/ai diye sey kortey parey jagat churnopat

(It has one head/ one hand too/ it can smash the earth with a boo)

Ans. Hammer

Ek ful fulishey kao nai chidaiya? Ek mara marishey kao nai kandeya? Ek bishna pari asey kao nai thakeya?

(a flower is blooming, there is none to pluck? A dead is lying down, none is beside to weep a lack? A bed is ready; there is none to slumber sharp)

Ans. Star, Snake and River

Ek mayer dui cheley/ keu kaokey dekhtey narey

(two offspring of same mother, yet envious to look at each other)

Ans. Eyes

Ek gashey ek fal/ paki asey talmol

(a fruit in plant alone/ ripen full in lone)

Ans. Pineapple

Ek bhai khalat/ek bhai dalat/ek bhai agalat/ tino bhair maran hoil ekei pagarat

(one in ditch/one at bough/one at edge of tree/all lay in man's trench)

Ans. Lime, betel leaf and nut

Uktaan buktaan/ kon bandhur tin kaan

(nay this nor that, who has three ears made in zest)

Ans. Paper Boat

Eit ghughur pith taan/ kon ghughur char kaan

(Joint together but a far/ who has four ear(s))

Tin Inche Babaji Gangajalat Bhase/Pasay uyar hath dile fick kori hashe?

(That floats in Ganga water dip/ Measured as three inch/ passes smile if leap)

Answer: Thread of the Illuminating Lamp (Salita)

(Janma kale Eto Chotto Mar Kole lukay/Boro hoye Ek Lafete dosh baro foot jay)

(Child, in thy mother's lap lie hid/jump over ten to twelve metre to lead)

Answer: Kangaroo

Elli gelong Dilli gelong/Gelong Kolikata/Estitionat dekhi ashlong tin kona pata?

(Visited so many places Dehi & Kolkata and many stations and many face/ Saw a food-stuff having triangular shape)

Answer: Parantha

Tin kon madhey gata/ Daikha daikha mare jata/Paay ki napay bukta aatay?

(Ditch hollowed of triangular shaped pot/make shot carefully in utter confusion/whether will get or not)

Ans: A triangular shape of Net for Catching Fish (Thelajaal)

Besides, the riddles are entwined with the numbers- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 etc. The digit zero has a significant role in riddle making. The total sense of void or emptiness is zero. People had realized the essence of Zero much before. To signify zero, the common folk of this region do use 'nai' (nil), 'bina' (zilch) etc and so these terms are very frequently used in the riddles. As for example:

Haat nai pao nai ,deshey deshey ghurey/taar avhab hoiley lok anahaarey marey

(neither have hands, nor foot but roams around countryside and nation/ lack of which causes starvation)

Ans. Money

Naam asey jinish nai/ kothai meley bolo bhai

(Though have name, but not exist in gist/ where do you find it)

Ans. Horse-egg (Ghorar dim)

Hattur Batali baish khan/chorey nilo tinkhan

(Hammer, Chisel, Axe (Baish)

Thief stole all three, how many have left?)

(Hattur is hammer. Batali is Chisel and Baish is Axe are two instrument used by carpenter. Thief has stolen three instruments)

Ans: 3-3 = 0

Baish means twenty two. Often people get confused of this riddle

erything else. Though Bendang hated the very idea he is now fully dependent on his wife needing her in his every move. The way she wisely handles a past relationship of her husband is greatly commendable. Aosenla learns from her maid that her husband had impregnated a young girl who is the cousin of her mother before marrying Aosenla and then refused to claim the child. The unfortunate mother who refused to raise the baby goes to Assam and settles there after getting married. The orphan grows up but falls into bad company and she too gives birth to a baby without getting married. She eventually dies leaving the new born in the hands of her great-grandparents who are now too old to take care of her. The maid has brought the news to Aosenla in order that the child may survive. Though shocked initially Aosenla takes stock of the situation calmly by keeping the baby in Kilang's Orphanage Home which was later claimed by the grandmother from Assam.

Towards the end of the novel, Aosenla realizes that her true self is not one trait alone but an amalgamation of all the different selves which she has developed according to the demands and expectations of the circumstances around her. She compares herself to the big old house which though a symbol of authority and invincibility has faded yet held on to its identity. And she too like the house has always remained true to her own self. The novel finally ends on a note of fulfillment:

Aosenla might one day realize that her search for her true self has, ironically, been a long process of subversion of that self by the circumstances around her…She is at last at ease…She is content. (Ao 203)

On the other hand, the protagonist Menoka in The Hour before Dawn gets into an illicit relationship with Modon who is a thief and a village outcast. While Aosenla finds recognition through her personal makeover, Menoka finds strength in her affair which is a secret to all except her eldest son Indro. With a man beside her, she no longer needs her husband and in fact her authoritative attitude infuriates Mohikanto when he can no longer control her like in the past. When Indro tries to help Modon in robbing his own father of his wealth so as to humble him, Menoka caught them and admonishes her son not to do such a thing. She reflects:

There was no need for him to emasculate her husband by robbing his wealth. What really mattered was that she was beginning to discover hidden strengths within herself...She was starting to take an interest in the working of the mill… (Saikia 63)

She refuses to be subjugated by her husband and goes to Rotnokanto's house when a major funeral rite of her mother-in-law was to be held at their home, Menoka retorts back to Mohikanto that she

has much better things to do than to answer those visiting them as a co- wife. For eleven long years she had been silently taking in everything whatever her husband does but now after his remarriage, she no longer provided or care for him. When Mohikanto learns of her pregnancy, he was shocked since she has not allowed him to touch her even once after his second marriage. He one day asks her to come to the mill and confronts her if it is true to which she replies

'But why should I suffer alone? What have I to gain from it? Simply suffer until I'm dead...I put up with a lot these eleven years, doing everything that you pleased. But suddenly, out of the blue, you fetched home this young woman and started sleeping with her without a care for me- or for my four children. After all this, should I still be a Sita or a Sabitri? Should I fill my parting with the dust of your feet in the hope of salvation?' (Saikia 132).

Menoka, who is living in the old house along with her children, is now almost free to do whatever she wants with no obligations towards her husband. She engages herself actively in the household chores, helping out Bhodrokanto her brother-in-law in the construction of his new house, and then taking full charge over the marriages between Bhodrokanto and Shailabala, Modon and Poornima. She is a strong woman standing not only for her own rights but also protecting the lives of other women as well. When she learns from Poornima that Mohikanto tired to assault her, Menoka took stock of the situation and marries her off to Modon so that the young girl's future is not marred. She also constantly advises Kiron to leave for her parents' place and rest during her later stage of pregnancy till the delivery. It is all out of sheer concern that she extends her helping hand to the other women who are in distress like how she was once.

Menoka earns the respect of her father-in-law Ghonakanto who is also weary of his son Mohikanto's living. The old man after the death of his wife has become totally absorbed in himself and has not much contact with the outside world. Before his death, he entrusts all his money to Menoka and tells her to give it to Bhodrokanto and Indro at the right time. This gesture of the old man who has not much time in hand only portrays the role Menoka has played the role of a dutiful daughter-in-law. Unlike Aosenla who faces criticism and oppression from her husband's family, Menoka did not go through such ordeals.

Indro, who has gone to Kolkata for his studies usually return home for his vacations and on one such visit, Menoka tells her son who in his letters once confronted her about her illicit relationship: '…What I have thought, what I have done, is right…I'd rather let go of you, than

Or $x + 4y + 20z = 80$ ----------------------------(ii)

$3y + 19z = 60$ -----------------------------------(iii)

Multiplying (i) by 3 we get

$3x + 3y + 3z = 60$ ------------------------------(iv)

Equating (iii) & (iv) we get

$3x + 3y + 3z = 3y + 19z$

Or $3x = 16z$

Or $x/16 = z/3$

i.e $x = 16$ and $z = 3$

putting the value of x and z in equation (i) we get

$y = 1$

So, the number of goats are = 16

Number of cow is = 1

& the number of buffaloes are = 3

Aakashat hene parlo shuri/ bet kata gelo aarai kuri

(a sharp something fall (s)/ cut off all (half of hundred))

Ans. Razor

From this riddle it is very obvious that people in initial time of human civilization could not count further after twenty (kuri). Twenty was the largest digit. For more, the common folk just made it double or triple. Aarai means two and half that means two twenty and half of twenty (20+20+10=50).

Dui kuley jaal feley/ ek kuri dui cheley/ mash jadi jaley asey/keu kadey keu hasey

(net on both the edges mere/ twenty two player(s)/ if fish get into net/ half become happy half sad)

Ans. Football

Aashey jato aasbey tato/tar ardhek tar ardhek/aapnakey niye eksato/ taholey ashsey kato?

(How much it comes, it comes again/ half of it and again half of same/ hundred it becomes including you/ add the sum within a minute few)

The above riddle can be solved by applying Algebraic equation as-

$x + x + x/2 + x/2 \cdot 1/2 + 1 = 100$

0r $x + x + x/2 + x/4 + 1 = 100$

Or $(11x+4)/4 = 100$

Or $11x + 4 = 400$

Or $11x = 400 - 4$

Or $x = 396/11$

Or $x = 36$

So, the total number of men = 36

Ans. Panchanon 55

If this riddle divulge into numbers, it gives a number that is 55 (3x13+12+4=55). The utterance of fifty five in local dialect is panchanna. Often male folks are found in the society having the name Panchanan. Here in this riddle the bride is going to her father's house alone after marriage. She comes to a river bank to get up in a boat to cross the river. The boatman asks the bride her husband name. Since it is not customary to utter husband's name, so; she contrives this riddle to let him know of her husband's name.

Siki Aadhuli nata/taaka habey tinta

(Twenty five and fifty penny together is nine/ becomes three rupees fine)

The puzzle can be solved mathematically as follows-

Let the number of Sikki (twenty five paise) be = x

Number of Adhuli (Fifty Paise) be =y

As per 1st condition

$x + y = 9$ ---------------------------------(i)

As per 2nd condition

$25x + 50y = 300$

Or $x + 2y = 12$ -------------------------(ii)

Subtracting (i) from (ii) we get

$y = 3$

Putting the value of y in equation (i) we get

$x = 6$

So, the number of Sikki is = 6

And the number of Adhuli is = 3

Sikai ChagolTaakai Gai?Panch takatey Moish pai/ Kuri takai Kuri jib/ Kintey pathalo Sadasiv

(Goat in twenty five paise /cow in a rupee/ buffalo in five rupees/ twenty animals in twenty rupees sure/ Sadasiv sends me to procure)

This riddle can be solved applying the algebraic equation of mathematics which is as follows-

Let the number of goats be = x

Number of Cow be = y

& the number of Buffalo be = z

As per 1st condition

$x + y + z = 20$ ------------------------------------(i)

As per 2nd condition

$25x + 100y + 500z = 2000$

my principles…' (Saikia 283)

Like Aosenla who as a mother pitied her husband's child, Menoka also took all the three children of Kiron under her own care after the death of the latter in Kolkata. She also makes up her mind to send her illegitimate son to live with her husband as she is also taking care of her husband's children. She remarks: '…Everything should be equal- be it peace of mind or suffering.' (Saikia 332).

Conclusion

Thus it can be seen from the two novels, Aosenla's Story and The Hour before Dawn, that both the women protagonists, Aosenla and Menoka, seek to assert an identity of their own. Though Menoka has long established herself as an independent woman as soon as her husband remarries, Aosenla, on the other hand realizes her true self only towards the end of the novel. Both of the women have, in the end, found a form of release through their open defiance of the oppressive patrirchal norms and the challenges they had to face while being a part of society. ▸▸

Works Cited

Ao, Temsula. *Aosenla's Story.* Zubaan: 2017.

Marcelin, Marleine. "The Woman In the Mirror: Female Identity Development in a Cross-Cultural Context." *Hofstra Papers in Anthropology.* Vo. 7, Article #2. (2012). Retrieved from https://www.hofstra.edu/academics/colleges/hclas/anthro/hpia/hpia-marcelin.html

Saikia, Bhabendra Nath. *The Hour before Dawn.* Penguin India: 2009.

"Women and Identity: Modernization and the changeover to market economies have mobilized some indigenous women and left others st." Cultural Survival Quarterly Magazine. (1991). Retrieved from *https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/women-and-identity-modernization-and-changeover-market*

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-8 No.-1, January, 2021
PP 48–53

Quest for Identity in Manju Kapur's Difficult Daughters

Riazul Hoque
Associate Professor, Deptt. Of English,
Rupahi College, Rupahi, Nagaon - 782125

Abstract: *Manju Kapur has joined the growing number of women writers from India on whom the image of suffering but stoic woman eventually breaking traditional boundaries has had a significant impact. The life women live and struggle under the suppressive mechanism of a closed society is reflected in the writings of women writers in the post-colonial India. With this fabric as the backdrop Manju Kapur has knitted her novel Difficult Daughters. The aim of this paper is to portray how the contemporary women face problems in society in their struggle for self-realization. The paper studies women issues as portrayed in Difficult Daughters following feminist theory.*

Key Words: *Identity, patriarchal, periphery, feminist, stereotyped*

For centuries, women have been denied full justice in respect of economic, social, political fields. They have been defined as marginalized creatures and viewed as appendages to men. The main argument of Simone de Beauvoir's The Second Sex is that in patriarchy women have been forced to occupy a secondary position in relation to men, a position comparable in many cases to thta of racial minorities inspite of the fact that they constitute the half of the human population. Man considers himself subject and absolute and woman is the other:

She is called "the sex", by which is meant that she appears essentially to the male as a sexual being. For him she is sex-absolute sex, no less...., she is the incidental, the inessential as opposed to the essential. He is the subject, he is the absolute, she is the other. (Beauvoir 16)

Feminists emphatically insist on the importance of women becoming aware of themselves as individuals and shaping their own destinies

an unknown object in order to inspect the ingenuity of the hearer or reader. The Encyclopaedia Britanica explains that riddle is deliberately an enigmatic or ambiguous question requiring a thoughtful and often witty answer. It is a form of guessing game that has been a part of the folk lore of most cultures from ancient times. From these definitions we can easily make an inference that riddles are the product of the common folks who have long experiences on life. It is purely based on difficulty. Therefore, tricking is one of outstanding features of best riddles. The best riddle is that which uses language to puzzle the reader by providing an enigma. The common folks of Dhubri district use some conundrum riddles in their day to day activities which give numerical sense to children as well. Children can easily come across such riddles while playing and gossiping with friends and kin, and thus get the sense of mathematical number and calculation. There are some riddles which are directly connected with mathematics. These can be roughly divided in ten parts:

(1).Counting and Economical Riddles (2) Coins and Denomination (3) Codes and Symbols (4) Counting and Numerals (5) Algebraic Equation and Solution (6) Mathematical Equation (7) Measurement and Units (8) Geometrical Thoughts and Terms (9) Dialogue (10) Counting of alphabetical letters.

The oral mathematics originated much before the institutionalized education. The common folks of the villages still keep and do their day today addition and division orally. Consequently, the practice of forming and saying riddles came in vogue. The riddles that often use by the people of Dhubri district are as follows-

Chengra bela char pao/ jowan hoiley dui pao/aar bura hoiley teen pao/key kon tini?

(Four foot at infancy / two at adulthood/three at old age/who is that?)

Ans. Man

This riddle signifies the journey of man from infancy to old hood. In childhood people use to saunter using both hands and legs. When the child gets youth, he uses to walk using his two legs and in old age he needs a stick. Therefore, this riddle wraps the whole phenomena of man's journey on this earth by using only three numbers two,three and four.

Teen tero,moidhey baro/char diya jog koro/mor swamir ai naam/ paar kori den naiwar jaang?

(three thirteen with twelve in amid though/ make the plus with four/ this is my hubby's name/take me to Mom's lane)

tries to understand the folk games and riddles based on mathematical rules especially of char areas of Dhubri district in the light of Folk Mathematics.

Key Words: *Folk Mathematics, Digit and Shapes in Folk Games, Primary Lesson of Mathematics in Hinterlands*

Mathematics is regarded as neutral and culturally free discipline. It is always taught in the schools, and students always took this subject as tough one. It is never ever added to culture. It is always considered as culturally free subject. It always demands students' serious involvement to learn universally accepted facts, concepts, contents and formulae. It is virtually a subject consists of a body of knowledge of facts, Frankanstein argued that the pervasive view of Mathematics is Eurocentric, and thus views on Ethno Mathematics i.e Folk Mathematics gets started emerging.The term Ethno Mathematics (Folk Mathematics) was coined by D' Ambrosio (1985) to describe the mathematical practice of identifiable cultural groups and may be regarded as the study of mathematical ideas found in any culture. D. Ambrosio (1990) defines Ethno Mathematics as follows-

"The prefix ethno is today accepted as a very broad term that refers to the social cultural context and therefore includes language, jargon and codes of behaviour, myths and symbols. The derivation of mathema is difficult, but tends to mean to explain to know, to understand and to do activities, such as ciphering, measuring, classifying, inferring and modelling. The suffix tics is derived from techne, and has the same sort as technique." The term Ethno and Folks are very complimentary term. The Ethnocentric study is based on an identifiable cultural groups of people and Folk according to Webster's Third New International Dictionary, is the "great proportion of the members of a people that determines the group of character and tends to preserve its characteristics form of civilisation and its customs, arts and crafts, legends, traditions and superstitions from generation to generation." Summarily, people in a group carrying and nourish their culture and tradition and handed down to next generation owing as legacy is called Ethnic. People lives in plain and in riverine areas of Dhubri district continue to have certain riddles and games which have got mathematical dominance.

Riddle is one of the branches of Folk Mathematics. A riddle is a puzzle or joke in which one asks a question which seems to be nonsense but which has a clever or amusing answer. German folk scientist Friedreich Geschichte has said that riddle is an indirect presentation of

by assertiveness and self-confidence. Manju Kapur's Difficult Daughters tells about the predicament of a young woman who is enlightened enough to wish to reach beyond the boundaries of her home and long for her own space, yet not liberated enough to know how to go about it without hurting others.

Alka Singh analyzes Difficult Daughters in an article entitled "Exploring Possibilities beyond Traditions: Manju Kapur's Difficult daughters", and writes:

Manju Kapur's Difficult Daughters makes an absorbing reading and pushes the reader to break through the silence of suffering Virmati, who is seen struggling with her desires for education and illicit love in the face of hardship that threaten to destroy her inner self. (133)

Indira Bhatt has analysed this novel in her article "Marriage- the Summum Bonum of Woman's Life: A Study of Manju Kapur's Difficult Daughters" as, "Manju Kapur, yet writing in 1998, presents a woman who considers marriage as the journey's end of her life- marriage and her place in the master bed room" (124). She again comments that "Manju Kapur does not effectively perceive the realities of the protagonist's existence from the inside, her dependence, her own created captivity" (130).

Keeping in mind the above discussion, Kapur's Difficult Daughters is analyzed here from the stand point of post-colonial feminist theories put forwarded by various feminist critics. Manju Kapur's Difficult Daughters is a novel where a woman bound in tradition seeks to satiate her unsuppressed desires and is ultimately devoured by pain and isolation. It delineates the sad tale of Virmati, the main woman protagonist in the novel and throws light how lack of love, security and emotional support in her early life make her rebel against the social codes of conduct. At an early age, Virmati is entrusted to look after her brothers and sisters and to assist her mother in the nourishment of the family. She is burdened with the domestic responsibilities. She wants to pursue her education further, but her parents intend to marry her soon.

Relation between mother and daughter does not allow Virmati a separate identity and an independent existence. Virmati is bound to rebel against this suppression. She is forced to go against the patriarchal society where mothers also act as agents of oppression. One can find yearning in Virmati for self expression and self identity. The first sign of deviation from the conventional thinking is evident in Virmati when she meets Shakuntala, her first cousin. Virmati is inspired by the dynamic personality of Shakuntala. It is Shakuntala who has sown the seed of aspiration in the tender and fertile mind of Virmati. Feminists want to

unite all women-black or white, working or non-working, of lower or middle class. But, as Juliet Mitchell and Oakley observes:

The concept of sisterhood means much more than sharing work or responsibility. It involves a redefinition of the value and status of personal experience. The personal becomes the political; that is, the nature of women's oppression can be analyzed through the medium of accounts of private experience. (Mitchell and Oakley 11)

The concept of sisterhood can also be seen in the relationship of Shakuntala and Virmati. Virmati is attracted towards Shakuntala who says a woman should not be confined within motherhood and wifehood and she has to do something more than this. The deep impact of Shakuntala is noticed in the words, "I want to be like you, pehnji, If there are two of us, then they will not mind so much". (17). She displays her modern mind asserting that one must cross the threshold of house and pursue education in order to get freedom.

Influenced by Shakuntala, who had master degree in chemistry, Virmati makes up her mind and resolves that she is ready to go to Lahore to pursue her higher education even though it necessitates her to fight with her mother who is against her continuance of study. The turning point of her life begins when she develops love with Professor Harish, already a married person. Her passion for education and desire to be like Shakuntala drives her to the grip of the professor. Intellectual blackmailing and sophistry of the professor has compelled her to surrender to him. Later on, she is rescued by the servant of her grandfather and is locked in a godown as she refuses to marry a canal engineer chosen by the family. A volcanic like eruption occurs in the mind of Virmati who always cherishes a dream for education. She asserts her identity when she takes a bold step for writing a letter to the professor expressing that she would rather die than to be a rubber doll. At Lahore Virmati concentrates at study and the professor becomes obsolete for her. However, the strong bond between the professor and Virmati brings them into an illicit relation: "She thought he was right, she was meant to be his, what was the point in foolishly denying it on the basis of outmoded morality" (125). Thus Virmati out rightly defies the established norms by entering into a forbidden relationship as a protest against the oppressive patriarchal structure. She justifies her action standing on the periphery of modernity. Mayur Chhikara observes that the author portrays a woman who is entrapped in inner conflict between physical desires and longing for participation in the development of the time, though India achieves success in her long march yet there remains a lot to be done for the freedom of women.

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-8 No.-1, January, 2021
PP 63–71

Dominance of Folk Mathematics over Human Society: A Study

Abu Taher Mollah
Asst. Prof., Department of Mathematics, Pramathesh Barua College
Gauripur, Dhubri - 783331

Abstract: *Folk Mathematics tends to study the relationship between mathematics and culture. Ubiratan D'Ambrosio, a Brazilian educationist and mathematician, introduced the term 'Folk Mathematics'i.e Folk Mathematics in 1970 and since then the term Ethno- Mathematics or Folk Mathematics has been struggling with its meaning. Folk Mathematics evolves and flourishes among tribal and marginal societies, labour groups, children of certain age and professional classes. It springs through a non-literate culture. Folk Mathematics is a very vibrant phenomenon among children of marginal class residing aloof at Riverine Island across Brahmaputra river of Assam. Riverine Island is an area of Brahmaputra River and its tributaries which has been formed by sand and other sediments. According to Assam Government record the Riverine Island covers 3,608 KM2 of Brahmaputra basin or 4.6 % of Assam's total area. Though the people of Riverine Island face certain number of problems including soil erosion, over flooding, illiteracy, high population growth, yet the community is ethnically rich in context of folk-culture. My paper tends to look into the Folk Mathematics which thrives the hinterlands of Dhubri district situated in the western part of Assam. The paper tries to focus on games and riddles which shape the minds of children and give idea of numbers to children in their initial stage of childhood. It is apparent that games and riddles are today on the verge of extinction as the mainstream children of present generation spend their time playing video games. But the children of Riverine Island play games to get entertainment in their leisure time. Their traditional games are uniquely structured. The games have geometrical concepts and mathematical digits. The paper*

in terms of their acceptance in the world. It shows the vogue pride and gravity of inheriting a mask of an envied foreigner; in most of the cases it hints the migrant's ego and pride. But in reality, migration, as Desai vividly describes, has become a universally practiced phenomenon that has been continuously embraced by the aspirants of developing or Third World countries in spite of all itsphysical and mental difficulties. ▸▸

Works Cited

Desai, Kiran. *The Inheritance of Loss.* Penguin Books, 2015.

Virmati goes to Nahan to be the headmistress in a girls' school. She tries to adjust with the new environment and subsequently marries the professor Harish and becomes the second wife. She asserts that she has triumphed over her life. She attains a new identity as the second wife of the professor whereas all her relatives including her parents and grandfather disown her. Virmati goes a long way in her search for her identity, love and independence. She frees herself from all the shackles put into her feet by the society, and in doing so she also goes through the suffering actualized by her own volition but the only satisfaction she has in her life is that she has lived a life of her choice.

Shakuntala and Swarnalata are two more characters leading independent lives in Difficult Daughters. Shakuntala is a modern, sophisticated and an intelligent woman. She denounces the marriage as being sommum bonum of life and vehemently reacts to this custom. She becomes an anti- traditionalist. She is of the opinion that a woman should have higher education so that she can lead an independent life; marriage is a secondary thing. Shakuntala has imbibed the spirit of democracy and left an unbridgeable gulf between the old traditional world and a new world of modernity. Shakuntala seems to be self assertive and woman of independent mind.

Swarnalata is another woman character, who toeing the line of Virmati and Shakuntala also asserts her identity. She was the room partner of Virmati at Lahore. She pursues her M.A. pushing the marriage postponed for an indefinite period. She is presented as dynamic, socially curious and a true follower of Mahatma Gandhi. Her mother wants her to get married after her graduation but she has something else in her mind. She is of the opinion that marriage should not be the first priority in women's life. She tells her parents that she would be grateful to them if she is allowed to continue her study at Lahore; otherwise she would be rebellious. She informs Virmati as what has been agreed upon between herself and parents before her arrival at Lahore.

Swarnalata proves her worth as a young, dynamic and progressive woman who sticks to her ideology. She is ready to marry the person who agrees to her request that she should be given full freedom. Moreover, her marriage rests on condition that under no circumstances her work would hamper. In her letter, she tells Virmati in unambiguous term about the prospect of marriage:

And then came Swarna's note saying she was married. He had accepted all her conditions. She was going to be allowed to continue her other activities……. would share as much as possible. (188)

Swarnalata has been presented powerfully by Manju Kapur. She

is a devoted social activist who spends her energy in new avenue which provides her a new identity. She is brave, courageous, outspoken and person of action. Her endeavor shows that she is a feminist to the backbone who advocates and fights for equal rights for women. She urges Virmati to demonstrate against the "Draft Hindu Code Bill":

Come and demonstrate with us against the "Draft Hindu Code Bill" next Saturday outside the railway station. Men don't want family wealth to be divided among women. Say their sisters get dowry, that's their share and the family structure will be threatened, because sisters and wives will be seen as rivals instead of dependents who have to be nurtured and protected. As a result women will lose their moral position in society! Imagine! (251-252)

She also encourages Virmati thus: "It's important that our voice be heard, Viru, some men are planning to demonstrate against it. Won't you add your strength to ours?" (251-252). B.R. Agarwal opines that "The novelist seems to be questioning the traditional systems of child marriage, gender discrimination and other outmoded value systems which lie at the root of modern malaise. Hence, there is a need to modify and not to change" (Agarwal 246).

Christopher Rollason observes: "The pages of Difficult Daughters" speak not only of Virmati, but 'difficult daughters'. Who succeed better than she did in their lives. At the centre of the narrative, we are confronted with a woman who fights but falls by the wayside, but at its edges, as no doubtless, representative but still symbolic figure, we encounter… as will be seen below…other women, whose relative success points the way to the future" .(3).

There is a common belief that women in India lack identity. They generally identify themselves with their male counterparts. But in course of time they have established their own identity by modifying gender roles. The protagonists of Manju Kapur's Difficult Daughters are moving away from the stereotyped images of being docile, naïve, and independent and submissive. They assert their own identity and create their own space. Manju Kapur's female characters are highly educated and self dependent which their family members and the society are not easily ready to tolerate and digest. They oscillate between tradition and modernity. Through their individual struggle they move forward to create a space and curve an identity for themselves as confident and competent women in patriarchal set up. Education and economic independent lead them to their self-realization.

The basic parameter of this study is to explore the female psyche where rests an anxiety to care for her 'self' and to carve a space for

tag. Father Booty was rejected help by his native acquaintances, as well as by government officers who once had taken favour from him. An opportunist Nepali doctor offered an incredibly worthless amount to buy his land; he had managed the local thugs, police, authorities, and GNLF leaders before executing his plan at the cost of 'practically nothing' (222). He threatened Father Booty to vacate the estate for his safety: "You are residing in this country unlawfully and you must sell or lose everything." (222)

The novelist is sympathetic while presenting the wretched condition of Father Booty, who was more patriotic than any other Indians. His elegant cottage 'Sukhtara - Star of Happiness' was to be dismantled; the poor man envisaged how happiness was fading away. He was psychologically traumatized at the loss of his peace and prosperity, amidst the political chaos he 'lost everything but his memories' (257). Sai was extremely frustrated at the eviction of Father Booty from his estate; she condemned the highhandedness of the local authorities and shocked at their ignorance who failed to visualize that Father Booty contributed much more than the idle locals who had never done anything significant for the society:"In the end Father Booty, lovable Father Booty who, frankly, had done much more for development in the hills than any of the locals, and without screaming or waving kukris, Father Booty was to be sacrificed." (223) Desai projects her perspective through Sai, who mocks the extremists for diminishing their credentials by evicting a devoted resident like him. She lamented at the loss of their peaceful time where 'music, alcohol, and friendship together could create a grand civilization' (223).

Conclusion:

The Inheritance of Loss propagates failures and complications of human bondages and their consequential effects. Economic deprivation, social insecurity, and haughty aspirations are projected as prime causes of immigration. Desai shows how the drifters create a mess of their lives and go through immeasurable tension, humiliation, and identity crisis in the adopted society. The authoritarian control of the targeted society often diminishes their cultivated dreams. Most vibrantly Desai explores the miserable life of the migrants in their respective alien society; at the same time she satirizes their socio-cultural negotiationfor establishment or recognition at any cost.The novelist doesn't seem to glorify the act of migration that creates a lot of chaos; she exposes the vanity of this act for which the individual sacrifices own culture, tradition, and identity. The Inheritance of Loss shows the differences among various migrants

Jemubhai was so obsessed with British culture and practice that he tried to apply them in Indian conditions: he'ate even his chapatis, his puris and parathas, with knife and fork' (176).Moreover, he tried to alter his wife Nimi's personality and etiquette as per any aristocratic English society.

Political chaos and its impact upon foreigners:

The Inheritance of Loss can be seen as a political extravaganza which describes the chaotic situations during the GNLF movement - it displays the horrors of insurgency, socio-political discrimination, and rebellion against governance. Out of the fifty-three, more than eighteen chapters delineates the heinous encroachment, riots, bandhs, protests, violence in the hills that had ruined the peace, prosperity, and tourism. Kiran Desai focuses the effects of migration in India during that crucial time in which the immigrants had to go through tremendous miseries and psychological tension.

Father Booty was a Swiss citizen by birth who was tempted by the natural serenity and cultural richness of the hills; he decided to pass his remaining life in tranquility and mental solace among the natives until he was forcibly evacuated from Kalimpong during the GNLF Movement. He never wished to renew his documents as he never calculated that it would create hindrance in future and convert him into an unlicensed foreigner, 'a threat' to 'national security' (221). Father Booty never cherished the idea of either existing or re-entering India - "He knew he was a foreigner but had lost the notion that he was anything but an Indian foreigner…." (220).He never ever thought that his legitimacy and intentions would be questioned in future. Father Booty had opened a Swiss diary firm and provided requisite information, advice, and help to the natives for forty-five long years and thus enriched the economy of the region - 'how diaries might create a Swiss-style economy in Kalimpong' (257). He is portrayed as an impractical fellow who purchased a lavish plot and never bothered about its registration: "He felt a lack in himself, despised his conformity to the ideas of the world even as he disagreed with them." (223)

Father Booty's illegitimate establishment was accidently discovered and the state agency threatened him to evacuate his estate. The police didn't listen to any excuses put forward by him; they reminded him that they could not 'tolerate abuse of privilege' (221).All his material possessions were termed 'as illegal as he was' (221) because being an outsider he could not acquire any property in India. They asked him to re-apply for authentic documents so that he could continue his Indian foreigner's

herself in the patriarchal society. It is an attempt to depict the agony of woman's heart, her emotional insecurity and loneliness. It may be remarked that the woman's quest for freedom and demand for the status of human being is not a lunatic cry, rather a genuine effort to make a room for her in this harsh world. Their fight is not a blind fight of the armies fighting in the dark, but a balanced action leading them towards their purpose, their goal- a quest for liberated self. ▸▸

Works Cited

Beauvoir, Simone de.*The Second Sex.* Trans and Edit H.M. Parshley , Vintage Books, 1974.

Bhatt, Indira. "Marriage: the Summum Bonum of Woman's Life: A Study of Manju Kapur's *Difficult Daughters"*. Indian Women Novelists in English, (ed.) Amarnath Prasad. Atlantic Publishers, 2001.

Kapur, Manju. Difficult Daughters, Faber and Faber, 1998.

Mitchell, Juliet and Ann Oakley (ed). *The Rights and Wrongs of Women.* Harmondsworth: Penguin Books, 1976.

Rollason, Christopher "Women on the Margins: Manju Kapur's *Difficult Daughters". The Atlantic Literary Review* Vol. 5 No. 1-2 Jan.-March & April-June 2004.

Singh, Alka. "A Tempting Trap: Manju Kapur's *A Married Woman". Contemporary Indian Writing in English: Critical Perceptions,* Vol. II, ed. N. D. R. Chandra. Sarup and Sons, 2005.

Creatcrit : ISSN 2347-8829
Vol.-8 No.-1, January, 2021
PP 54–62

Migrants' Experience in *The Inheritance of Loss:* An Existentialist Study

Tapash Kumar Bharali
Research Scholar, Dept. of English, MSSV, Nagaon
Assam-782001

Abstract : *Kiran Desai's The Inheritance of Loss portrays different levels of immigration and its related consequences which justify the fate of the characters. Set at the backdrop of the GNLF movement of 1986, the novel embodies all the prominent features of a true postcolonial novel, and significantly focuses multi-layers of Indian diaspora. Desai projects migration as a global phenomenon that usually dismantles the physical and mental peace of the expatriates in an alien socio-cultural environment. The ardent search for economic gain and life's comfort place the immigrants in socio-cultural metamorphosis in which they have to surrender their identity and ethnicity. Almost all the émigrés face social problems like alienation, displacement, rootlessness, lack of belongingness, identity crisis etc. The novel exposes the trying immigrant experience. This paper aims to capture immigrants' experience as found in The Inheritance of Loss approaching the text under the postcolonial theoretical framework.*

Key-words : *Immigration, socio-cultural environment, Third World, economic betterment, identity crisis, humiliation*

Introduction

Kiran Desai doesn't need any introduction to the literary fraternity. Kiran Desai's native sentiment, emotional attachment with Indian soil, and her laborious exposition of the socio-cultural and political agendas have mesmerized the readers. Her acute natural and realistic presentation of the human psyche in respective social environment has endeared her works. Her writing is grafted with genuine postcolonial flavour and

embrace the enigmatic western values and finally he had escaped from the monotonous life and shredded the vanity of his association with the western world.

Colonial imprints on immigration:

Jemubhai Patel belonged to the first flux of aspirant Indians who sought to flourish his life by attaining an envious degree from the very citadel of colonial powers. His father had fulfilled that purpose by taking a mammoth dowry from a wealthy family to fulfill his educational expenses. In England, colonial standards and hazardous circumstances forced him to shed off his inherent habits and behaviours. Young Jemubhai suffered from inferiority complex mostly because of his identity, race, and community; he was discriminated due to his complexion, tonal variation and culture. He started to keep himself aloof from the public and segregated himself from the British society; he withdrew from all social associations and trapped himself within a tiny cabin amidst suffocating isolation. He became hesitant and timid; his frustration and frozen fury transformed him into a misanthrope. He tried to adopt colonial habits, standards, and customs and rapidly effaced his Indian identity. In spite of all the hindrances, Jemubhai tried to overcome those complications that could demotivate his ambitious goal.

Desai narrates the racial discrimination that Jemubhai experienced in England, which ultimately changed his personality. He was deprived of all human dignities - he was rebuked, harassed, and humiliated. The discriminatory racial attitude of the English people provoked him to acquire that alien culture at any cost. The psychosomatic trauma of Jemubhai at the disapproving outlook of the natives has been vividly delineates by the novelist:

"For entire days nobody spoke to him at all, his throat jammed with words unuttered, his heart and mind turned into blunt aching things, and elderly ladies, even the hapless-… moved over when he sat next to him in the bus, so he knew whatever they had, they were secure in their conviction that it wasn't even remotely as bad as what he had. The young and beautiful were no kinder; girls held their noses and giggled, "Phew, he stinks of curry!" (39)

The novelist has elaborately described the mental agonies of the young Indian who was passing miserable times in thatclaustrophobic society; he developed a sense of self-consciousness and eccentricity from which he failed to recover in life: "Eventually he felt barely human at all…" (40). Desai narrates Jemubhai'sdrastic conversion into a British persona that created psychosis and had eventually turned him into a psychic personality.

cultural doctrines and religious beliefs; they embrace the gripping clutches of western hegemony.Biju rapidly developed a sense of alienation and felt "…a flash of anger at his father for sending him alone to this country, but he knew he wouldn't have forgiven his father for not trying to send him, either." (82) The immigrants gradually efface their ego and hatred grows inside their minds towards the colonial dominance and betrayal. Biju realized the vanity of the 'American Dream' - a myth which none could fulfill easily; it epitomized a fantastic El Dorado of imaginary world. The natives never appreciate the flux of migrants which usually appears to be disgusting burden to the Whites; Indian migrants have to bear the invective 'son-of-a-bitch Indians' (23). Biju had to bear the disgustful outlook of the proprietor's wife in an Italian restaurant, Pinocchio - she preferred to borrow the services of anyone from Europe who matches with their race, religion, and complexion: "He smells," … "I think I'm allergic to his hair oil." She had hoped for men from the poorer parts of Europe-Bulgarians perhaps, or Czechoslovakians. At least they might have something in common with them like religion, and skin color, grandfathers who ate cured sausages and looked like them, too, …" (48)

Desai distinctively clarifies the vagueness of immigration-

"…that immigration, so often presented as a heroic act, could just as easily be the opposite; that it was cowardice … fear marked the journey, not bravery; a cockroachy desire to scuttle to where you never saw poverty,…" (299).

Economic prosperity for outsiders in America is a sheer matter of luck; Desai shows the polar differences between the affluent legal Indians and the illegal refuges who remain victims of identity crisis. Harish-Harry, the proprietor of the Gandhi Café, was smoothly running his business at the cost of poor illegal 'Third World' immigrants. The novelist's tenor becomes trenchantwhile uttering Biju's revulsion:

"But it WAS so hard and YET there were so many here. It was terribly, terribly hard. Millions risked death, were humiliated, hated, lost their families-YET there were so many here." (189)

Biju was horrified at the insensitive treatment of Harish-Harry who never cared much about his illegal employees; he shouted in anger:

"Without us living like pigs," … "what business would you have? This is how you make your money, paying us nothing because you know we can't do anything, making us work day and night because we are illegal." (188)

Mr. Kakkar, the proprietor of Shangri-la, was shocked at Biju's 'completely crazy' decision to return to India. Biju was non-resilient to

her novels deal with the prevailing sensitive issues of twentieth century such as - globalization, existentialism, cultural assimilation and diffusion, social segregation, identity crisis, insurgency, alienation etc. The Inheritance of Loss, exhibits diverse issues of displacement, dilemma in relationships, lack of adjustment in alien culture, and marginal polarities between the elite and the wretched. Set at the backdrop of the precarious GNLF Movement of 1986 that raged Darjeeling, a hill station, the novel narrates the traumatic struggles of few migrants, excessive addiction to western ways of life, self-resurrection of Indian youths, and deplorable condition of the deprived. It is a saga of every Indian migrant's striving in their adopted nation; and their tremendous socio-cultural inferiority complex in that alien socio-cultural environment.

Layers of immigration consciousness in The Inheritance of the Loss:

Migration is a global phenomenon caused due to various such as economic stability, and educational opportunities in modern times. In some cases migrants prefer to adopt the alien society, its culture, and the ways of life and feel privileged to settle in the foreign lands. Some of the migrants are fortunate enough to be embraced by the new society to which they belong, but in most of the cases they have to undergo tremendous mental stress in their quest for survival in that unknown world.

Kiran Desai has portrayed three different strata of immigration in The Inheritance of Loss . Being herself a diasporic writer, Desai has been a vibrant wanderer who has experienced the lights and shades of immigration. The novel is semi-autobiographical in nature, and Desai herself admits the resemblances of her personal observations in the colourful narration of the persona and events in the novel. She narrates the issues of migration which cause evacuation and deportation of the émigré; she explains the physical as well as psychological sufferings that the migrants receive during their exile in the adopted nation. The Inheritance of Lossshows not only the struggles of Indian foreigners abroad, but also indicates hazards faced by foreigners outside their native country.

In The Inheritance of Loss, we find Biju, Jemubhai Patel, Father Booty, and Saeed Saeed, as primary migrants who have seen the effects of immigration. The pathetic struggles of few minor characters like Achootan, Bose, Pixie, and MunMunare also mentioned by the novelist. The concept of legitimacy and acceptance are deeply rooted to migration which is left for the readers to decide by the author. Jemubhai Patel was a legitimate migrant who had gone to the UK to fulfill his long cherished dream; Biju had gone to America after getting a tourist visa

but he had no intention to return and thus converted himself into an illegal migrant; the same fate was met by Swiss Father Booty who refused to leave India as he was fascinated by the natural bounty and cultural richness of the hills in Kalimpong. Saeed Saeed, the Zanzibarian migrant in the USA earnestly kept on trying different tactics to continue living in America despite his innate hatred towards its culture. Local migration of the Bengali sisters, Lola and Noni, from Calcutta to Kalimpong can also be considered in the same light.

Except Father Booty none of the mentioned characters were happy in their respective alien lands - Biju detached himself from all the western values and doctrines during his long stay in America, the judge had to thoroughly transform himself into an unidentifiable colonial orgy during his sojourn in the UK, Father Booty willingly accepted the local customs and tradition after his settlement in Kalimpong; while Lola and Noni never felt comfortable among the local Nepalese despite having their Bengali identities. Biju's escape to America symbolizes every young unemployed Indian's aspiration for economic prosperity, who never prefers to toil in his own land, mostly due to inferior complexity or ego. The judge had purely personal reasons to venture the alien culture. Despite being rejected by the local Britons on account of his race, community, religion and tradition, he never withdrew himself from achieving the desired degree from an esteemed institution. His hardcore ambition finally provided him an envious place in India which he had dreamt since his childhood. But in this process, Jemubhai had developed his selfish attitude and ruthless nature; he had put on the colonial cloak and adopted all the customary alien habits, behaviours, and tantrums. He was loathed and criticized by the local people for his fake identity and haughty duplicity. There is an obvious contrast between few Indians sweating hard for prosperity in foreign lands, and a foreigner wholeheartedly accepting Indian culture and traditional values. Father Booty had merged himself into the local socio-cultural environment and tried to develop the economy of the region through his Swiss dairy firm. While Biju and Saeed Saeed were considered economic threat to the nation, Father Booty stood at the quite opposite pole by generating local enterprises and trade.

Biju had to shift from one job to another due to his illegitimacy; he found it hard to survive in the chaotic professional environment and longed for his return to India. He felt embarrassed to recall the bygone days when both the father and son had fervently craved for an American visa. The cook never ever felt the physical labour and mental trauma of his son in America; rather he was proud of his son's envious establishment in the USA, which many prominent and wealthy parents failed

to achieve. The illiterate cook envisaged the economic growth of Biju and urged him to save money for future profitable endeavors. Kiran Desai shows the pride of few Indians whose ultimate glory lies in their association with colonial countries. Lola was extremely proud of her daughter Pixie's engagement with BBC and cherished a lone desire of marrying her off to some established Englishman. She pompously exhibited her foreign possessions, and boasts of the English socio-cultural environment. Lola's arch rival Mrs. Sen herself showed the same attitude after her daughter MunMun's appointment at the CNN. By and large, both the women were extremely happy with their daughters' migration and their subsequent employments. Lola had been a practical visionary who tirelessly insisted her daughter's early expedition to England for settlement as she was irritated by the filthy state of Indian society and politics: "Better leave sooner rather than later"… "India is a sinking ship, …the doors won't stay open forever…." (47)

Existential dilemma of Indian migrants in America:

The Inheritance of Loss illuminates the chaotic cravings of unemployed youths to fetch some profitable job in a foreign land. The novel shows the dilemma, conflicts, and repentance of Biju in America who kept on hovering from Manhattan to New York in different restaurant kitchens. The fear of deportation forced him to withdraw or escape from one job to another. He had lived an utterly miserable life in the dingy basement cells along with other strugglers of the Third World countries. He was refused, abused, and maltreated due to his backward identity, culture, and race. The illiterate cook foresaw materialistic prosperity of Biju on the American soil: "you have been fortunate enough to get there…" (95). Desai mocks at the common perspective of Indians about gaining prosperity in America. The diasporic state of Indian refugees and their rootless existence full of dissatisfactions or fake identities are noticeably highlighted by the author. The novelist condemns the urge of Indians to undergo any sort of humiliation to get into the States. "You could heap rubbish on their heads and yet they would be begging to come crawling in …." (184).Initially, Biju was satisfied with his job and showed off his pride in having an American master and their food: "The manager has offered me a full-time waiter position. Uniform and food will be given by them. Angrezikhana only, no Indian food, and the owner is not from India. He is from America itself." (14) The cook was extremely happy at the 'achievement' of Biju who 'works for the Americans' (14), a dignified designation, a medallion to be carried till infinity.

As Desai portrays, the migrants are bound to redefine or modify their culture as per the requisite demands and compromise with their